বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মুখবন্ধ

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের সাংবাৎসরিক কর্মসম্পাদনের বিস্তৃত বিবরণী। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২১ ধারা অনুযায়ী প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদন কমিশনের সাংবাৎসরিক কার্যক্রমের প্রতিফলনসহ ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি রূপরেখা তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, বিরোধীয় বিষয়ের সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিশন উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ পালনে নিরলসভাবে সচেষ্ট রয়েছে।

কমিশন একটি নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক (কোয়াজি-জুডিশিয়াল) সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির মাধ্যমে যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ; গ্রাহক হয়রানি রোধ; প্রিপেইড ও ইভিসি মিটার স্থাপন; মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়ন চালুসহ নানা ধরনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে কাজ করছে। অধিকন্তু ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণসহ অসাধু ও একচেটিয়া (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করতে কমিশন স্বীয় ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

জ্বালানি ও জ্বালানি নিরাপত্তা অর্থনৈতিক এবং টেকসই উন্নয়নের যথাক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও অন্যতম নিয়ামক। এ লক্ষ্যে কমিশন সকল অংশীজনের (Stakeholders) সাথে আলোচনা ও সম্মতিক্রমে ৩ টি তহবিল গঠন করে দিয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র দেশীয় কোম্পানির গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার ফলে দেশীয় কোম্পানিসমূহ বিকশিত হচ্ছে। 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে' জমাকৃত অর্থ এলএনজি আমদানির বিপুল পরিমাণ ব্যয় মেটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলে'র অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্ণিত তিনটি তহবিল গঠনের ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যে সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে।

কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সম্পর্কিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা SAFIR, ERRA, ICER এর সাথে কাজ করছে যা পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য অধিকার, সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরও ১৬টি প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। কমিশন ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৯৫ টি পৃথক মূল্যহার আদেশ জারি করেছে এবং মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল এবং বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছে।

গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত করার নিমিত্ত যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, নিজস্ব ভবন নির্মাণ, নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন এবং কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনসহ একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও জনবান্ধব কার্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কমিশন একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করি।

কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ আব্দুল জলিল)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	মুখবন্ধ	৩
২	কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম	৭
	কমিশনের গঠন	৯
	কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ	৯
	চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের প্রোফাইল	১০-১৪
	কমিশনের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত কর্মপন্থা	১৫
	কমিশনের কার্যপরিধি	১৬
	কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	১৭
	কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো	১৮
	কমিশনের বিভিন্ন সভাসমূহ (কমিশন সভা, সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভা, গণশুনানি)	১৯-২৩
৩	প্রশাসন শাখার কার্যক্রম	২৫-২৯
৪	বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম	৩১-৩৮
৫	গ্যাস শাখার কার্যক্রম	৩৯-৪৮
৬	পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম	৪৯-৫৪
৭	আইন ও বিধি শাখার কার্যক্রম	৫৫-৫৯
৮	অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম	৬১-৬৬
৯	সেমিনার ও ওয়ার্কশপ	৬৭-৭১
১০	আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক	৭৩-৭৮
১১	গবেষণা কার্যক্রম	৭৯-৮১
১২	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি) বাস্তবায়ন	৮৩-৮৫
১৩	কমিশনের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৮৭-৯৮
১৪	কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানের নামের তালিকা	৯৯
১৫	Auditor's Report And Financial Statements of BERC (For The Year Ended 30 June 2020)	১০১-১৩১
১৬	কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের বিবরণ	১৩৩-১৪০
১৭	ফটো গ্যালারী	১৪১-১৪৮

কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম

কমিশনের গঠন

বিশ্বায়নের যুগে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি গতিশীল, গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশের মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইন মোতাবেক কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান

রহমান মুরশেদ
সদস্য

মোহাম্মদ আবু ফারুক
সদস্য

মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী
সদস্য

মোহাম্মদ বজলুর রহমান
সদস্য

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে (সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদায়) যোগদান করেন। তিনি South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি International Confederation of Energy Regulators (ICER) এর Steering Committee (SC) এর একজন অন্যতম সদস্য।

অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী জনাব এমএ জলিল, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের সদস্য হিসেবে ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রি. তারিখে তাঁর সরকারি কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব (২০১৭-২০১৮) এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব (২০১৬-২০১৭) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর এবং বিইআরসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি অতি দরিদ্র, এতিম ও দুস্থদের উন্নতির জন্য কাজ করা মানব-হিতৈষী সংস্থা-'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম' এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ভারতের সাথে ঐতিহাসিক 'The Land Boundary Agreement, 1974' এবং 'The Protocol 2011'এর বাস্তবায়নের কাজ, স্ট্রিপ ম্যাপস্ প্রণয়ন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভূ-সীমানার অমীমাংসিত সীমানা চিহ্নিতকরণ, অপদখলীয় এলাকা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি মাঠ প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার দায়িত্বও পালন করেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদের মধ্যে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত), দিনাজপুর ও নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ৩ (তিন) বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) সচিব এর দায়িত্বে ছিলেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মাঠ প্রশাসনে রয়েছে তাঁর কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০২১' পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে জনাব এমএ জলিল বেশ কয়েকটি ডিজিটালাইজিং কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন করেছেন। মাঠ প্রশাসনে 'ফ্রন্ট ডেস্ক', 'ওয়েব পোর্টাল', ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) প্রবর্তন এবং জনসেবায় উদ্ভাবনী চর্চার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। এছাড়া ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মকালীন অনলাইন মৌজা ম্যাপস্ ও স্বত্বলিপি প্রদর্শন, বিতরণ, ছিটমহলসমূহের স্বত্বলিপি (Record of Rights) ও ডিজিটাল মৌজা ম্যাপস্ প্রস্তুত এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে কর্মকালীন ই-হজ্জ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় ই-প্রাক-নিবন্ধন ও ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালুকরণ তাঁর অনন্য উদ্যোগ।

দীর্ঘ কর্মজীবনে জনাব এমএ জলিল দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। MATT-2 সহ দেশের অভ্যন্তরীণ সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ছাড়াও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন: (১) 'Public Administration Capacity Building' at AIT, Thailand; (২) 'Senior Executive Certificate Course for Strategic Management' at MACC, Malaysia; (৩) 'Critical Elements of Corruption Detection & Investigation' at MACC, Malaysia; (৪) 'Security Sector Development in the Indian Ocean Region' in Honolulu, Hawaii, USA; (৫) 'e-Government Policy Management Course' in South Korea; (৬) 'Managing At The Top-2 (MATT-2)' at University of Wolver Hampton, UK এবং (৭) 'Strengthening Government Through Capacity Development' in the Civil Service College of UK প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ও সরকারি কাজে ভারত, চীন, ফিনল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সৌদি আরবসহ বহু দেশ ভ্রমণ করেন।

জনাব এমএ জলিল ২১ অক্টোবর, ১৯৫৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশের সিলেট জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

রহমান মুরশেদ
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব রহমান মুরশেদ নভেম্বর ২০১৪ সময়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এ সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে কেমি প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে থাইল্যান্ডে এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি) হতে জ্বালানি প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন এবং তৈল ও গ্যাস বিষয়ক ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

দেশের জ্বালানি সংক্রান্ত প্রকল্প নিয়ন্ত্রণসহ গ্যাস সেক্টরের ব্যবস্থাপনা কাজে জনাব মুরশেদ এর অভিজ্ঞতা দীর্ঘ ৩৫ বছরেরও বেশী। তিনি উন্নয়ন সহযোগীর প্রতিনিধি হয়ে জ্বালানি সেক্টরের উন্নয়নে এবং তৎপূর্বে রাষ্ট্রীয় গ্যাস ইউটিলিটিসমূহের পরিচালন কাজে কর্মরত ছিলেন। বিভিন্ন জ্বালানি আপস্ট্রীম প্রকল্প বাস্তবায়নসহ রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহের কর্পোরেটাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফ্যাসিলিটেটর ছিলেন।

জনাব মুরশেদ বিইআরসি-তে যোগদানের পূর্বে ডেলয়েট কনসালটিং ওভারসীজ প্রজেক্টস্ এলএলসি তে ডেপুটি চীফ অব পার্টি; এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ; বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এ পরিচালক (অপারেশন); সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিঃ এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক; বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিঃ এ মহাব্যবস্থাপক এবং কারিগরী উপদেষ্টা ও এসোসিয়েটস্ (বাংলাদেশ) লিঃ এ কেমি প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবু ফারুক
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোহাম্মদ আবু ফারুক ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এ সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে বি.এস.সি. (অনার্স) এবং এম.এস.সি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব ফারুক ১৯৮৬ সালের ৮ম বি.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অডিট এন্ড একাউন্টস্) ক্যাডারে এ্যাসিসটেন্ট একাউনটেন্ট জেনারেল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং অডিট এন্ড একাউন্টস্ বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পদে ১৫ বছরের অধিক সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত জনাব ফারুক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাজ করেন। তদ্‌পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়সহ অডিট এন্ড একাউন্টস্ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ১৯ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব ফারুক এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে পরিচালক (অর্থ), সচিব এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের 'প্রকল্প পরিচালক' হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন, জনবল ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা কার্যক্রম এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে।

কর্মজীবনে জনাব ফারুক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ান ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রাজিল সফর করেন।

জনাব ফারুক ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। স্ত্রী খুরশিদ আরা একজন গৃহিণী। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহমিদ মুনাত যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইর্য়কস্থ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করে বর্তমানে ওয়াল স্ট্রিটে প্রযুক্তি সেক্টরে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মেহরাজ মাহ্‌দীন বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব প্রফেসনাল, ঢাকা-তে বি.বি.এ. অধ্যয়নরত।

মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী ২০২০ সনের ৩০ জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪-সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিওলোজি-তে এম.এস.সি করেন। জনাব চৌধুরী দেশে ও বিদেশে অনেক প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন।

জনাব চৌধুরী ১৯৭৫ সালে পেট্রোবাংলায় একজন ফিল্ড জিওলোজিষ্ট হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। তিনি ২০০৮ সালে পেট্রোবাংলার পরিচালক (পরিকল্পনা) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। পেট্রোবাংলায় কর্মরত থাকাকালিন সময়ে মধ্যেপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি ও বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পেট্রোবাংলার অধীনস্ত দ্বিতীয় গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে দুইটি অনুসন্ধান কূপ (মরিচা কান্দি ও বেলাবো ক্ষেত্র দুটি আবিষ্কিত হয়), কৈলাশটিলা গ্যাস ক্ষেত্র মূল্যায়নে দুইটি নতুন তেলের আধার ও দুইটি নতুন গ্যাস আধার আবিষ্কারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জনাব চৌধুরী ১৯৯৫ সালের জাতীয় জ্বালানী নীতি প্রণয়নে সক্রিয় ভাবে অংগ্রহণ করেন।

পেট্রোবাংলা থেকে অবসর গ্রহণের পর হাইড্রোকার্বন ইউনিট এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের জ্বালানি অনুসন্ধান উন্নয়ন ও উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের তেল/গ্যাস এর সম্ভাবনা ও মজুদ নিরূপন খননকৃত কূপ সমূহ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

জনাব চৌধুরী ২০১০ সালের শেষ ভাগ থেকে ২০১৭ জুন পর্যন্ত সেন্টার ফর এনভারমেন্ট এন্ড জিয়োগ্রাফিক্যাল সার্ভিসের (CEGIS) জ্বালানি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। এ সময়ে তিনি কোল সোর্সিং, ট্রান্সপোটেশন ও হ্যান্ডলিং ফর খুলনা, চট্টগ্রাম ও মহেশখালী প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও রামপাল, এস আলম কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্লান্ট, বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম গ্যাস পাইপ লাইন, ঘোড়াশাল সার কারখানা ইত্যাদি প্রকল্পের আই.ই.ই এবং ই.আই.এ প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ জুলাই থেকে জুন ২০১৮ কুতুবদিয়া ও পায়রা এলাকায় এলএনজি স্টোরেজ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। জুলাই ২০১৮ পুনরায় CEGIS এ উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। এসময় তিনি বাংলাদেশে ২য় পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ, শিলিগুড়ি (ভারত) থেকে পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত তেল পাইপ লাইন নির্মানের উপর আই.ই.ই এবং ই.আই.এ প্রণয়ন করেন।

জনাব চৌধুরী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ০২ নং সেক্টরের অধীন ক্রাক প্লাটুনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে ঢাকা শহর ও সংলগ্ন পূর্ব অঞ্চলে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত।

জনাব চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। স্ত্রী সাকিলা বানু ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষিকা। তিনি এক কন্যা এবং এক পুত্রের জনক।

মোহাম্মদ বজলুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ৩০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব হিসাবে নিয়মিত সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিষয়ে ১৯৮৩ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এনইউবি) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এমবিএ (ফিন্যান্স) অর্জন করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে (বাপবিবো) সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং) ক্যাডারে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী হিসেবে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত বাপবিবোতে কর্মরত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিভিন্ন পদে যেমন- সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, সিনিয়র পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সিনিয়র পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এবং সহকারী জেনারেল ম্যানেজার পদে বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা রেলওয়ে বিভাগ, সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ বিভাগ, পাকশী রেলওয়ে বিভাগ, চট্টগ্রামস্থ রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার দপ্তর এবং ঢাকাস্থ মহাপরিচালক দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জুলাই'৯২ হতে ডিসেম্বর'৯৬ পর্যন্ত সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা বিভাগে বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা ও আবাসিক এলাকার একমাত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ উৎস রেলওয়ের নিজস্ব কয়লাভিত্তিক একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা বিভাগে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক অবকাঠামো (৩৩ কেভি লাইন, ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন, ১১/০.৪ কেভি সাবস্টেশন, ১১/.৪ কেভি লাইন ইত্যাদি) নির্মাণপূর্বক জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হয় এবং পুরনো ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান অক্টোবর ২০০৬ তে উপ-সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। তিনি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব হিসেবে প্রায় এক বছর কাজ করার পর জুলাই ২০০৮ মাসে পরিচালক (বিদ্যুৎ) পদে প্রেষণে বিইআরসি তে যোগদান করেন। বিইআরসি প্রতিষ্ঠার পর তিনিই এর সর্বপ্রথম পরিচালক (বিদ্যুৎ) হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরিচালক (বিদ্যুৎ) হিসেবে বিইআরসি-তে তাঁর মেয়াদকালে তিনি ইউটিলিটিসমূহের ট্যারিফ আবেদন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক কমিশনের বিবেচনার জন্য কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পরিচালক (বিদ্যুৎ) এর দায়িত্বের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় "টিএ প্রজেক্ট ফর ইন্সটিটিউশনাল ডেভলাপমেন্ট অব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব এবং যুগ্ম-সচিব হিসেবে সাসটেইন্যাবল এনার্জি ডেভলাপমেন্ট অধিশাখায় কাজ করেছেন। এই অধিশাখায় কাজের সময় তিনি "টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)" প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরকরণের (establishment & operationalization) জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে বিদ্যুৎ বিভাগের "টিএ প্রজেক্ট ফর উইন্ডো রিসোর্স ম্যাপিং" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প প্রণয়ন হতে শুরু করে প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক" হিসেবে সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত তাঁর অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই বছর দায়িত্ব পালন করেছেন।

দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বৎসরের সরকারি চাকরিকালীন তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ইউটিলিটি রেগুলেশন ও স্ট্র্যাটেজি, ইফেকটিভ রেগুলেশন অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউটিলিটিস এবং ট্যারিফ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে তিনি PURC/UF (USA), AIT (Thailand) এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ময়মনসিংহ জেলার এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ৩১ অক্টোবর ১৯৬০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক এবং তাঁর স্ত্রী একজন গৃহিণী।

ভিশন

এনার্জি খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ।

মিশন

১. সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য অভিন্ন সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।

২. এনার্জি খাতে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ নির্ধারণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।

৩. জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. কর্ম এবং উদ্দীপনা ভিত্তিক রেগুলেশন চালু করা।

৫. এনার্জি খাতে সকল স্টেকহোল্ডারদের সুষম কর্ম-মাপকাঠি নির্ধারণ এবং সরবরাহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা।

কৌশলগত কর্মপন্থা

১. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা।

২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩. প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও উত্তম চর্চার মাধ্যমে কমিশনের কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪. ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় রেগুলেটরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

কমিশনের কার্যপরিধি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪, ধারা ২২ অনুযায়ী কমিশনের কার্য পরিধি নিম্নরূপঃ	
(ক)	এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;
(খ)	বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;
(গ)	ভোক্তাকে সঠিক মান এবং পরিমাণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
(ঘ)	লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;
(ঙ)	লাইসেন্সির সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
(চ)	এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;
(ছ)	গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;
(জ)	সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;
(ঝ)	লাইসেন্সিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;
(ঞ)	বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;
(ট)	লাইসেন্সিদের মধ্যে এবং লাইসেন্সি ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করা;
(ঠ)	ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;
(ড)	প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং
(ঢ)	এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১ জন। এদের মধ্যে প্রতিবেদনাধীন সময়ে চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য, কমিশনের ১ জন সচির, ৩ জন পরিচালক, ৮ জন উপপরিচালক, ১ জন চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, ১১ জন সহকারী পরিচালকসহ ১৭ জন তৃতীয় শ্রেণীর এবং ২৬ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ মোট ৭২ জন কর্মরত ছিলেন। অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের সংখ্যা নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো:

সারণি-১: কমিশনের অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের পরিসংখ্যান

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ ২০১৯-২০ অর্থবছর	মন্তব্য
চেয়ারম্যান	১	১	-	
সদস্য	৪	৪	-	
সচিব	১	১	-	
পরিচালক	৪	৩	১	
উপপরিচালক	৮	৮	-	
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	১	১	-	
সহকারী পরিচালক	১৬	১১	৫	
ব্যক্তিগত সহকারী	১০	৯	১	
অফিস সহকারী/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৭	৭	-	
হিসাব সহকারী/ক্যাশিয়ার	১	১	-	
গাড়িচালক	৮	৮		এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনেক্রমে ৫ জন চুক্তিভিত্তিক ও ২ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কর্মরত আছে।
অফিস সহায়ক	১৮	১৬	২	
নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	-	
মোট	৮১	৭২	৯	

উল্লেখ্য, কমিশনের সংশোধিত জনবল কাঠামোতে ৭৬টি অতিরিক্ত পদের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত পদসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

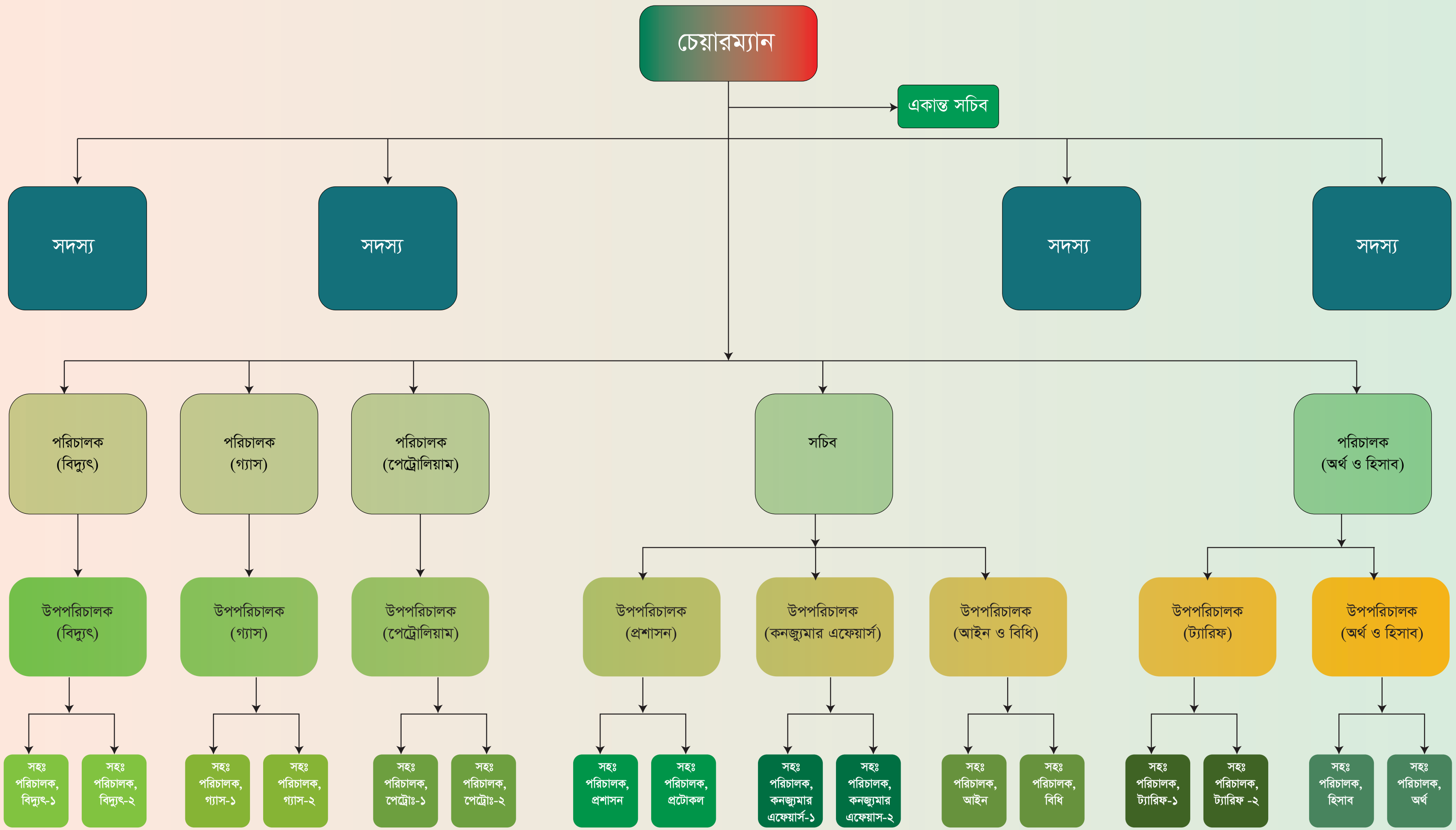

বি:দ্র: কমিশনের বিদ্যমান অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত ৭৬টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কমিশন সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে পরিপূর্ণ কোরামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও জরুরী/গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশন বিশেষ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৪১টি কমিশন এবং ৮টি বিশেষ কমিশন সভাসহ মোট ৪৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ (পাঁচ) বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সারণি-২: কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	কমিশন সভার সংখ্যা	বিশেষ কমিশন সভার সংখ্যা	মোট
২০১৫-১৬	১২	২০	৩২
২০১৬-১৭	২৩	৭	৩০
২০১৭-১৮	৪১	১	৪২
২০১৮-১৯	৩৮	৫	৪৩
২০১৯-২০২০	৪১	৮	৪৯

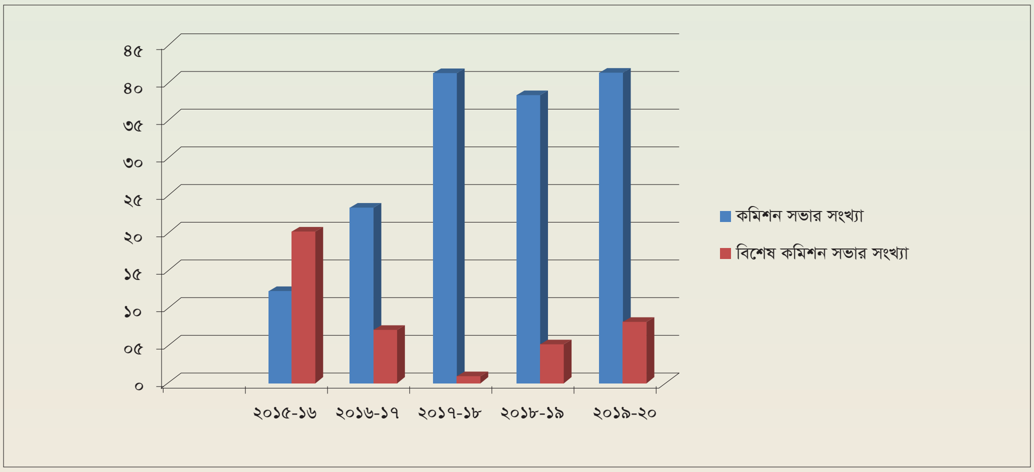

লেখচিত্র-১: ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরভিত্তিক কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার চিত্র

কমিশন সভা

সমন্বয় সভা

কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্মকাণ্ডের সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য কমিশনে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সমন্বয় সভায় পূর্ববর্তী মাসে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাগণের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে তা সমন্বয় সভায় সরাসরি উপস্থাপনের সুযোগ পান এবং সমস্যা সমাধানে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভা চালু করার ফলে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যা কমিশনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারণি-৩: কমিশনে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার বিগত ৬ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সভার সংখ্যা
২০১৪-১৫	০
২০১৫-১৬	০
২০১৬-১৭	১০
২০১৭-১৮	১২
২০১৮-১৯	১২
২০১৯-২০	১০

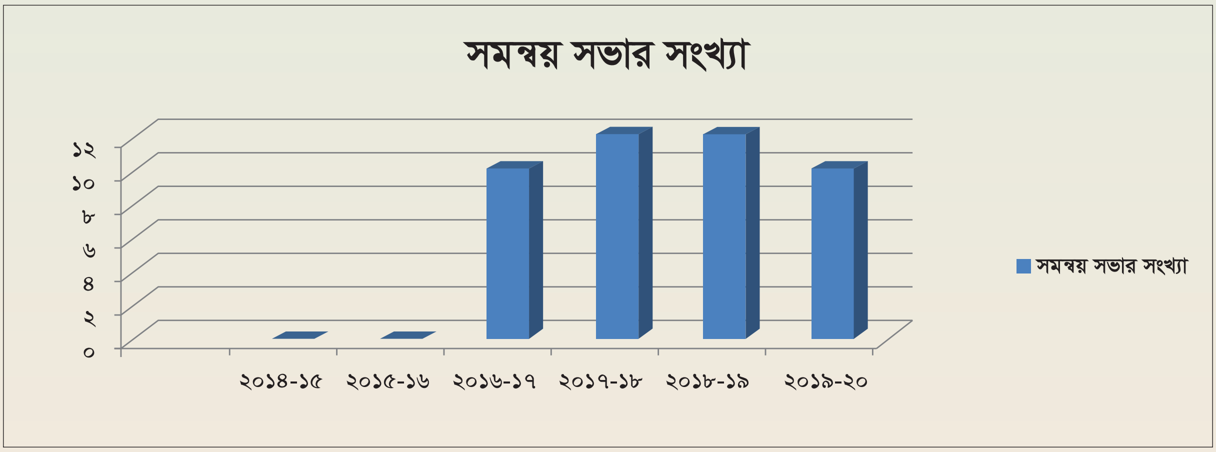

লেখচিত্র-২: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরভিত্তিক সমন্বয় সভার চিত্র

সমন্বয় সভা

উন্মুক্ত সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপনন, সরবরাহ, মজুদকরণ, বিতরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৩ (৬) অনুযায়ী কমিশন উন্মুক্ত সভার আয়োজন করে থাকে। উক্ত সভায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, কমিশনের সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সির প্রতিনিধিবৃন্দ, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বর্তমানে প্রতি তিন মাস অন্তর একটি করে উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। গত ৫ (পাঁচ) বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিবরণ:

সারণি-৪: কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিগত ৬ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	উন্মুক্ত সভার সংখ্যা
২০১৫-১৬	৩
২০১৬-১৭	২
২০১৭-১৮	৪
২০১৮-১৯	৪
২০১৯-২০২০	৩

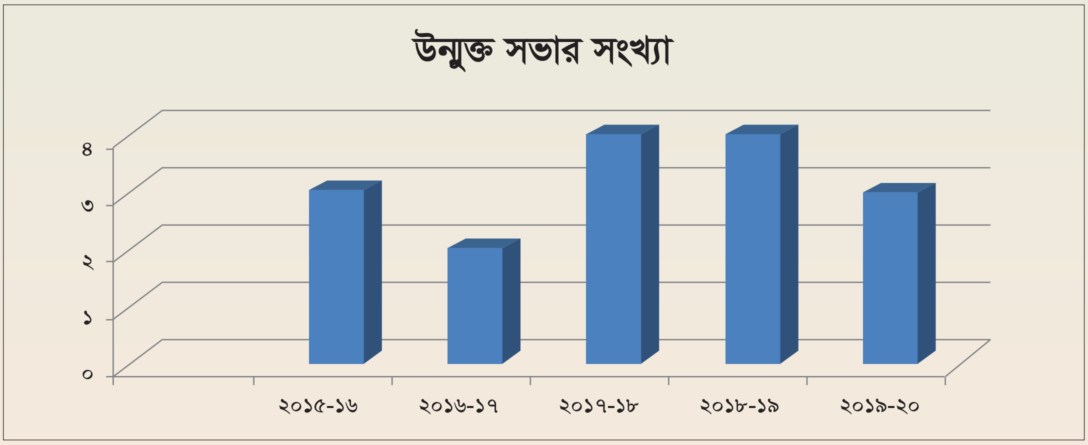

লেখচিত্র-৩: ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরভিত্তিক উন্মুক্ত সভার চিত্র

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি/লক ডাউনের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশংকায় এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে উন্মুক্ত সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

উন্মুক্ত সভা

গণশুনানি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৪) ও ৩৪(৬) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হতে পারে এমন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তা প্রতিনিধিগণের মতামত ও পরামর্শ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের গণশুনানি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইট ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

সারণি-৫: ট্যারিফ সংক্রান্ত গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	গণশুনানির সংখ্যা		
	বিদ্যুৎ সংক্রান্ত	গ্যাস সংক্রান্ত	মোট
২০১৪-১৫	৭	৭	১৪
২০১৫-১৬	-	-	-
২০১৬-১৭	৭	৮	১৫
২০১৭-১৮	-	৭	৭
২০১৮-১৯	-	৮	৮
২০১৯-২০	৮	-	৮
মোট	২২	৩০	৫২

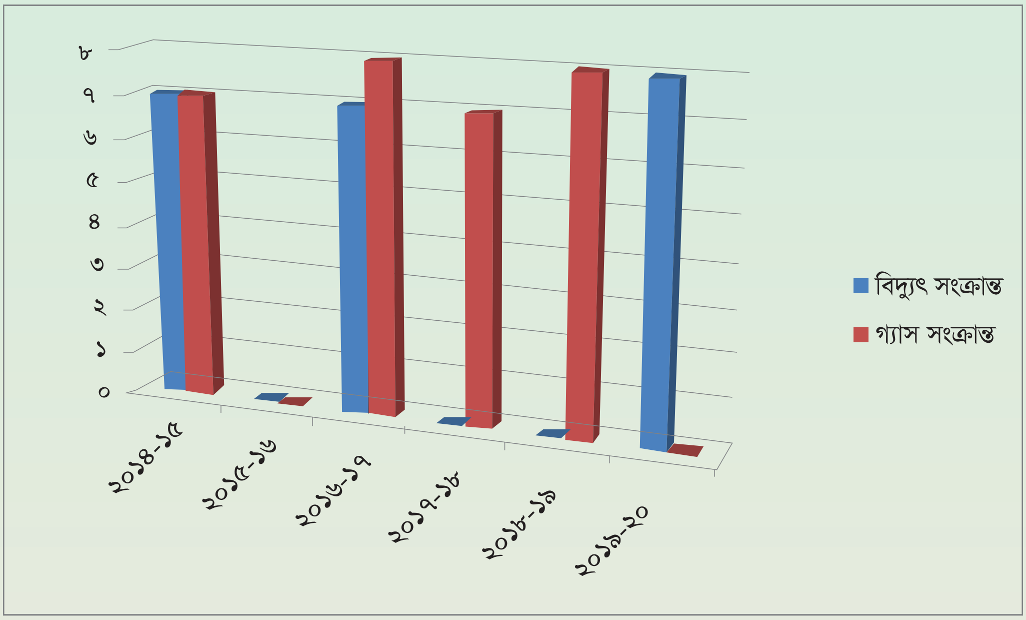

লেখচিত্র -৪: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরভিত্তিক ট্যারিফ সংক্রান্ত গণশুনানির চিত্র

বিদ্যুতের মূল্যহার পরিবর্তন আবেদনের ওপর গণশুনানিতে কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ

প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

কার্যক্রম

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশিক্ষণ, মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ, বিভিন্ন উৎসব পালন, কমিশন সভা, বিশেষ কমিশন সভা, মাসিক সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভাসহ অন্যান্য সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, অফিস নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, স্টোর ব্যবস্থাপনা, প্রটোকল সংক্রান্ত, ডেসপাস নিয়ন্ত্রণসহ বিবিধ কার্যক্রম প্রশাসন শাখার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশিক্ষণ

এনার্জি খাতে রেগুলেটরী ধারণা অতি সাম্প্রতিক বলা যায়। কমিশনের কর্মরত নিজস্ব ও প্রেষণে বা সংযুক্তিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইনে বর্ণিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন, বিইআরসিকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দেশে বিদেশে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের মোট ২০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সকল কর্মচারীর বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কমিশনে কর্মচারীদের জন্য নিম্নবর্ণিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারী
১	Functions and Responsibilities of Drawing and Disbursing Officer	কর্মকর্তা/কর্মচারী
২	যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও শিষ্টাচার	গাড়িচালক
৩	ই-ফাইলিং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা
৪	ই- ফাইলিং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	কর্মচারী

ই-ফাইলিং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি

নিজস্ব ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ ৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) এনার্জি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রিন বিল্ডিং নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেকটস (আইএবি) এর সহযোগিতায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ জুরি বোর্ডের সভাপতি প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন। অরিত্র আর্কিটেক্টস প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবহৃত Tools and Equipments এর Standardization নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Upstream এবং Downstream এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে সিস্টেম লস কমিয়ে আনা সম্ভব। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগে আমদানি হচ্ছে। আমদানিকৃত এ সকল সামগ্রীর মান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের অনুকূলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ০১ নং সেক্টরে ২০৩ নং রাস্তার ০০১ নং প্লটের ১ (এক) বিঘা আয়তনের জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রাজউক হতে জমির দখল পাওয়ার উদ্যোগ চলমান আছে। জমি দখল পাওয়ার পর টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আউটরিচ কর্মসূচি

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন আউটরিচ কর্মসূচি পালন করে আসছে। ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতের সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা যেমন কমিশনের দায়িত্ব তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থ, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন স্থানীয়/তৃণমূল পর্যায়ে আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি/সংস্থাসমূহের সেবার মান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কমিশন চট্রগ্রাম বিভাগে ১টি আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করেছে।

অভিযোগ বক্স

কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রবেশমুখে একটি স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত সেবা প্রার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি/স্টেকহোল্ডারগণ কমিশনের সেবার বিষয়ে কোনো পরামর্শ/অভিযোগ থাকলে তা অভিযোগ বাক্সে জমা দিতে পারেন। অনলাইনে complain.berc@gmail.com ই-মেইলে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৪ মোতাবেক কমিশন ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। কমিশন জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ২১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে।

আইসিটি সেলের কার্যক্রম

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম

কমিশনের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ একটি সেল হল আইসিটি শাখা। আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির সংযোজনের পাশাপাশি সেবাসমূহকে সহজীকরণ এবং সরকারের গৃহীত ই-সার্ভিস সমূহ কমিশনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কাজ করছে। কমিশনের একজন পরিচালক (সরকারের যুগ্মসচিব), একজন উপপরিচালক (সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব) এবং চারজন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরির সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ হতে জ্বালানি খাতের বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স আবেদন ও প্রদান কার্যক্রম ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমানে ই-লাইসেন্সিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ অনলাইনে কমিশন হতে প্রদত্ত সকল প্রকার লাইসেন্সের আবেদন করতে পারছেন এবং অনলাইনের মাধ্যমেই লাইসেন্স ইস্যু করা হচ্ছে। এতে সেবা গ্রহীতাদের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময়, খরচ কমে যাচ্ছে । এছাড়া লাইসেন্স আবেদন ও গ্রহণের জন্য অফিসে যাতায়াতের প্রয়োজন হয় না। ফলে সেবা প্রার্থীরা ঝামেলা ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

ওয়েবসাইট

কমিশনের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যার অ্যাড্রেস হলো www.berc.org.bd। বিদ্যমান ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কমিশনের সেবা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সহজে পাওয়া যায়। কমিশনের ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম

বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ লাইসেন্স প্রদান, বিদ্যুতের বাল্ক ও খুচরা ট্যারিফ নির্ধারণ, কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন এবং এনার্জি ইফিসিয়েন্সি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনগত বিষয়ে রেগুলেটরী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।

জাতীয় গ্রিডের আওতাধীন জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র:

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে ক্যাপটিভ ব্যতীত সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৮,৯৬১ মে:ও:। জুন, ২০২০ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,৪২২ মে:ও: বৃদ্ধি পেয়ে মোট ২০,৩৮৩ মে:ও: এ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতের অবদান ৯,৫৬৮ মে:ও:, বেসরকারি খাতের অবদান ৮,৮৮৪ মে:ও:, জয়েন্ট ভেঞ্চার ৭৭১ মে:ও: এবং আমদানি করা হচ্ছে ১,১৬০ মে:ও:। আমদানিকৃত ১,১৬০ মে:ও: এর মধ্যে ভারতের বহরমপুর থেকে ভেড়ামারায় ১,০০০ মে:ও: এবং ত্রিপুরা থেকে কুমিল্লায় ১৬০ মে:ও: বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৫৪% বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গ্যাস ভিত্তিক। তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলএনজি, আমদানিকৃত কয়লা, সরাসরি বিদ্যুৎ আমদানি এবং পারমাণবিক শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর জোর দেয়া হয়েছে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতার চিত্র নিম্নরূপ:

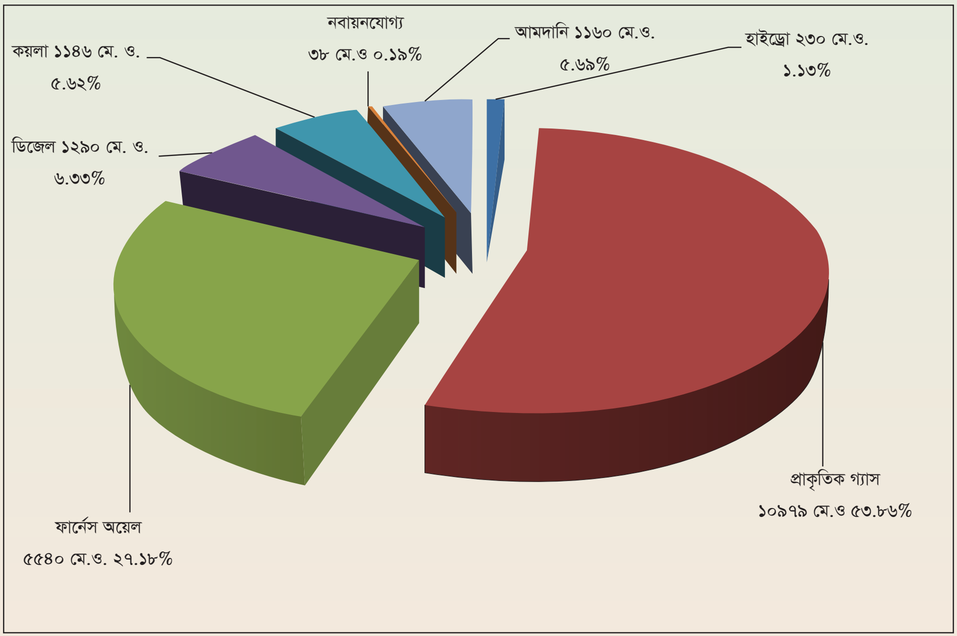

সূত্র: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)

লেখচিত্র ৫: জুন, ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডের আওতাধীন জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা।

লাইসেন্সিং কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সিঙ্গেল বায়ার মার্কেট মডেলের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরকারি খাতে ৫টি সংস্থাকে এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি এবং আরপিপি) সর্বমোট ৯৫টি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৭৯৯টি প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স (সিপিপি) এবং ২,৫০২টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ১ টি প্রতিষ্ঠানকে সঞ্চালন লাইসেন্স এবং বিতরণের জন্য ৬ টি প্রতিষ্ঠানকে বিতরণ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিইআরসি লাইসেন্স প্রবিধানমালা অনুসারে অনূর্ধ্ব ০১ (এক) মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স

সারণি-৬: সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০২০ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৫	৫,৫৯০
২.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)	০৫	১,৪৪৪
৩.	নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো)	০৬	১,৩৯৫
৪.	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)	০৩	৯৫৭
৫.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)	০৩	১৮২
	মোট	৫২	৯,৫৬৮

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কিত বিউবো'র তথ্যানুযায়ী

সারণি-৭: বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০২০ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)
১.	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি)	৬৬	৮,৩২৭
২.	রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	২৯	২,১৫৫
৩.	কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	১৩	৭৩৬
৪.	স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০৮	৮৬
৫.	ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	৭৯৯	৩,১৮৪
৬.	লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	২৫০২	১,৩০২
	মোট	৩৪১৭	১৫,৭৯০

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্স

সারণি-৮: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি	জুন, ২০২০ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য	ক্ষমতা
১.	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)	১২,২৮৩ সার্কিট কি:মি:	৪৫,২৭৭ এমভিএ

সূত্র: পিজিসিবি।

সারণি-৯: বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি	জুন, ২০২০ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩২,৩৬,৮০২
২.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	২,৮৮,৬০,০৮১
৩.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	১৩,৭৮,৩৭২
৪.	ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	১০,০১,৭৯৯
৫.	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	১২,৫১,১০৯
৬.	নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	১৫,৬৬,১০৫
	মোট	৩,৭২,৯৪,২৬৮

সূত্র: সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান

২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ১৩৯টি নতুন লাইসেন্স ও ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেসরকারি খাতে (আইপিপি) ৭টি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৪২ টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ৯০টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ ক্যাটাগরির লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৫ সাল থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩,৪২২ টি লাইসেন্স ও ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। নিম্নের ছকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এবং জুন, ২০২০ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যাভিত্তিক চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-১০: বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	২০১৯-২০ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা
সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	০	৫
বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি:		
ক. ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি)	৭	৬৬
খ. রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	০	২৯
গ. কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	০	১৩
ঘ. স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০	৮
ঙ. ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	৪২	৭৯৯
চ. লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	৯০	২,৫০২
সর্বমোট	**১৩৯**	**৩,৪২২**

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

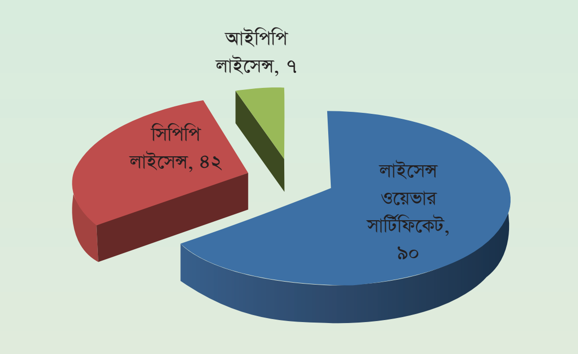

লেখচিত্র-৬: ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১৩৯টি নতুন লাইসেন্স প্রদান

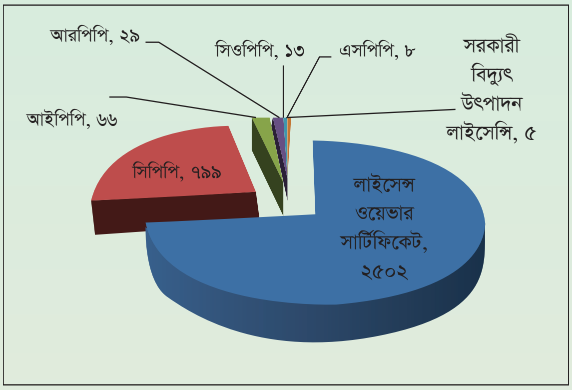

লেখচিত্র-৭: জুন, ২০২০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ৩,৪২২ টি লাইসেন্স প্রদান

ক্যাপটিভ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪২ টি নতুন ক্যাপটিভ লাইসেন্সের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ৯৭ মেঃওঃ। ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে লাইসেন্স ক্যাপটিভ ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (৭৯৯ টি) সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,১৮৪ মেঃওঃ। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯০টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (অনূর্ধ্ব ১ মেঃওঃ) লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৯০টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৯ মেঃওঃ। ২০১৯-২০ অর্থ বছর শেষে লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট ক্যাটাগরির ২,৫০২ টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৩০২ মেঃওঃ।

বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্রঃ

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স ও ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

সারণি-১১: বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স সংখ্যা	২৫২	২৯২	৩৫২	২৭৫	১৩৯

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

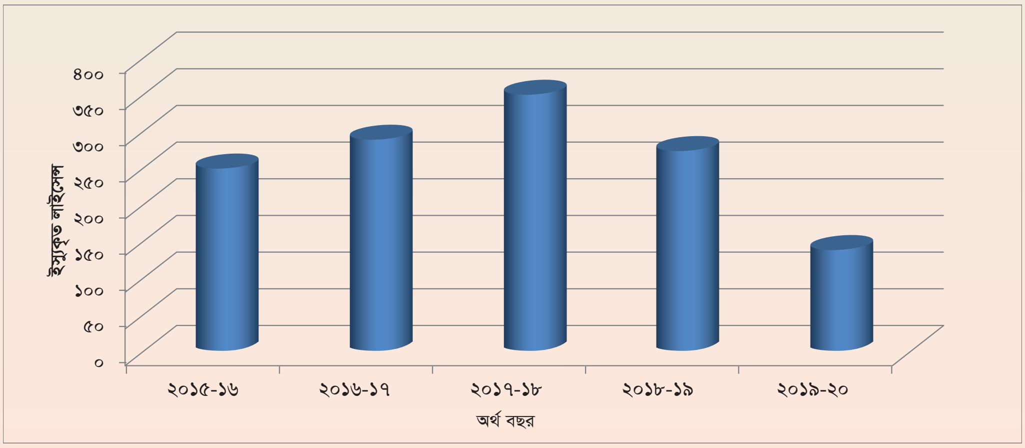

লেখচিত্র-৮: নতুন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক সাংখ্যিক প্রবণতা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্সের চিত্র

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স ও ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি-১২: বিদ্যুৎ খাতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স ও ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যা

ক্রমিক নং	শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যা			
		নতুন	সংশোধন	নবায়ন/মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
	আইপিপি/ আরপিপি/ সিওপিপি	৭	২	৩৫	৪৪
	সিপিপি/ এসপিপি	৪২	১৬	২০২	২৬০
	লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	৯০	৫৪	৪৭৩	৬১৭
	সর্বমোট	১৩৯	৭২	৭১০	৯২১

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

ই-লাইসেন্সিং

লাইসেন্স আবেদনসমূহ অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু হয়েছে। ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া অনলাইন ভিত্তিক হওয়ায় আবেদন প্রক্রিয়া আরো সহজ এবং দ্রুত হয়েছে। আবেদনকারীদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ শাখার বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫৪ টি লাইসেন্স এবং ২৮৬টি লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

কমিশন লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেফটি ইস্যু যেমন জেনারেটরসমূহের আর্থিং সিস্টেম এবং আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্ট রিপোর্ট, জেনারেটসমূহের প্রোটেকশন সিস্টেম, পাওয়ার প্ল্যান্টের লে-আউট প্ল্যান, পাওয়ার প্ল্যান্টসহ সাবস্টেশন এবং গ্রিড কানেকশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে সচেতনতা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। তরল জ্বালানিভিত্তিক প্ল্যান্টের জ্বালানি মজুদকরণে জেনারেটসমূহের ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তরল জ্বালানি মজুদকরণে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের লাইসেন্স ব্যতীত কোন সাময়িক লাইসেন্সিকে নিয়মিত লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। প্রতিষ্ঠানসমূহে HSE (Health, Safety & Environment) কাঠামো প্রণয়ন ও প্রতিপালনে গুরুত্বারোপ করা হয়।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি

পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের এগজস্ট গ্যাস ব্যবহার করে কো-জেনারেশন বা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইসেন্সিদের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি ব্যয় এবং বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর জেনারেটরসমূহের দক্ষতা পরিমাপে বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি ব্যয়ের হিসাব এবং প্ল্যান্টের হীট রেট যাচাই করা হয় এবং সে মোতাবেক লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন

গ্রিড কোডঃ

গ্রিড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, ব্লাক আউটের সময় সিস্টেম রিকভারি, ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যেকোন ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রিডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রিড কোড' রেগুলেশনস আকারে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রাক-প্রকাশনা করা হয়। বর্তমানে তা প্রকাশনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ডিস্ট্রিবিউশন কোডঃ

ডিস্ট্রিবিউশন কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম পরিচালন ও সমন্বয়, বিতরণ পরিকল্পনা, সংযোগ শর্তাবলী, বিতরণ সিস্টেম অপারেশন, প্রোটেকশন, পাওয়ার কোয়ালিটি ও সিস্টেম লসের স্ট্যান্ডার্ড, বিতরণ সিস্টেমের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি, সঠিক উপায়ে মিটারিং এবং বিল পেমেন্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বিক বিতরণ সিস্টেমের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গ্যাস শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশের গ্যাস খাতের সার্বিক অবস্থা

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের প্রায় ৬৫% গ্যাস খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। পেট্রোবাংলার তথ্যমতে বাংলাদেশের বর্তমান গ্যাস রিজার্ভ (২পি সাপেক্ষে) ১১.৪৭ টিসিএফ। প্রতি বছর প্রায় এক (০১) টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে, অপরদিকে বিগত এক দশকে এক টিসিএফ গ্যাসও রিজার্ভে যুক্ত হয়নি। দেশীয় গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ থেকে উৎপাদিত গ্যাস চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বিদেশ থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করে চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্যাস রিজার্ভ, চাহিদা ও সরবরাহ:

পেট্রোবাংলার নিকট হতে প্রাপ্ত ২০১৭-১৮ থেকে ২০৪০-৪১ পর্যন্ত প্রাক্কলিত গ্যাস রিজার্ভ চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্যাস খাতের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ ১১.৪৭ টিসিএফ, পক্ষান্তরে বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ১ টিসিএফ (বর্তমান চাহিদা ১.২ টিসিএফ) এবং প্রতি বছর গ্যাসের রিজার্ভ দ্রুততার সাথে হ্রাস পাচ্ছে। সেই সাথে দৈনিক উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে। পেট্রোবাংলার গ্যাস উৎপাদন প্রাক্কলন থেকে দেখা যায় যে, (লেখচিত্র-৯) গ্যাসের রিজার্ভ ২০২৫ সালে ০৬ টিসিএফ এবং ২০৩০ সালে ৩.৫ টিসিএফ এ নেমে আসবে। যা গ্যাস খাতকে ব্যাপকভাবে আমদানি নির্ভর করবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন ঘনফুট, যার বিপরীতে দেশীয় উৎপাদন (দেশী ও বিদেশী কোম্পানি) প্রায় ২৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি সহ মোট প্রায় ৩০০০ মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ করা হচ্ছে। যা দেশের প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। প্রতি বছর এলএনজি আমদানি বৃদ্ধি করে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি করায় গ্যাসের সরবরাহ মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ফলস্বরূপ জাতীয় অর্থনীতিতে চাপ পড়বে।

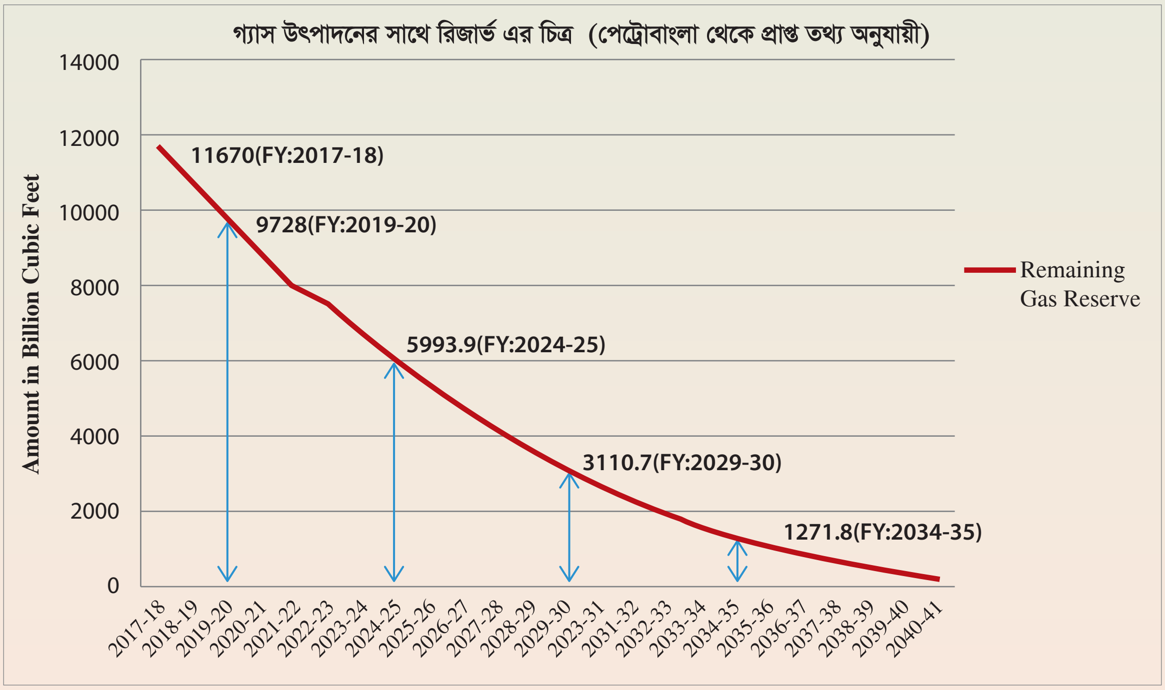

সূত্র: পেট্রোবাংলা

লেখচিত্র-৯: প্রাক্কলিত গ্যাস উৎপাদনের সাথে রিজার্ভ (২পি) এর ২০৪০-৪১ পর্যন্ত চিত্র

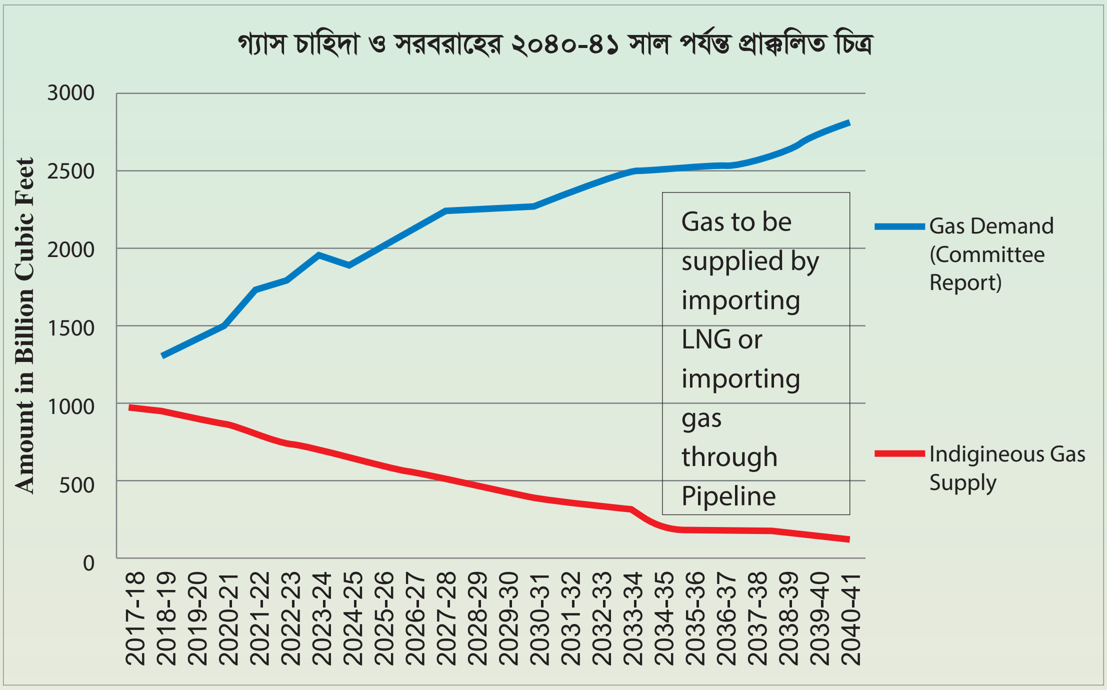

সূত্র: পেট্রোবাংলা

লেখচিত্র-১০: গ্যাস চাহিদা ও সরবরাহের ২০৪০-৪১ সাল পর্যন্ত প্রাক্কলিত চিত্র বিশ্লেষণ।

লেখচিত্র-১০ পর্যালোচনায় দেখা যায়, সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালে গ্যাসের সরবরাহ ৬৫০ বিসিএফ এবং ২০৩০ সালে ৪০০ বিসিএফ হবে। এলএনজি আমদানিসহ ২০২৫ সালে গ্যাসের সরবরাহ হবে ১৩০০ বিসিএফ, পক্ষান্তরে গ্যাসের চাহিদা হবে প্রায় ২০০০ বিসিএফ অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ ৭০০ বিসিএফ কম হবে। একইভাবে ২০৩০ সালে গ্যাসের চাহিদা হবে ২২২৭ বিসিএফ এবং সরবরাহ হবে ১৩০৮ বিসিএফ অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি হবে প্রায় ৯০০ বিসিএফ। উক্ত পর্যালোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে এলএনজি আমদানি করেও চাহিদার বিপরীতে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে না।

চিত্র: বাপেক্স শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র, ভোলা ।

দেশীয় গ্যাস উৎপাদন:

দেশে বর্তমানে ০৩ (তিন)টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এবং উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় ০২ (দুই)টি বিদেশী কোম্পানি মূল ভূখন্ড হতে গ্যাস উৎপাদন করছে। যা নিম্ন সারণি হতে দেখা যেতে পারে:

সারণি-১২: কোম্পানি ভিত্তিক দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের তথ্যাদি”

ক্রমিক নং	কোম্পানি	গ্যাস ফিল্ড	উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা (এমএমসিএফডি)
১.	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)	তিতাস	২৬	৫৪২
		হবিগঞ্জ	৮	২২৫
		বাখরাবাদ	৭	৪৩
		নরসিংদী	২	৩০
		মেঘনা	১	১১
		মোট	**৪৪**	**৮৫১**
২.	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	সিলেট	১	৬
		কৈলাশটিলা-১	১	১৩
		কৈলাশটিলা-২	৩	৫৫
		রশিদপুর	৫	৬০
		বিয়ানীবাজার	১	১৫
		মোট	**১১**	**১৪৯**
৩.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	সালদা	২	৩
		ফেঞ্চুগঞ্জ	২	২৬
		শাহবাজপুর	৪	৫০
		সেমুতাং	২	৩
		সুন্দলপুর	১	৫
		শ্রীকাইল	৩	৪০
		বেগমগঞ্জ	১	১০
		রূপগঞ্জ	০	৮
		মোট	**১৫**	**১৪৫**
৪.	শেভরন	জালালাবাদ	৭	২৭০
		মৌলভীবাজার	৫	৪২
		বিবিয়ানা	২৬	১২০০
		মোট	**৩৮**	**১৫১২**
৫.	তাল্লো	বাংগুরা	৫	১০৩
সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫)			**১১৩**	**২৭৬০**

সূত্র: পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইট।

এলএনজি আমদানি:

পেট্রোবাংলার তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে এলএনজি আমদানি করা হয়েছে প্রায় ৫৫০ এমএমএসসিএফডি এবং বর্তমানে এলএনজি আমদানি বাবদ বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে প্রায় ১১,৩৭০ কোটি টাকা। প্রাক্কলিত তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে ১৪০৫ এমএমসিএফডি এলএনজি গ্যাস আমদানির জন্য অতিরিক্ত ২৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে এবং ২০৩০ সালে বাড়তি ২৪৬৬ এমএমসিএফডি এলএনজি গ্যাস আমদানির জন্য অতিরিক্ত ৩৭,৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে (অপরিশোধিত তেলের মূল্য প্রতি ব্যারেলে ৪০ ডলার বিবেচনা করে)। যা জাতীয় অর্থনীতিতে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে।

দীর্ঘ দুই দশক গ্যাস অনুসন্ধান উপেক্ষিত থাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়নি। সে কারণে গ্যাসের মজুদ ভান্ডারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস যোগ হয় নাই। পক্ষান্তরে প্রতি বৎসর প্রায় ৯০০ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। এর ফলে মজুদ ভান্ডার অচিরেই শেষ হবে, পক্ষান্তরে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে যা পূরণের জন্য এলএনজি আমদানির উপর নির্ভর করতে হবে। এলএনজি আমদানি একইসাথে ব্যয়বহুল এবং অত্যন্ত ঝূকিপূর্ণ। এজন্য দ্রুততার সাথে অফশোর এবং অনশোরে গ্যাস অনুসন্ধান চালু করতে হবে।

গ্যাস শাখার কার্যক্রম

গ্যাস কোম্পানিসমূহের লাইসেন্স কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (সংশোধন ২০০৫ ও ২০১০) এর ধারা ২৭ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও এনার্জি মজুতকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

গ্যাস খাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে তিনটি ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

ক) বিপণন লাইসেন্স:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) কে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বিপণন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করেছে। বিভিন্ন উৎপাদন কোম্পানি এবং এলএনজি প্রতিষ্ঠান থেকে পেট্রোবাংলা ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৮১৪০.৫১ এমএমসিএম প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহকে সরবরাহ করেছে। নিম্নে খাতওয়ারী উক্ত গ্যাসের ব্যবহার দেখানো হলো।

"সারণি-১৩: খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের বিবরণ"

ক্রমিক নং	খাত	পরিমাণ (এমএমসিএম)	ব্যবহারের আনুপাতিক হার (%)
১	বিদ্যুৎ	১২,৮৯৬.৭৭৪	৪৫.৮৩
২	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	৪,২৮৬.৪৮৫৫	১৫.২৩
৩	শিল্প	৪,৪০৬.১২০২	১৫.৬৬
৪	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৩৯.১০৩৫৫৫	০.১৪
৫	গৃহস্থালী	৩,৭৫৬.৯৪৩৩	১৩.৩৫
৬	সার	১,৫৪৪.০২৪	৫.৪৯
৭	সিএনজি	১,০২৫.০৯৩	৩.৬৪
৮	চা	৩১.৬৭৫	০.১১
৯	বাণিজ্যিক	১৫৪.২৯১৫১	০.৫৫
	মোট	**২৮,১৪০.৫১**	১০০.০০

সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি।

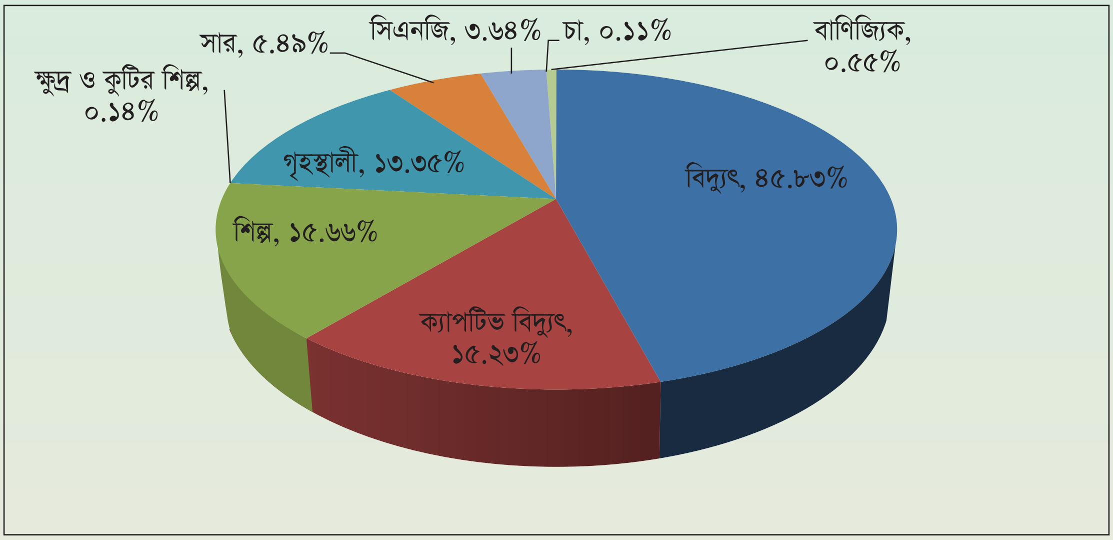

লেখচিত্র-১১: খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের হার।

"সারণি-১৪: খাতওয়ারী গ্রাহক সংখ্যার বিবরণ"

ক্রমিক নং	খাত	গ্যাস বিতরণ কোম্পানি ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা						খাত ভিত্তিক মোট গ্রাহক সংখ্যা
		জালালাবাদ	কর্ণফুলী	পশ্চিমাঞ্চল	সুন্দরবন	তিতাস	বাখরাবাদ	
১	বিদ্যুৎ	১৮	৪	৮	৪	৩৮	১৪	৮৬
২	সার কারখানা	১	৪	০	০	১	১	৭
৩	শিল্প	১১৩	১১৯২	১১৪	৫	৩২২৭	১৭৬	৪৮২৭
৪	হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	৭৫৫	২৯০৪	১৬৩	২	৪৩৬০	২১৩৯	১০৩২৩
৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৪৩১	০	১৫২	০	১০		৫৯৩
৬	চা-বাগান	৯৮	২	০	০	০	০	১০০
৭	গৃহস্থালী	২,২১,৫৭২	১,৪৩,৭৫৬	৫৮,৩১১	২,৩৭১	১০,৩৬,৯২৪	২,৩৮,৫৮৯	১৭,০১,৫২৩
৮	সিএনজি	৫৯	৮০	২৭	০	৩২২	৯১	৫৭৯
৯	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	১১৯	২১৭	৩৯	২	১৩৯২	৭৮	১৮৪৭
কোম্পানি ভিত্তিক মোট গ্রাহক সংখ্যা		২,২৩,১৬৬	১,৪৮,১৫৯	৫৮,৮১৪	২,৩৮৪	১০,৪৬,২৭৪	২,৪১,০৮৮	১৭,১৯,৮৮৫

সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি।

খ) সঞ্চালন লাইসেন্স:

গ্যাস সঞ্চালনের ক্ষেত্রে তিন (০৩)টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানিগুলোর সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ও সঞ্চালিত গ্যাসের পরিমাণ নিম্নরূপ:

"সারণি-১৫: সঞ্চালন কোম্পানির লাইন ও সঞ্চালিত গ্যাসের বিবরণ"

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানির নাম	সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	সঞ্চালিত গ্যাসের পরিমাণ (এমএমএসসিএফডি)
১	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	১,৯৭১.৮৭	৮,৪৪০.০০
২	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৬৩৭.৩৬	১,০৫৩.৫৩৪
৩	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৫২৩.৩০	৯১৪.২২৬

সূত্র: সংশ্লিষ্ট কোম্পানি হতে প্রাপ্ত তথ্য।

গ) বিতরণ লাইসেন্স:

গ্যাস বিতরণের ক্ষেত্রে ছয় (০৬) টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানিসমূহের সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ এবং গ্রাহক সংখ্যা নিম্নরূপ:

"সারণি-১৬: বিতরণ কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা ও সরবরাহকৃত গ্যাসের বিবরণ"

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানির নাম	২০১৯-২০ অর্থবছরে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ (এমএমসিএম)	গ্রাহক সংখ্যা
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	১৫,১০৭.৪০৮	১০,৪৬,২৭৪
২	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৩,৭৭৩.০৯৮	২,২৩,১৬৬
৩	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৩,৩৩৪.৩৭	২,৪১,০৮৮
৪	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	১,৭১১.২৬	৫৮,৮১৪
৫	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৯৫৬.২২৪	২,৩৮৪
৬	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৩,২৫৮.১৫	১,৪৮,১৫৯
	মোট	**২৮,১৪০.৫১**	**১৭,১৯,৮৮৫**

সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি।

কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ:

লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন ও লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি কাজ। উন্মুক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার উপস্থিতিতে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কমিশন হতে বিগত ৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গ্যাসখাতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

"সারণি-১৭: বিগত ৬ অর্থবছরের ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ"

ক্যাটাগরি	বিবরণ	অর্থবছর ২০১৪-১৫	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০
গ্যাস বিপণন কোম্পানির লাইসেন্স (পেট্রোবাংলা)	নবায়ন	০১	-	-	০১	০১	-
গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির লাইসেন্স	নবায়ন	০৩	০১	০২	০৩	০২	০২
গ্যাস বিতরণ কোম্পানির লাইসেন্স	নতুন	-	-	-	০১	-	-
	নবায়ন	০৫	-	-	০৫	০৫	০৪
সিএনজি (মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স)	নতুন	৫২	৭২	৩৮	৩৯	৪০	০৪
	নবায়ন	৪৫	৬৪	১৪৫	২১৬	২২৫	৯৫
অটোগ্যাস (মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স) নতুন		-	-	-	-	-	০১
এলপিজি (মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স)	নতুন	-	০১	-	০১	০৮	০৭
	সাময়িক	০১	-	০৩	১১		
	নবায়ন	০১	০৬	-	০৫	০৬	০৭
	মেয়াদ বর্ধিতকরণ	-	-	-	০৯	২২	১৬
এলএনজি মজুদকরণ	নতুন	-	-	-	০১	০১	০০
	মেয়াদ বর্ধিতকরণ	-	-	-	-	০১	০১
প্রপেন/বিউটেন মজুদকরণ ও বিতরণ	নতুন	-	-	-	০১	-	০০
	নবায়ন	-	-	-	-	০১	০১
	মেয়াদ বর্ধিতকরণ	-	-	-	-	০১	০০
	মোট	১০৮	১৪৪	১৮৮	২৯৩	৩১৩	১৩৮

সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ।

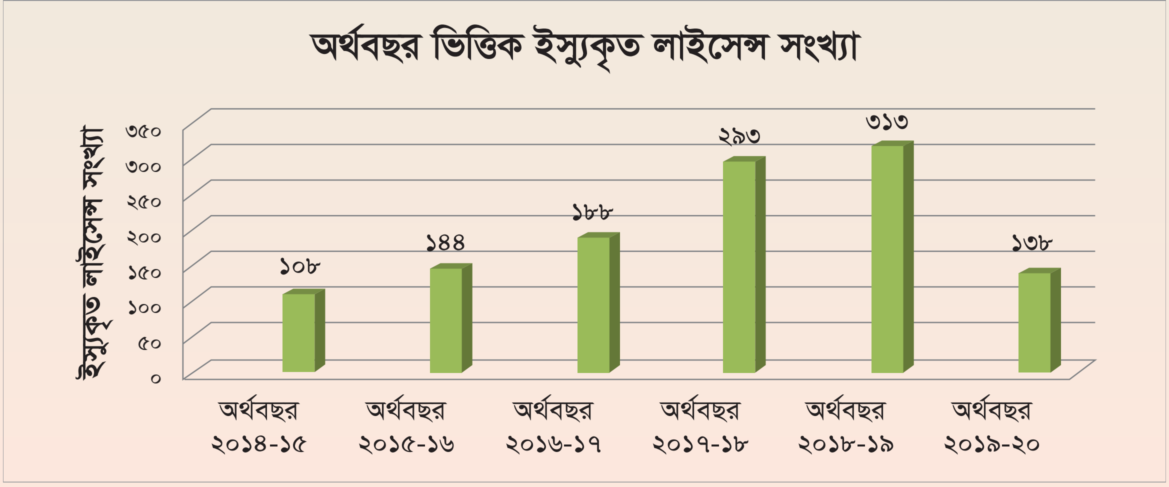

লেখচিত্র-১২: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের হিসাব।

জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত ইস্যুকৃত পুঞ্জিভূত লাইসেন্সের হিসাব বিবরণী নিম্নরূপঃ

"সারণি-১৮ঃ পুঞ্জিভূত শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের হিসাব বিবরণী"

ক্রমিক নং	শ্রেণি	সংখ্যা
১	সিএনজি	৪৭০
২	প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ	০৬
৩	প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন	০৩
৪	প্রাকৃতিক গ্যাস বিপণন	০১
৫	এলপিজি	৩৬
৬	এলএনজি	০২
৭	অটোগ্যাস	০১
৮	বিউটেন/প্রপেন	০২
	মোট	৫২১

সূত্রঃ বিইআরসি গ্যাস ডাটাবেজ।

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল পরিচালনা ও এলএনজি ক্রয়ঃ

জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে প্রথম ধাপে ৬,৯২২.৪৪ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় ধাপে ২,৩০৫ কোটি টাকাসহ মোট ৯,২২৭.৪৪ কোটি টাকা 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' হতে সংস্থানে কমিশন নীতিগত সম্মতি প্রদান করেছে। 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' রি-ভলভিং ফান্ড হিসাবে এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮' দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

সূত্রঃ আরপিজিসিএল

চিত্র ৬ঃ Floating Storage & Regasification Unit (FSRU), মহেশখালি, কক্সবাজার।

প্রণিতব্য প্রবিধানমালাঃ

কমিশন আইনের ধারা ২২(চ) অনুযায়ী কমিশনের অন্যতম কার্যাবলী হচ্ছে জ্বালানি সেক্টরে গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সিএনজি খাতে গুণগতমান সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রবিধান দুটি চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ

(ক) সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা।

(খ) যানবাহনের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে সহায়তা করে কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন;
- ভোক্তাকে প্রকৃত পরিমাপে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রি-পেইড মিটার ও ইভিসি মিটার স্থাপনে কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ;
- তেল ও গ্যাসের মজুদকরণ, বিতরণ ও সঞ্চালনের মান নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
- জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম

পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণ ব্যবসায় নিয়োজিত হতে হলে কমিশন থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। যেখানে ধারা ২(খ) অনুযায়ী "এনার্জি" অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ এবং ধারা ২(থ) অনুযায়ী "পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ" অর্থ প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত তরল কিংবা কঠিন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত যেমন: লুব্রিকেন্ট ও পেট্রোলিয়াম দ্রাবক (solvent) উহার অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে প্রাকৃতিক গ্যাস উহার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উক্ত আইন অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম শাখা পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ, সঞ্চালন ও সরবরাহে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদানসহ লাইসেন্সিদের সেবার মান উন্নয়নে কাজ কাজ করে যাচ্ছে।

পেট্রোলিয়াম শাখা থেকে লাইসেন্স প্রদানের পদ্ধতি

নতুন লাইসেন্স গ্রহন করার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর ওয়েবসাইটে (www.berc.org.bd) নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আবেদন ফিস সহ আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনের ই-লাইসেন্সিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জমা দিতে হয়। আবেদনটি যাচাই বাছাই করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অপারেশন ব্যবস্থাপনা দক্ষতা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের পর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশন সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে সাময়িক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তিতে উন্মুক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে কোন আপত্তি না থাকলে দুই বছর মেয়াদী নিয়মিত লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোলিয়াম শাখা নবায়ন লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এছাড়াও লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন, পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমাণ পরিবর্তন করলে সংশোধনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

পেট্রোলিয়াম শাখার অর্জন

কমিশনের লাইসেন্সিং কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ কর্তৃক সর্বমোট ৮৪২টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস ক্যাটাগরিতে ৪১০টি (৪৫%), প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ২৪৩টি (২৬%), বিটুমিন ক্যাটাগরিতে ১৪২টি (১৪%), ট্রান্সফরমার অয়েল ক্যাটাগরিতে ৮৭টি (৯%) এবং ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট ক্যাটাগরিতে ৭০টি (৬%) লাইসেন্স দেয়া হয়েছে (লেখচিত্র-১৩ দ্রষ্টব্য)।

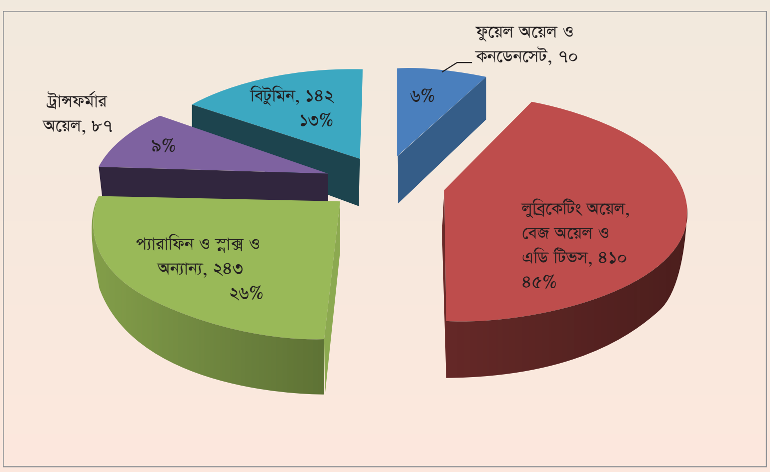

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

লেখচিত্র -১৩: বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থের অনুকূলে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যার শতকরা পরিমাণ।

২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩২৯ টি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৭১ টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৯৪ টি লাইসেন্স, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৮০ টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৫৫ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৫ টি নতুন লাইসেন্স, ২১২ টি নবায়ন লাইসেন্স ও ৭৮ টি সংশোধন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র-১৪ দ্রষ্টব্য)।

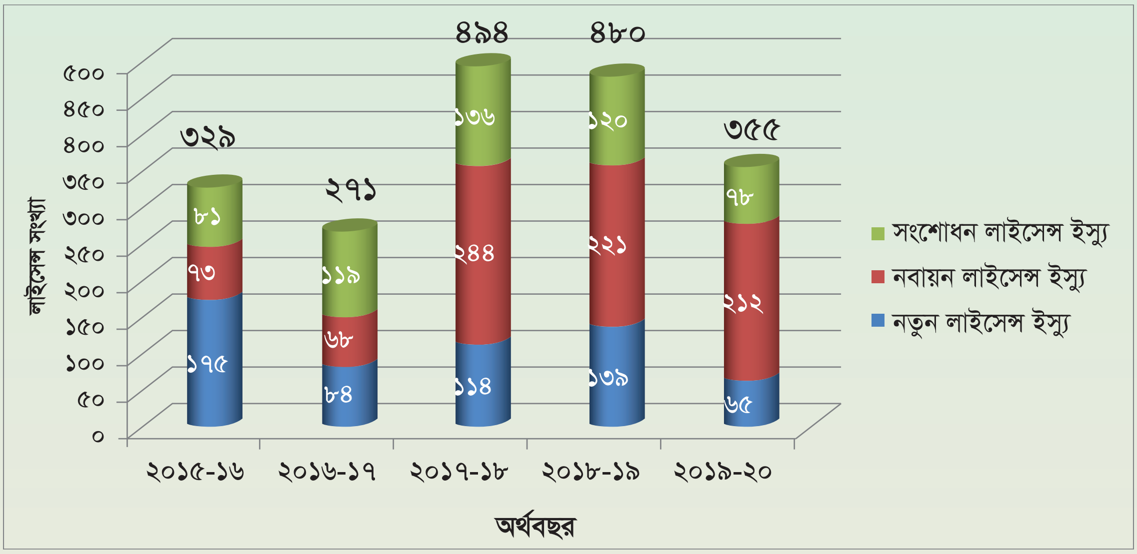

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

লেখচিত্র-১৪: পেট্রোলিয়াম শাখা থেকে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক সাংখ্যিক প্রবণতা।

বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ ক্যাটাগরিতে ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট, লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ, ট্রান্সফরমার অয়েল ও বিটুমিন এর বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ যথাক্রমে ৪০৯%, ৪৪%, ২০২%, ৬০% এবং ১১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরিতে মজুদকরণের বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ যথাক্রমে ১২.৭%, ২.৮%, ৬%, ৩.৫% এবং ১৫.২% বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র-১৫ দ্রষ্টব্য)।

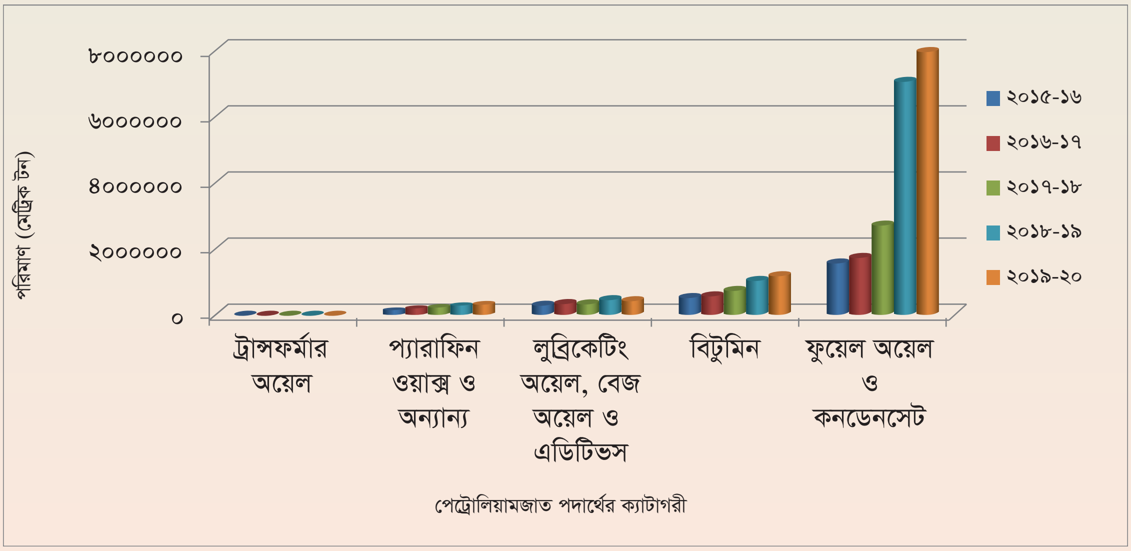

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

লেখচিত্র-১৫: বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থের মজুদকরণের বছরভিত্তিক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ বিপণন ও বিতরণ ক্যাটাগরিতে ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট, লুব্রিকেটিং অয়েল, ট্রান্সফরমার অয়েল ও বিটুমিন এর বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ যথাক্রমে ৭৩৩%, ৩৩%, ৫২% এবং ১৪৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিগত অর্থবছরের তুলানায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ, ট্রান্সফরমার অয়েল ও বিটুমিন ক্যাটাগরিতে বিপণন ও বিতরণের বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩%, ৩%, ৬%, ৫২% এবং ১৪৭% বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র-১৬ দ্রষ্টব্য)

উলেখ্য যে, পেট্রোলিয়াম শাখা কর্তৃক ২,৫২৬.৩৭২ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুকূলে বার্ষিক ২৬,২০,৫৫২.৮১৬ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল মজুদকরণের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

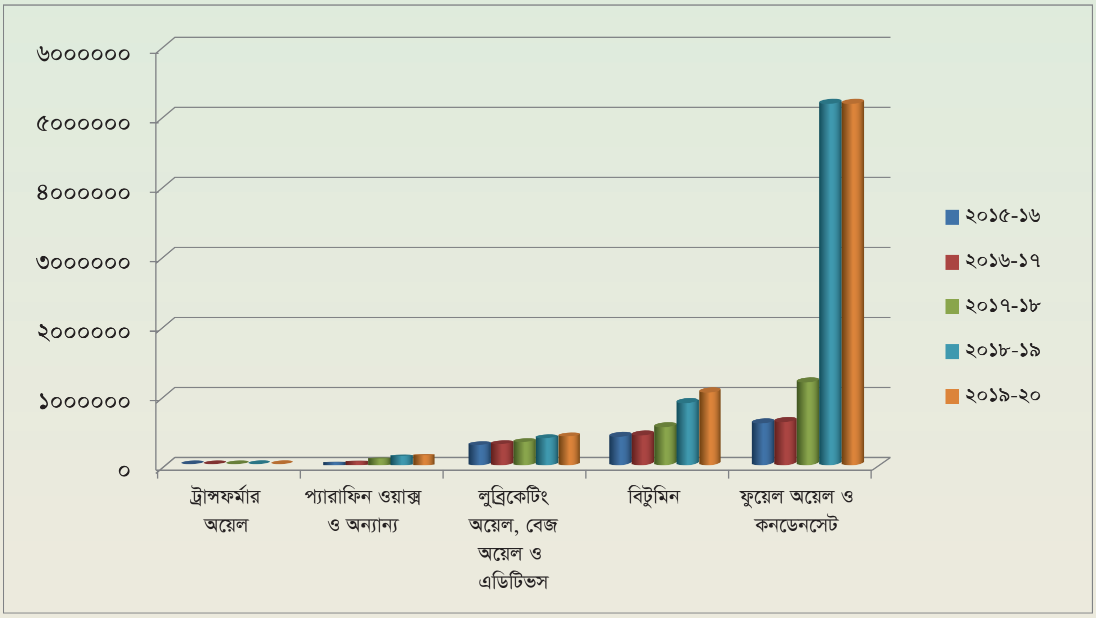

সূত্রঃ বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

লেখচিত্র-১৬ঃ বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থ বিপণন ও বিতরণের বছরভিত্তিক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

সরকারি-বেসরকারি খাতে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা

অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম ব্যবসায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট মজুদকরণ, বিপণন ও বিতরণে সরকারি খাতের প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যেমন-বিটুমিন, লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যারাফিন ওয়াক্স, ট্রান্সফরমার অয়েল ইত্যাদি ব্যবসায় বেসরকারি খাতের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামগ্রিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম মজুদকরণ ব্যবসায় সরকারি ও বেসরকারি খাত প্রায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বেসরকারি খাতে মজুদকরণের পরিমাণ সরকারি খাতের তুলনায় প্রায় ৪% বেশী ছিল (লেখচিত্র-১৭ দ্রষ্টব্য)।

তবে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিপণন এবং বিতরণে সরকারি খাতের পরিমাণ বেসরকারি খাতের তুলনায় ১৮% বেশী ছিল (লেখচিত্র-১৮ দ্রষ্টব্য)।

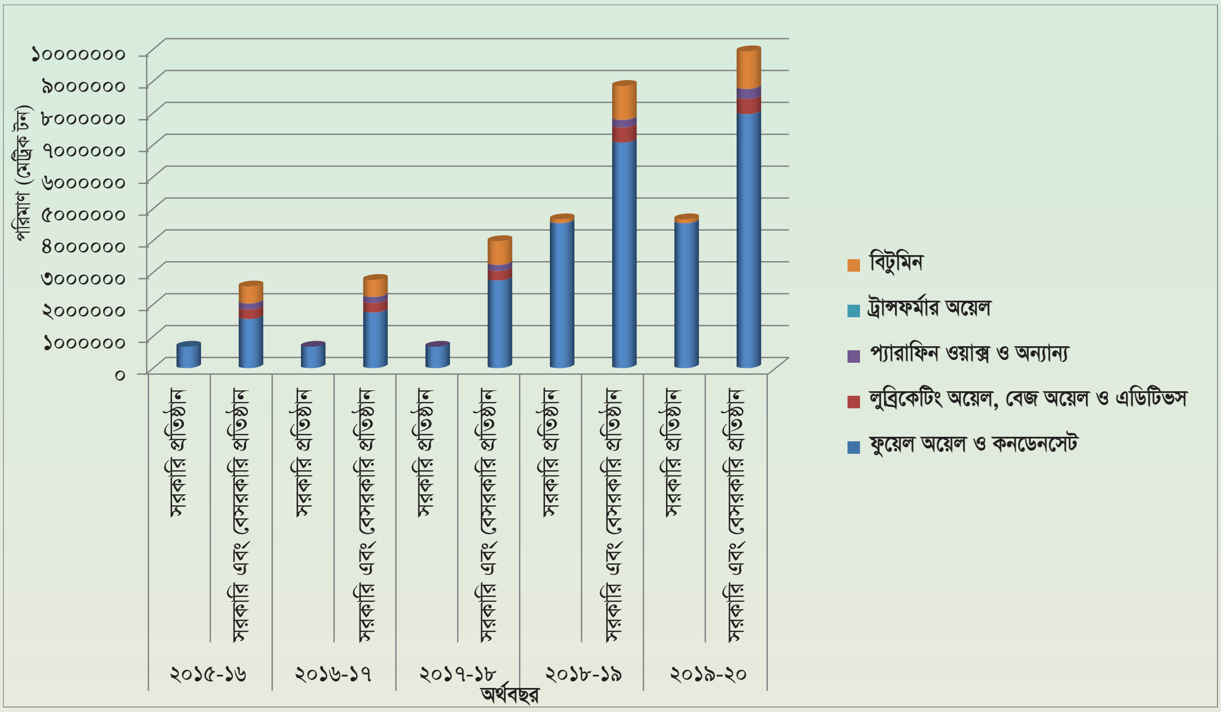

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

লেখচিত্র-১৭: বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থ মজুদকরণে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বছরভিত্তিক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

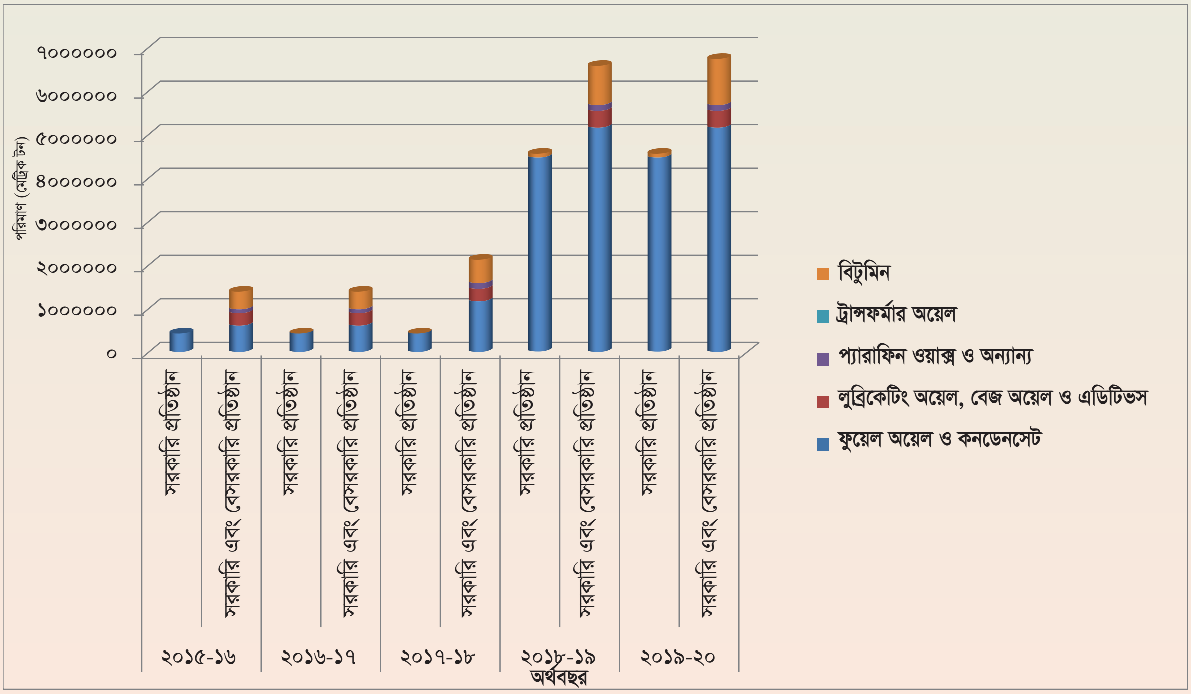

সূত্র: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

লেখচিত্র-১৮: বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থ বিপণন ও বিতরণের সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বছরভিত্তিক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

আইন ও বিধি
শাখার কার্যক্রম

আইন ও বিধি শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ৪০ ধারা অনুযায়ী সালিশ আইন, ২০০১ বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সিদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সি ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভুত যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে। কমিশন সে অনুযায়ী লাইসেন্সিদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সি ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। বিইআরসি আইনের ধারা ৪০(২) এর বিধান অনুযায়ী কমিশন সালিশকারী হিসেবে স্বীয় উদ্যোগে বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম পরিচালনা করে রোয়েদাদ প্রদান করে এবং প্রয়োজনে সালিশকারী নিয়োগ দিয়ে থাকে। কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তির যাবতীয় কার্যক্রম আইন ও বিধি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া এ শাখার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা।

বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম

কমিশনের নিকট নিষ্পত্তির যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশিরভাগই গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত। এছাড়া, এলডি কর্তণ, লোড হ্রাস-বৃদ্ধি, মিটার টেম্পারিং ও ইভিসি মিটার সংক্রান্ত বিরোধও রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৪১ টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এসেছে। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ৩৪ টি বিরোধ নিষ্পত্তি করে কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ৭ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ১৪ টি এবং গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ১৩ টি। এ পর্যন্ত কমিশনের প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ২৯৪ ও ১৬১ টি। তন্মধ্যে বিগত অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১ ও ৩৪ টি। ২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

"সারণি-১৯: গত ৮ অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান"

অর্থবছর	আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আবেদন সংখ্যা
২০১২ - ১৩	২	০	২
২০১৩ - ১৪	৫	১	৬
২০১৪ - ১৫	৪	৩	৭
২০১৫ - ১৬	৫১	১০	৪৮
২০১৬ - ১৭	৬০	১৯	৮৯
২০১৭ - ১৮	৬৪	৫২	১০১
২০১৮ - ১৯	৬৭	৪২	১২৬
২০১৯ - ২০২০	৪১	৩৪	১৩৩
মোট	**২৯৪**	**১৬১**	**১৩৩**

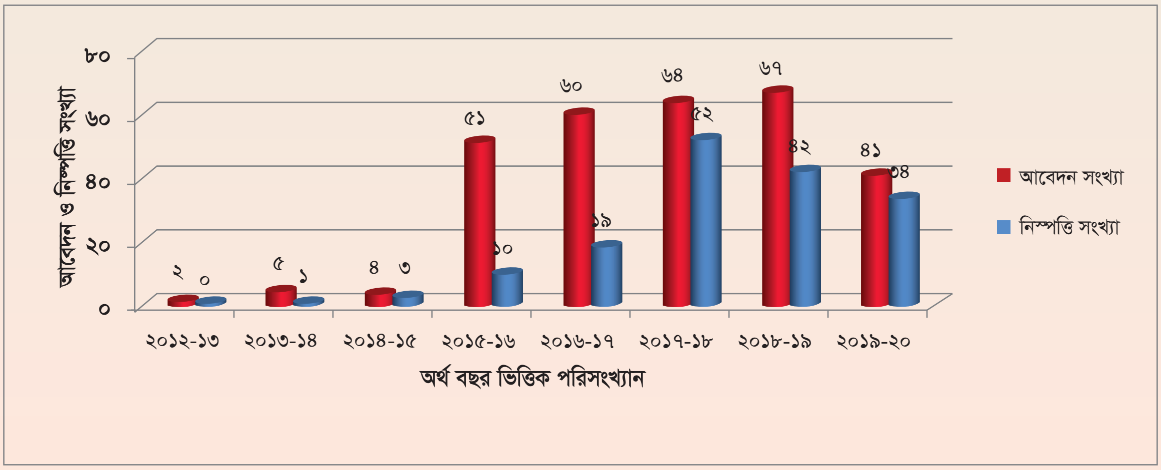

লেখচিত্র -১৯: ২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

কমিশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানি

প্রবিধানমালা প্রণয়ন

কমিশন বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৫৯ অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রণীতব্য প্রবিধানমালা প্রাক-প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের আপত্তি/পরামর্শ বিবেচনাক্রমে চূড়ান্তপূর্বক গেজেটে প্রকাশ করে। বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২০ (খসড়া) এর ওপর আপত্তি/পরামর্শ আহ্বান করে খসড়াটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং Bangladesh Energy Regulatory Commission (Electricity Grid Code) Regulations, ২০১৯ এর উপর আপত্তি/পরামর্শ আহ্বান করে প্রাপ্ত আপত্তি/পরামর্শ বিবেচনাক্রমে প্রবিধানমালাটি চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	শিরোনাম
১।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০২০ (খসড়া)

বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৫৯ অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়নের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪; বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪; বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০১৬; Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 এবং Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Amendment) Regulations 2016 যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরন না করে প্রণীত হওয়ায় এসকল প্রবিধান নিয়মানুগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে এ যাবৎ নিম্নবর্ণিত ০৭ টি প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬
২।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৩।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৪।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৫।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৬।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
৭।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ দ্বারা কমিশন পরিচালিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০; বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ প্রভৃতি আইনানুযায়ী কমিশন বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল

বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি করে থাকে। বিগত অর্থ বছরে এতদসংক্রান্ত কোন আপীল আবেদন কমিশনে দাখিল হয়নি।

অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭-২১ এর বিধান এবং "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪" ও "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪" অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে।

কমিশনের তহবিলের উৎস

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মোট ৪ (চার) টি উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনের তহবিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে;

(ক) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
(গ) এ আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ এবং
(ঘ) অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। অন্যান্য উৎসের মধ্যে সিস্টেম অপারেশন ফিস, আরবিট্রেশন ফিস ও ব্যাংক সুদ উল্লেখযোগ্য।

২০১৯-২০ অর্থবছরের আয়ের হিসাব

২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত মোট আয়ের পরিমাণ ২৮.৩৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয় ছিল ৩১.৩২ কোটি টাকা। ২৬ মার্চ, ২০২০ হতে ৩০ মে, ২০২০ পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর সংক্রমণজনিত কারণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি ও লকডাউন এর সময়ে লাইসেন্স আবেদন হ্রাস পাওয়ায় এবং স্থায়ী আমানতের হিসাবের উপর ব্যাংক সুদ অনেক কমে যাওয়ায় পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন সময়ে কমিশনের আয় হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে লাইসেন্স ফি বাবদ আয় ছিল ১৭.৬৯ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে লাইসেন্স ফিস হ্রাস পেয়ে ১৪.৪১ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইউটিলিটিসমূহ হতে প্রাপ্ত সিস্টেম অপারেশন ফিস খাতে কমিশনের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিস্টেম অপারেশন ফিস বাবদ যেখানে কমিশনের আয় ছিল ২.৯২ কোটি টাকা সেখানে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিস্টেম অপারেশন ফিস বাবদ সংগৃহীত আয় ৭.২৮ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের তহবিলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী নিম্নোক্ত ৪ (চার)টি উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী নিম্নের সারণি-২০ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ২০: ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/জমাকৃত আয়ের হিসাব

২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/ জমাকৃত আয় (কোটি টাকায়)												
কমিশনের আইন অনুযায়ী অর্থের উৎসসমূহ												
সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান [১৭(ক)]	কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ [১৭(খ)]	কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ [১৭(গ)]						অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ [১৭(ঘ)]				সর্বমোট প্রাপ্তি
		লাইসেন্স ফিস	আবেদন ফিস	সিস্টেম অপারেশন ফিস	ট্যারিফ নির্ধারণে আবেদন ফিস	বিরোধ নিষ্পত্তি ফিস	উপ- মোট	এসএনডি হিসাবে প্রাপ্ত সুদ	এফডিআর তহবিলের প্রাপ্ত সুদ	বিবিধ	উপ- মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮= (৩+৪+৫+৬+৭)	৯	১০	১১	১২= (৯+১০+১১)	১৩=(৮+১২)
---	---	১৪.৪১ (৫০.৮৩%)	০.৪৩ (১.৫২%)	৭.২৮ (২৫.৬৮%)	০.১০ (০.৩৫%)	০.১৩ (০.৪৬%)	২২.৩৫ (৭৮.৮৪%)	০.৪১ (১.৪৫%)	৫.৩২ (১৮.৭৭%)	০.২৭ (০.৯৫%)	৬.০০ (২১.১৬%)	২৮.৩৫ (১০০%)

পূর্ব পৃষ্ঠার সারণি-২০ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের আয়ের প্রধান খাত হলো এনার্জি উৎপাদন, বিপণন, বিতরণ এবং সঞ্চালনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ফিস। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত সর্বমোট আয় ২৮.৩৫ কোটি টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে এখাত হতে। লাইসেন্স ফিস বাবদ সংগৃহীত আয় ১৪.৪১ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের ৫০.৮৩%। আয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত সিস্টেম অপারেশন ফিস। এ খাত হতে আয় ৭.২৮ কোটি যা সর্বমোট আয়ের ২৫.৬৮%। এই দু,টি খাত ছাড়াও কমিশনের আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ ৫.৩২ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের ১৮.৭৭% কমিশনের তহবিলে জমা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের বাজেট সংস্থান এবং প্রকৃত ব্যয়

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ ধারা অনুসরণে কমিশন প্রতি অর্থবছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করে। বিভিন্ন খাতের জন্য কমিশন কর্তৃক সংস্থানকৃত বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কমিশনের মোট বাজেট সংস্থান ছিল ৪৩.০২ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে সরকারি কোষাগারে প্রদান বাবদ ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা, কর্মচারীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ২.০০ (দুই) কোটি টাকা এবং ভবন নির্মাণ খাতে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত মোট ব্যয় ছিল ৩৮.৯৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেট সংস্থানের ৯০.৫৯%। বর্ণিত ৩৮.৯৭ কোটি টাকা খরচের মধ্যে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদানকৃত ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কমিশনের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন এবং আইন অনুযায়ী কমিশনের কর্ম পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপঃ

সারণি ২১: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কমিশনের মূল বাজেট, সংশোধিত বাজেট এবং প্রকৃত ব্যয় বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) ২০১৯-২০
১	বেতন ও ভাতাদি	৫.১০	৪.৭৪	৪.২০ (৮৮.৬১%)
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.২৮	০.৩৬	০.২৮ (৭৭.৭৮%)
৩	অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (অফিস ভাড়া, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, জ্বালানী ইত্যাদিসহ)	১২.৪০	১১.৭৬	৭.০৭ (৬০.১২%)
৪	মোট পরিচালন ব্যয় [১+২+৩]	১৭.৭৮	১৬.৮৬	১১.৫৫ (৬৮.৫১%)
৫	বিনিয়োগ তফসিল / মূলধনী ব্যয়	৯.২০	৮.৬১	০.৩৫ (৪.০৬%)
৬	জিপিএফ, কল্যাণ তহবিল, ঋণ ও অগ্রিম এবং পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড	২.০৫	২.৫৫	২.০৭ (৮১.১৮%)
৭	সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান	১৫.০০	১৫.০০	২৫.০০* (-১৬৬.৬৭%)
	সর্বমোট (৪+৫+৬+৭)	৪৪.০৩	৪৩.০২	৩৮.৯৭ (৯০.৫৯%)

* ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে সংযুক্ত তহবিলে জমা খাতে সংস্থান ছিল ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা। কিন্তু অর্থ বিভাগের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৩৮.০২.০৫৯.২০২০.৮০; তারিখ: ২২/০৩/২০২০ অনুযায়ী ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে।

পূর্ব পৃষ্ঠার সারণি-২১ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হচ্ছে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, জ্বালানী, কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড, সম্পদ ক্রয় এবং অন্যান্য। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৩.০২ কোটি টাকা। কমিশন সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক বাজেট বরাদ্দের সীমা অতিক্রম না করে ৩৮.৯৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছে; যা ব্যয়ের প্রাক্কলন হতে ৪.০৫ কোটি টাকা বা ৯.৪১ শতাংশ কম।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় তহবিল

'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪' এর প্রবিধি ৮(খ) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০৫ এর ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশনের সকল ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে তা কমিশনের একাউন্টে জমা থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমিতে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ, টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮' এর প্রবিধি ৫৬ অনুযায়ী কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, কমিশন ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় তহবিল থেকে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০.০০ (দশ) কোটি ও ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে "স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইনেন্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০" ক্ষমতাবলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে ২০/০৪/২০২০ তারিখে ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।

সারণি ২২: কমিশনের ২০১৯-২০ অর্থবছরের আয়ের লক্ষ্য মাত্রা, প্রকৃত আয়, প্রকৃত ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত আয় (+/-) (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) ২০১৯-২০
১.	মোট আয়	৩৮.১৭	৩৮.৬৩	২৮.৩৫
২.	মোট ব্যয়	৪৪.০৩	৪৩.০২	৩৮.৯৭
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (+/-)	(-৫.৮৬)	(-৪.৩৯)	(-১০.৬১)

উপরের সারণি-২২ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ (-১০.৬১) কোটি টাকা; যেখানে উক্ত অর্থবছরে ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল (-৪.৩৯) কোটি টাকা। মোট প্রাক্কলিত আয়ের পরিমাণ ৩৮.৬৩ কোটি টাকা ছিল। তবে করোনা প্রাদুর্ভাবের প্রভাবে ও স্থায়ী আমানতের উপর ব্যাংক সুদের হার অনেক কমে যাওয়ায় কমিশনের আয় হ্রাস পেয়েছে। প্রতি বছরই বাজেটে ব্যয় সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ কম ছিল।

রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান

কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন আইন ও প্রবিধান, কমিশনের নিজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিলের সর্বশেষ স্থিতি এবং বিদ্যমান সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনায়, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের হিসাব বিবরণীর ভিত্তিতে যেকোনো প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত তহবিলের স্থিতি হতে প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন স্বপ্রণোদিতভাবে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে যথাক্রমে ১০.০০ (দশ) ও ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা জমা প্রদান করেছিল। তবে বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে "স্বায়ত্তশাসিত, আধা- স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইনেন্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০" ক্ষমতাবলে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৩৮.০২.০৫৯.২০২০.৮০; তারিখ: ২২/০৩/২০২০ এর নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশন ২০/০৪/২০২০ তারিখে ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারের সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদানের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি ২৩: সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান বিবরণী

ক্রমিক নং	অর্থবছর	জমা প্রদানের তারিখ	বাজেটে সংস্থানের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	জমা প্রদানের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২০১৭-১৮	২৪/১০/২০১৭	১০.০০	১০.০০
২	২০১৮-১৯	২৬/০২/২০১৯	১২.০০	১৫.০০
৩	২০১৯-২০	২০/৪/২০২০	১৫.০০	২৫.০০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ প্রদান

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বাবদ ৬৫,৪৯১.০০ (পঁয়ষট্টি হাজার চারশত একানব্বই) টাকা বিগত ০৫/০৪/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়।

ভ্যাট ও আয়কর আদায়

কমিশন ২০১৯-২০ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদানের সময় লাইসেন্সিদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট বাবদ ৩.৬৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ে অবদান রেখেছে। লাইসেন্সিগণ লাইসেন্স ফিস জমা প্রদানের সময় সরকার প্রযোজ্য ভ্যাট জমা প্রদান করে চালানের মূল কপি কমিশনে দাখিল করে থাকে। এছাড়া, কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর কর্তনপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট কোডে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

সারণি ২৪: ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক ভ্যাট এবং আয়কর আদায় বিবরণী (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	রাজস্বের ক্ষেত্র	আদায়ের খাত	টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত ভ্যাট	আদায়কৃত আয়কর
১.	আয় হতে	লাইসেন্স ফিস	১৪.৪১	২.১৬	------
২.		সিস্টেম অপারেশন ফিস	৭.২৮	১.০৯	------
৩.	ব্যয় হতে	কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত	------	০.৪১	০.১৭
		মোট		৩.৬৬	০.১৭

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়:

সারণি ২৫: কমিশনের বিনিয়োগ ও সঞ্চয় (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৯-২০
১	বিনিয়োগ (স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে)	৮.৬১	০.৩৫
২	সংরক্ষিত আয়	৪.০১	(-১০.২৭)
৩	অবচয়	১.১০	০.৮৭
	মোট সঞ্চয় (২+৩)	৫.১১	(-৯.৪০)

উপরের সারণি-২৫ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কমিশনের ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ৮.৬১ কোটি প্রাক্কলন করা হলেও বিনিয়োগের পরিমাণ প্রাক্কলনের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ০.৩৫ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে কমিশনের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫.১১ কোটি প্রাক্কলন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ (-৯.৪০) কোটি টাকা হয়েছে।

সেমিনার
ও
ওয়ার্কশপ

Power Generation and Regional Balance in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এবং বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) যৌথ উদ্যোগে ১২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে, বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে Power Generation and Regional Balance in Bangladesh শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। এছাড়াও সেমিনারে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম, এনডিসি।

১২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত Power Generation and Regional Balance in Bangladesh শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ; কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সদস্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

এনার্জি সম্মেলন ২০১৯ আয়োজন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন-নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়-বাংলাদেশ এনার্জি ইকোনমিক এসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে এনার্জি সম্মেলন ২০১৯ আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এ সম্মেলনে ৪টি সেশনে Energy Policy and Sustainablility Development, Energy Investment for Alternative Energy Resources, Energy and Macro Economy এবং Energy Price and Regulation বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি এবং বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান জনাব বেনজীর আহমেদ। এনার্জি সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস উপস্থিত ছিলেন।

এনার্জি সম্মেলন ২০১৯ এর উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম ও সমাপনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম, এনডিসি।

৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এনার্জি সম্মেলন ২০১৯ এ উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা, কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি এবং বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

To Build Energy Sensitive Nation-Awareness Programme for Bangladesh Scouts শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ, বিজয় হল, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকায় To Build Energy Sensitive Nation-Awareness Programme for Bangladesh Scouts শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে। দিনব্যাপী সেমিনারে Sustainable Energy Security: Option for Bangladesh, Role of Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) in Sustainable Energy Security in Rural Areas of Bangladesh, Renewable Energy: Clean Energy for Bangladesh এবং Demand-side Management: Energy Efficiency & Energy Saving বিষয়ে আলোচনা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন। এছাড়াও কমিশনের সদস্যবৃন্দ, জ্বালানি খাতের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রধান/প্রতিনিধিগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম, এনডিসি। সম্মেলনে স্কাউটসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ, বিজয় হল, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত To Build Energy Sensitive Nation-Awareness Programme for Bangladesh Scouts শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিইআরসি; সদস্য, বিইআরসি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

Lubricating Petroleum Operations in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ১৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় Lubricating Petroleum Operations in Bangladesh with Special Emphasis on Different Grade and their Relative Contribution to Energy Efficiency and Impact on Machine and Environment শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তিনি উপস্থিত থাকতে পারেনি। সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিপিসি, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পুলিশ, বিএসটিআই, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম, এনডিসি।

Lubricating Petroleum Operations in Bangladesh with Special Emphasis on Different Grade and their Relative Contribution to Energy Efficiency and Impact on Machine and Environment শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক

International Confederation of Energy Regulators (ICER)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এনার্জি রেগুলেটরী সংস্থা এবং আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সমন্বিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হলো International Confederation of Energy Regulators (ICER)। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অবকাঠামো সম্পর্কিত রেগুলেটরী কমিশনসমূহের সমন্বিত সংস্থা South Asia Forum for Infrastructure Regulations (SAFIR) এর অন্যতম সদস্য। ICER এর বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়েবিনারে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান SAFIR এর চেয়ারম্যান হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। ২৩ জুন ২০২০ তারিখ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত ICER 48th Extraordinary Steering Committee Meeting এ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল অংশগ্রহণ করেন।

Energy Regulators Regional Association (ERRA)

এনার্জি রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত Energy Regulators Regional Association (ERRA) একটি অলাভজনক আন্তর্জাতিক সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার ভূটান, পাকিস্থানসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৩টি দেশের এনার্জি রেগুলেটরী সংস্থাসমূহ ERRA এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে । বিইআরসি'কে ERRA'র সদস্য পদ গ্রহণের জন্য ERRA Secretariat হতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিনিময়ে সক্রিয় সংস্থা ERRA এর সদস্যপদ লাভ করলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এনার্জি ও রেগুলেটরী অবকাঠামো খাতের রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে অনুষ্ঠেয় কারিগরি সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনা ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে লাভবান হবে। ফলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে অনুসৃত সর্বোত্তম চর্চাসমূহ (Best Practice) বাংলাদেশে বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্যে ৮ মে, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭/২০১৯তম কমিশন সভার নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ERRA এর পুর্ণসদস্যপদ গ্রহণের অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

South Asia Forum for Infrastructure Regulations (SAFIR)

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অবকাঠামো সম্পর্কিত রেগুলেটরী কমিশনসমূহের সমন্বিত সংস্থা South Asia Forum for Infrastructure Regulations (SAFIR)। বাংলাদেশ SAFIR এর অন্যতম সদস্য। SAFIR কর্তৃক প্রতিবছর Executive Committee Meeting (ECM), Steering Committee Meeting (SCM), এবং এনার্জি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাগণ এসব প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের অংশগ্রহণ করে থাকেন। এর মাধ্যমে সদস্যভুক্ত দেশসমূহের জ্বালানি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল SAFIR এর চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করছেন।

SAFIR এর 18th ECM এ অংশগ্রহণকারী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

SAFIR এর 18th ECM এ অংশগ্রহণকারী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ

National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), USAID

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), USAID কমিশনের সাথে কাজ করেছে। NARUC, USAID এর আয়োজনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩-২৫ জুলাই ২০১৯ থাইল্যান্ডে Tariff Setting and Tariff Review বিষয়ে এবং ১৪-১৬ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে Dispute Resolution বিষয়ে সিঙ্গাপুরে পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামদ্বয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা এবং কমিশনের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৪-১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত Dispute Resolution বিষয়ে পার্টনারশীপ প্রোগ্রামে কমিশনের কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

১৪-১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত Dispute Resolution বিষয়ে পার্টনারশীপ প্রোগ্রামে কমিশনের কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

24th World Energy Congress এ অংশগ্রহণ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের 'আবুধাবীতে প্রেসিডেন্ট শেখ খলিফা বিন জায়িদ আল নাহিয়ান' এর পৃষ্টপোষকতায় ০৯-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ "24th World Energy Congress" অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৫০ টির অধিক দেশ হতে জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট প্রায় ৫০ জন মন্ত্রী, ২৫০ জন বক্তা, ৫০০ জন সিইও এবং ১০,০০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করনে।। ১৯২৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া এই সম্মেলনে বিশ্ব জ্বালানি খাতের বর্তমান অবস্থা, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। জ্বালানি বিষয়ক বিশ্বের অন্যতম প্রধান সম্মেলনে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন।

০৯-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবীতে অনুষ্ঠিত "24th World Energy Congress" এ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের প্রতিনিধিদল

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আয়োজিত কনফারেন্সে Session Chair হিসেবে কমিশনের চেয়ারম্যান এর অংশগ্রহণ

গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকার Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) কার্যালয়ে BIMSTEC এবং South Asia Regional Initiative for Energy Integration (SARI/EI) এর যৌথ আয়োজনে ‘Enhancing Energy Cooperation in the BIMSTEC Region’ শীর্ষক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে ‘Harmonization of Institutional, Operational, Legal and Regulatory Frameworks for Implementation and Operation of the Grid Interconnections and Trade among the Parties.’ বিষয়ক সেশনে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকাস্থ BIMSTEC কার্যালয়ে আয়োজিত কনফারেন্সে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও প্রতিনিধিবৃন্দ

ওয়েবেনিয়ারে অংশগ্রহণ

১. ১০ জুন ২০২০ তারিখে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) কর্তৃক আয়োজিত Implications of the Global Pandemic on Tariff Design and Utility Finances (Webinar) শীর্ষক ওয়েবেনিয়ারে কমিশনের ৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২. ২৪ জুন ২০২০ তারিখে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) কর্তৃক আয়োজিত Transition Plans and Cost Recovery following the COVID-19 Pandemic (Webinar) শীর্ষক ওয়েবেনিয়ারে কমিশনের ৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৩. ২৯ জুন ২০২০ তারিখে Public Utility Research Centre, University of Florida, USA কর্তৃক আয়োজিত The Post-pandemic Energy Sector: Lessons and Challenges (Webiner) শীর্ষক ওয়েবেনিয়ারে কমিশনের ৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৪. ৩০ জুন ২০২০ তারিখে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) কর্তৃক আয়োজিত Small Scale LNG Shipping (Webinar) শীর্ষক ওয়েবেনিয়ারে কমিশনের ৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণা কার্যক্রম

গবেষণা কার্যক্রম

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(ক) Study of Lubricating Petroleum Operation in Bangladesh with Special Emphasis on Different Grades and Their Relative Contribution to Energy Efficiency and Impact on Machine and Environment

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবহারের ধরন এবং উৎপাদনশীলতা ও পরিবেশের ওপর তার প্রভাব বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়। গবেষণাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্প্রতি কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে।

(খ) Petroleum Product (including LPG) Safety from the Perspective of Licensing

বাংলাদেশে এলপিজিসহ অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের লাইসেন্সিং কার্যক্রমে এ সকল পদার্থের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ গবেষণাকার্যটি পরিচালনা করে। গবেষণাটির একটি খসড়া প্রতিবেদন সম্প্রতি কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে।

(গ) Economic Impacts of Energy Price on Industrialization in Bangladesh

বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে জ্বালানি মূল্যের প্রভাব বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাকার্যটি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য ইতোমধ্যে Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়েছে এবং আগ্রহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে EOI পাওয়া গিয়েছে।

(ঘ) A comparative Study on Grid versus Captive Power for Export Oriented Industry in Bangladesh-Past-Present and Future

গ্রিড বিদ্যুতের সাথে ক্যাপটিভ বিদ্যুতের নির্ভরযোগ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং গ্রিড ভিত্তিক রফতানিমূখী শিল্পের সাথে ক্যাপটিভ ভিত্তিক রফতানিমূখ শিল্পের ব্যয় বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাকার্যটি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য ইতোমধ্যে Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়েছে এবং আগ্রহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে EOI পাওয়া গিয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি) বাস্তবায়ন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এজেন্ডা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি) যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু নতুন অভীষ্টের-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি)। ২০১৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘ সম্মেলনে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' শিরোনামে ১৫ বছর মেয়াদি এসডিজি এজেন্ডা ঘোষণা করা হয়। সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা (ইন্ডিকেটর) নির্ধারণ করা হয়েছে। জ্বালানি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

'অভীষ্ট-৭' বাস্তবায়নে লক্ষ্যসমূহ (টার্গেট)

লক্ষ্য ৭.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য ৭.২: ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।
লক্ষ্য ৭.৩: জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা।

লক্ষ্য ৭.ক: ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ প্রবর্ধন।

লক্ষ্য ৭.খ: ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচি অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহকল্পে জ্বালানি অবকাঠামোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন।

লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার সূচকসমূহ (ইন্ডিকেটর)

স্বল্পতম সময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে ৩৯ সূচকের একটি সেট নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত সূচকসমূহের কিছু বেশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট থেকে সরাসরি এবং কিছু সূচক বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করে নির্বাচন করা হয়েছে। 'অভীষ্ট-৭' অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার সূচকসমূহ নিম্নরূপ:

লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.১: ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.২: ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ১০% এ উন্নীত করা।

'অভীষ্ট-৭' অর্জনে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তা কার্যক্রম

জ্বালানি খাতে এসডিজি'র বর্ণিত অভীষ্ট অর্জনে সরকারের যথাযথ উদ্যোগ ও বাজেটারি সাপোর্টের ফলে এবং বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগে (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) উন্নীত হয়েছে। তবে পল্লী এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার স্বার্থে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তার আওতায় পবিসসমূহের উক্ত কস্ট রিকোভারি নিশ্চিতকল্পে পবিসসমূহের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার তুলনামূলক কম নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রামীণ এলাকার প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ গ্রাহক লাইফ-লাইন মূল্যহারের সুবিধা ভোগ করছে। দেশীয় গ্যাস কোম্পানির তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন কর্তৃক 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। দেশের সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। দেশে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রিড কোড চূড়ান্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে সরকারের নবায়নযোগ্য নীতিমালা অনুযায়ী রেগুলেটরী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কমিশনের এ রেগুলেটরী গাইডলাইন্স/নীতি-নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং এসডিজি'র 'অভীষ্ট-৭' অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে।

কমিশনের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

কমিশনের অর্জন

ট্যারিফ নির্ধারণ

কমিশন বিদ্যুৎ এর পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ, সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ (ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সি ও অংশীজনদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ করে থাকে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, পরিচালন ব্যয় সংকুলান ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ভোক্তাস্বার্থ, সরকার কর্তৃক অনুদান প্রদান, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ, আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন বিগত বছরগুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করেছে।

বিদ্যুতের বাল্ক ও খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বৃদ্ধির জন্য ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) বৃদ্ধির জন্য ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কমিশনে আবেদন দাখিল করে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি হিসেবে বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিউবো, ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) কমিশনে আবেদন দাখিল করে। বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ২৮ নভেম্বর ২০১৯ এবং ০১-০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখসমূহে কমিশন গণশুনানি গ্রহণ করে।

আবেদনকারী পক্ষগণের আবেদন ও তৎসঙ্গে দাখিলকৃত দলিলাদি এবং সকল পক্ষকে শুনানি অন্তে সমূহবিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় এবং পাইকারি পর্যায়ে বিউবো-কে সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদান এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিদ্যুতের পাইকারি, সঞ্চালন এবং খুচরা মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ করে কমিশন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে আদেশ জারি করেছে। উক্ত আদেশের মাধ্যমে-

(ক) বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো এর উৎপাদন ব্যয় এবং পাইকারি পর্যায়ে বিউবো-কে সরকার কর্তৃক বছরে ৩,৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বিবেচনায় বিদ্যুতের বিদ্যমান পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার ভারিত গড়ে (Weighted Average) ৪.৭৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ৮.৪০% বৃদ্ধি করে ৫.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ. পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে;

(খ) পিজিসিবি এর সঞ্চালন ব্যয় বিবেচনায় বিদ্যুতের বিদ্যমান সঞ্চালন মূল্যহার বা হুইলিং চার্জ ভারিত গড়ে ০.২৭৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ৫.৩০% বৃদ্ধি করে ০.২৯৩৪ টাকা/কি.ও.ঘ. পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এবং

(গ) বিদ্যুতের পুনর্নির্ধারিত পাইকারি (বাল্ক) ও সঞ্চালন মূল্যহার এবং বিতরণ ব্যয় বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তথা বিউবো, বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহ, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকো এর বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে (Weighted Average) কি.ও.ঘ. প্রতি ৬.৭৭ টাকা থেকে ৫.৩০% বৃদ্ধি করে কি.ও.ঘ. প্রতি ৭.১৩ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, উক্ত আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনজনিত কমিশন আদেশ কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২৬: কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	ডিসেম্বর ২০০৯	বাপবিবো এর জন্য আদেশ
০২	মার্চ ২০১০	বিউবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো এর জন্য আদেশ
০৩	ফেব্রুয়ারি ২০১১	
০৪	ডিসেম্বর ২০১১	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর
	ফেব্রুয়ারি ২০১২	
০৫	মার্চ ২০১২	
০৬	সেপ্টেম্বর ২০১২	
০৭	মার্চ ২০১৪	
০৮	সেপ্টেম্বর ২০১৫	
০৯	ডিসেম্বর ২০১৭	
১০	মার্চ ২০২০	

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ

দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় বিবেচনায় গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহ ২৪-২৯ জানুয়ারি ২০১৯ সময়ে যথাক্রমে সঞ্চালন ট্যারিফ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য কমিশনে আবেদন করে। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন ট্যারিফ এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য ১১-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত এবং প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কমিশন ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ৭.৩৮ টাকা/ঘনমিটার থেকে ৩২.৮% বৃদ্ধি করে ৯.৮০ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ আদেশ জারি করে; যা ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২৭: অদ্যাবধি গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	আগস্ট ২০০৯	সিএনজি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
০২	মে ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজির জন্য
০৩	সেপ্টেম্বর ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজির জন্য
০৪	সেপ্টেম্বর ২০১৫	বিদ্যুৎ ও সার ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
০৫	মার্চ ২০১৭	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর সকল গ্রাহকশ্রেণির জন্য। তবে দ্বিতীয় ধাপে উচ্চ আদালতের আদেশ অনুযায়ী গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির জন্য মার্চ ২০১৭ এর মূল্যহার বহাল ছিল।
	জুন ২০১৭	
০৬	সেপ্টেম্বর ২০১৮	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়
০৭	জুলাই ২০১৯	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়। তবে বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত তহবিলে জমার হার বাল্ক পর্যায়ে প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করে। উক্ত তহবিলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১,৬৪৫.০৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ ফান্ডে সর্বমোট ১০,২৫১.৫৩ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

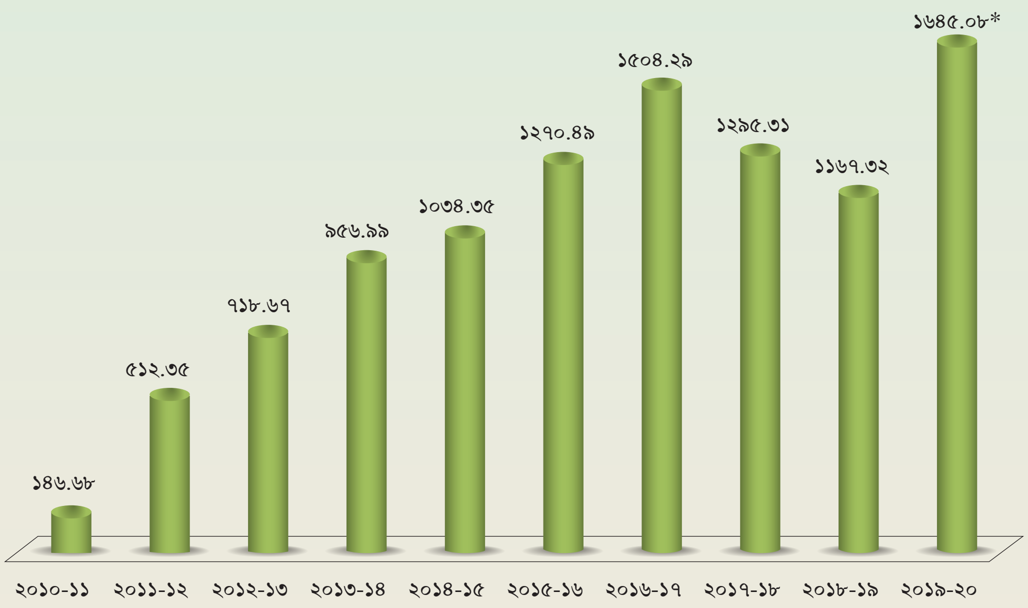

* ৪৫৬.৬৩ কোটি টাকা পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের সমন্বয়কৃত মুনাফাসহ।

সূত্র: বিউবো'র নিরীক্ষা প্রতিবেদন

লেখচিত্র-২০: ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০২০ সময়কালে অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলে মুনাফাসহ সংগৃহীত/ জমাকৃত অর্থের পরিমাণ

কমিশন কর্তৃক প্রণীত 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১৯' অনুযায়ী উক্ত তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে:-

(ক) বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় গ্যাস, এলএনজি, কয়লা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক Least Cost ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন;

(খ) বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানী কর্তৃক গঠিত যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture) কোম্পানির মাধ্যমে গ্যাস, এলএনজি, কয়লা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক Least Cost ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানির ইক্যুয়িটি ফাইন্যান্সিং;

(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় গ্রিড সংযুক্ত (grid-tied) নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর ও বায়ু) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং

(ঘ) বিউবো-এর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, Balancing, Modernization, Rehabilitation (BMR), পুনঃক্ষমতায়ন (Repowering) এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে।

এ পর্যন্ত তহবিল হতে যে সকল প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সারণি-২৮: বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে অদ্যাবধি অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কোম্পানি	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)	তহবিল হতে অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)
১	বিবিয়ানা গ্যাস বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিউবো	৩৮৪	২,৬২৬	ফিজিক্যাল:৮০% আর্থিক:৭৭%
২	কনর্ভাশন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট টু ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিউবো	৭৫	৭৬০	ফিজিক্যাল: ৯৬% আর্থিক:৭০%
৩	কন্সট্রাকশন অব শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিউবো	১০০	৮৮৮	চালুর তারিখ: ১৪ মার্চ ২০২০ আর্থিক: ৪৭%
৪	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নওপাজেকো/ বিসিপিসিএল	১,৩২০	১,১৮৪	১ম ইউনিট চালুর তারিখ: ১৫ মে ২০২০ ২য় ইউনিট: ফিজিক্যাল: ৯৮% আর্থিক: ১০০%
৫	৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাউজান, চট্টগ্রাম	বিউবো	৪০০	৪২০০*	EPC এর জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

* সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয় ২,০৮৭ কোটি টাকা

(সূত্র: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা হয়-যা ০১ আগষ্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। এই তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মে ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিলে মুনাফাসহ মোট ১৪,৯৫৬.৭২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বাপেক্স গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যার মধ্যে ২৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সারণি-২৯: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়নের বছর	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	তিতাস ১২ নং কূপ ওয়ার্কওভার	৫,৩৮৩.৪৩	জুলাই ২০১০-জুন ২০১২	বিজিএফসিএল
২	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন	৬,৩৫৬.১৫	জানুয়ারি ২০১১-অক্টোবর ২০১৩	বাপেক্স
৩	১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ	১৯,৭০০.৫৭	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৪	বাপেক্সের ৫টি কূপ খনন	৯১,৩৩১.১০	মার্চ ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৫	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	৪,১৭৩.০৫	সেপ্টেম্বর ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৬	রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৬,১২৭.৫৪	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৭	বাখরাবাদ ৫ নং কূপ পুনঃসম্পাদন	৩,৮৫৯.৪৮	অক্টোবর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৪	বিজিএফসিএল
৮	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	৭,৪৯২.৬০	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬	বাপেক্স
৯	কৈলাশটিলা কূপ নং-৭ (তৈল কূপ)	১৬,৮২৯.৬১	সেপ্টেম্বর ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৫	এসজিএফএল
১০	তিতাস ২৭ নং কূপ খনন প্রকল্প	৯,০৭৩.৯৬	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৬	বিজিএফসিএল
১১	আইডিকো রিগের ইঞ্জিন, মাড ট্যাংক এবং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম পুনর্বাসনকরণ প্রকল্প	৩,৭৩৯.৪২	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৬	বাপেক্স
১২	তিতাস ফিল্ডের গ্যাসের উদগীরন এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার (১ম সংশোধিত) (৫টি কূপের ওয়ার্কওভার)	১৬,০৪৯.৯৬	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৩	রশিদপুর-১০ ও রশিদপুর-১২ নং কূপ খনন	৩৪,৭০৩.৭০	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	এসজিএফএল
১৪	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে কম্প্রেসার স্থাপন	৯,২৯৪.৫১	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৫	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	১১,৩০৬.৭২	জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬	বাপেক্স
১৬	রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১৯,৪৭৭.৩৯	ফেব্রুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭	এসজিএফএল
১৭	তিতাস ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার	৪,৫০৬.৬৩	জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬	বিজিএফসিএল
১৮	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের ১০ নং কূপ খনন	২২,৩১৯.৯৫	জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৯	শ্রীকাইল-৪ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	১৯,৬৪৭.০০	জুলাই ২০১৫-সেপ্টেম্বর ২০১৬	বাপেক্স
২০	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	৯,৩৩৩.০০	ডিসেম্বর ২০১২-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২১	কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১,৪০০৭.০০	নভেম্বর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৮	এসজিএফএল
২২	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর-২) এপ্রেইজল/ডেভলপমেন্ট ড্রিলিং এ্যান্ড সুন্দলপুর-১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	৫,০৩৫.৫০	অক্টোবর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭	বাপেক্স
২৩	রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১) এবং ২টি ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২)	৪৬,২১০.০০	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২৪	বাপেক্স এর জন্য রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ একটি খনন এবং একটি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়	৮,৭৭৪.০০	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২৫	২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৩বি, ৬বি ও ৭	১৮,৮০০.০০	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৯	বাপেক্স
	মোট	৪১৩,৫৩২.২৭		

(সূত্র: পেট্রোবাংলা)

সারণি-৩০: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে চলমান/গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	চলমান/গৃহীত প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মে ২০২০ পর্যন্ত)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	২৩,৩৮১.৭৪	প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাপেক্স
২	সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ) খনন	১৭,১২৭.০০	ভূমি অধিগ্রহণ, রাস্তা নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন ও খনন ঠিকাদার নিয়োগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খনন অপারেশন এবং গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল
৩	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কূপ (হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইষ্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২)	১৬,২০৯.০০	১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে শ্রীকাইল ইস্ট-১ এর খনন কাজ শেষে ৫০ বিসিএফ গ্যাস নিশ্চিত করা গিয়েছে। সালদা নর্থ-১ এর খনন কাজ অক্টোবর ২০১৮ তে শেষ হলেও বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হয়নি।	বাপেক্স
৪	রূপকল্প -২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূপ (সালদা নদী সাউথ-১, সেমুতাং সাউথ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী ইস্ট-১)	২২,০১৮.০০	সেমুতাং সাউথ-১ এর কূপ অনুসন্ধান কাজ শেষ হয়েছে। জকিগঞ্জ-১ এর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। ৭০% সংযোগ সড়কের কাজ, ৮০% পূর্ত কাজ এবং ৮০% বৈদেশিক মালামাল ক্রয়ের কাজ শেষ হয়েছে।	বাপেক্স
৫	রূপকল্প -৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকূপা-১)	২১,৪৮০.৮৯	১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কসবা-১ এর সিমেন্ট প্লাগ করে কূপটির সমুদয় কার্যক্রম শেষ হয়েছে। তবে মাদারগঞ্জ-১ এর চুক্তি মার্চ ২০১৯ তে সরকার কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে।	বাপেক্স
৬	রূপকল্প -৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ ও মোবারকপুর সাউথ ইস্ট-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩)	১৬,৩২৯.১৭	বেগমগঞ্জ-৩ হতে দৈনিক ৬ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। বেগমগঞ্জ-৪ এর জন্য ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে টার্মিনেশন ইস্যু করায় কূপটির খনন কাজ শেষ হয়নি। তাই কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত হয়।	বাপেক্স
৭	রূপকল্প -৯ খনন প্রকল্প: ২-ডি সাইসমিক (৩০০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন)	১০,৫৮০.০০	৩০০০ কি.মি. লাইন উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।	বাপেক্স
৮	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার	৩৪,৪৩৫.০০	প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের মধ্যে ৫টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সফলভাবে সম্পন্নকরত: কূপসমূহ হতে দৈনিক প্রায় ৮৮ মিলিয়ন কিউবিক ফিট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ হচ্ছে।	বিজিএফসিএল
	মোট	১৬১,৫৬০.৮		

(সূত্র: পেট্রোবাংলা)

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ এই তহবিলে সংগৃহীত অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা/সুদ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। মে ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিলে মুনাফাসহ মোট ১১,৬৮৪.৬০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে। এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে Revolving ফান্ড হিসাবে এ তহবিল হতে ৯,২২৭.৪৪ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিইআরসি কর্তৃক গঠিত তহবিলসমূহের নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম এর সভাপতিত্বে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গঠিত তহবিলের কার্যক্রম সংক্রান্ত এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব, পেট্রোবাংলা'র ও বিপিডিবি'র চেয়ারম্যানদ্বয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকসহ বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার ও বিপিডিবি'র সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় তহবিলসমূহের অর্থে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প বাছাই, অর্থ ছাড়করণ, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নীতিমালাসমূহের বিধান অভিন্ন করার লক্ষ্যে নীতিমালা সংশোধন করা, তফবিলসমূহের আয় ব্যয় ও স্থিতির হালনাগাদ হিসাব (Cash ও Accrual উভয়) রাখা এবং মাসভিত্তিতে প্রতিটি তহবিলের ব্যাংক Statement তহবিল পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল এবং বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্প বাছাই, অর্থ ছাড়করণ, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নীতিমালাসমূহের বিধান অভিন্ন করার লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালাসমূহ সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত কমিশনের সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) কে সভাপতি করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিপিডিবি এবং পেট্রোবাংলা'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৯ মার্চ ২০২০ তারিখে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের জন্য জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিদ্যুতের গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রকৃতি এবং ভোল্টেজ লেভেল অনুযায়ী যথাযথ শ্রেণিতে বিদ্যুৎ বিল প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে সকল গ্রাহকশ্রেণিকে নিম্নচাপ (এলটি), মধ্যমচাপ (এমটি), উচ্চচাপ (এইচটি) এবং অতি-উচ্চচাপ (ইএইচটি) এ চারটি ভোল্টেজ লেভেলে বিভক্ত করে গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস করা হয়। গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাসের আওতায় সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল গ্রাহককে সমন্বিতভাবে একটি গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে যৌক্তিকভাবে অভিন্ন ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সকল রাস্তার বাতি, শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় জনস্বার্থে/আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহককে অভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। মধ্যমচাপ (৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট) বহুতল আবাসিক, মিশ্র (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এবং বাণিজ্যিক ভবন/স্থাপনার জন্য গ্রাহকশ্রেণি এবং সুনির্দিষ্ট বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ঘোষিত ২০ (বিশ) টি গ্রাহকশ্রেণির সাথে গ্রাহকের স্বার্থে আরও ০৩ (তিন) টি নতুন গ্রাহকশ্রেণি সংযুক্ত করে মোট ২৩ (তেইশ) টি গ্রাহকশ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করে খুচরা মূল্যহার কাঠামো আরও গ্রাহকবান্ধব করা হয়েছে।

নতুন গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি এবং সুপার অফ পিক মূল্যহার প্রবর্তন

নিম্নচাপ পর্যায়ে রাস্তার বাতি, পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহকশ্রেণিকে পুনর্বিন্যাস করে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক গ্রাহকশ্রেণি এলটি-ডি ৩ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক্যাল ভেহিক্যালের ব্যাটারি চার্জিং এর সুযোগ সৃষ্টির

লক্ষ্যে মধ্যমচাপ পর্যায়ে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত দু'টি গ্রাহকশ্রেণিতে গ্রাহকদের সুবিধার্থে পিক ও অফ-পিক এর পাশাপাশি সাশ্রয়ী সুপার অফ-পিক মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। মধ্যমচাপ পর্যায়ে সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্পের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী মূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে এমটি-৮ গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পিক ও অফ-পিক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ বিষয়ক বিধানাবলী জারি

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত, অনুমোদিত লোড সীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার পুনঃক্ষমতায়ন, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির প্রযোজ্যতা এবং বিলিং পদ্ধতি, বিবিধ চার্জ/ফি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নির্ধারণ করে তা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়। কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশ অনুযায়ী কমিশনের ২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তা আরও সময়োপযোগী এবং গ্রাহক বান্ধব করে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিবিধ চার্জ/ফি এর খাত সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং চার্জ/ফি এর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ এবং গ্যাস খাতের গ্রাহকদের ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার ও ডিমান্ড চার্জ আরোপ

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বিদ্যুতের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে বিদ্যুতের সকল গ্রাহকশ্রেণির ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকগণ প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করতে পারছে এবং আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির প্রায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ লাইফ-লাইন গ্রাহকের (০-৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী) বিদ্যুৎ বিল হ্রাস পেয়েছে। কমিশনের ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের গ্যাসের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে গ্যাস খাতের বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান প্রযোজ্য ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং গৃহস্থালি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হয়েছে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক আবাসিক ভোক্তাদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার

০-৫০ ইউনিট (লাইফ-লাইন) পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ জারীকৃত মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিল মাস মার্চ ২০১৪ হতে কার্যকর করে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য দেশে প্রথমবারের মত লাইফ-লাইন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো এবং বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের লাইফ-লাইনের এনার্জি রেটের সমতা আনয়ন করা হয়েছে। তবে যেসকল পবিস এর এনার্জি রেট ৩.৭৫ টাকা/কি.ও. এর ঊর্ধ্বে, তাদের রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ আদেশে কৃষি খাতকে সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতি এবং কর্ম সুযোগ বিবেচনায় কমিশন ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে।

সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) কর্তৃক অসচ্ছল পবিসসমূহে ক্রস-সাবসিডি প্রদান

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহক প্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার তুলনামূলক কম ইত্যাদি কারণে পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আবার সকল পবিস এর আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার পবিসমূহের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো। মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে সরকার পল্লী বিদ্যুতের কার্যক্রমকে সার্বিক সহযোগিতা করছে। সরকারের পাশাপাশি কমিশনও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে পবিসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি প্রদানের পদ্ধতি ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করে সংশোধন করা হয়েছে। কমিশনের আদেশ

মোতাবেক পবিসসমূহের আর্থিক, ভৌগলিক এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে পবিসসমূহকে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনায় বাপবিবো প্রত্যেক পবিস এর নীট রাজস্ব চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক পবিস এর ভিন্ন ভিন্ন পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার স্থির করবে। অর্থবছর শেষে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পবিস এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় স্থিরকৃত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বাপবিবো কর্তৃক পুনঃস্থির (Refix) করা যাবে।

সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩% এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ লস ৮.৭৩%। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লস ছিল ৩.০৬% এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ লস ২.৯১%। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস আরো কমিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময়ে যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয়, যাতে ভোক্তার ওপর অহেতুক সিস্টেম লসের চাপ না পড়ে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম বিদ্যুৎ সেক্টরের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে বিগত ১২ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ৫.৬০% হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালুকরণ

সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সিসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০১ জারি করেছে এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণের গাইডলাইন্স; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রভিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিষ্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালিসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শীট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফট্ওয়্যার সেবা ক্রয়ের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদানের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় যে, এটি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়িত হবে।

গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ন্যায় কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে:

১) সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

২) লাইসেন্সিদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

৩) জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করা;

৪) সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন করা;

৫) এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার করা;

৬) কমিশনের সালিশ মীমাংসা কার্যক্রম গতিশীল ও অব্যাহত রাখা;

৭) আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ অব্যাহত রাখা এবং অন্যান্য জ্বালানির (পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি, এলপিজি ইত্যাদি) ট্যারিফ নির্ধারণে কাজ করা;

৮) Performance Management System এবং Annual Performance Agreement চালু করা;

৯) এনার্জি অডিটের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা;

১০) জ্বালানি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির (Prepaid meter, EVC meter ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১১) আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা;

১২) কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তন করা

১৩) কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা;

১৪) কমিশনের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং এনার্জি খাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন Tools এবং Equipments এর Standardization নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

১৫) রেগুলেটরী কাজে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করা;

১৬) কমিশনের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা;

১৭) ই-লাইসেন্সিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;

১৮) কমিশনের কার্যক্রমে সৃজনশীলতার প্রয়োগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যানবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
০১	মোঃ মোশাররফ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)	০৫.০৬.২০০৪	০৩.০৬.২০০৫
০২	ড. মুজিবুর রহমান খান	০৪.০৬.২০০৫	০৪.১০.২০০৭
০৩	মোঃ খলিলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.১০.২০০৭	০৭.১১.২০০৭
০৪	গোলাম রহমান	০৮.১১.২০০৭	২৩.০৬.২০০৯
০৫	মোঃ মোখলেসুর রহমান খন্দকার (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৭.২০০৯	১১.১০.২০০৯
০৬	সৈয়দ ইউসুফ হোসেন	১২.১০.২০০৯	১১.১০.২০১২
০৭	প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	২১.১০.২০১২	০৩.০৯.২০১৩
০৮	এ আর খান	০৪.০৯.২০১৩	০১.০৯.২০১৬
০৯	মোঃ মাকসুদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৯.২০১৬	২২.১২.২০১৬
১০	মনোয়ার ইসলাম এনডিসি	০২.০২.২০১৭	০১.০২.২০২০
১১	মোঃ আব্দুল জলিল	০২.০২.২০২০	চলমান

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2020

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Independent Auditor's Report
To
Bangladesh Energy Regulatory Commission

Opinion

We have audited the financial statements of Bangladesh Energy Regulatory Commission (the ''Commission"), which comprise the statement of Financial position as at 30 June 2020, and the Statement of Income and Expenditure, Statement of Revenue, Income and Capital Expenditure, Statement of changes in equity and Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion the accompanying financial statements present fairy, in all material respects, the financial position of the Bangladesh Energy Regulatory Commission as at 30 June 2020, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section or our report. We are independent of the Commission in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters are addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Risk	Our response to the risk
1. Investment in FDR	
The Commission has total Investment in FDR Tk. 1,420,170,244 (2019: 1,673,726,947) in government and non-government commercial bank during the financial year 30 June 2020 which is 78.10% of total asset. The commission has encashed Thirty nine (39) FDR in total TK. 53,857,650 during the financial year. This was area of focus for our audit and significant audit effort The Commission's disclosure relating to FDR investment are included in **Note 6.00 "Investment in FDR" & Note 19.00 "Interest on FDR"** to the financial position.	We tested design and operating effectiveness of key controls focusing on the following: ♦ We verified the existence and legal ownership of FDR investment; ♦ Obtained and verified the FER Receipt; ♦ Calculate and Verified the Interest received on investment; ♦ Obtain Bank statements for interest received and FDR encashment; ♦ Evaluating the adequacy of disclosure to financial statements. Finally assessed the appropriateness and presentation of disclosures against FDR investment.

2. Property, Plant and Equipment	
The commission has represents total Property Plant and Equipment (WDV) TK. 111,187,802 (2020: TK. 116,165,795) during the financial year 30 June 2020 which recovers 6.11% of total assets. The commission represents addition for property, plant equipment TK. 3,433,804 and charged depreciation during the financial year tk. 8,411,797 for property, plant and equipment during the financial year 30 June 2020. This was an area of focus for our audit and significant audit effort the commission's disclosure relating to property, plant and equipment are included in **Note 4.00 " Property, Plant and Equipment" & Annexure- A Depreciation"** to the financial position.	We tested the design and operating effectiveness of key controls focusing on the following: ♦ We verified the existence and legal ownership of Property, Plant and Equipment; ♦ Obtained and verified the property plant register; ♦ Calculate and Verify the depreciation of Property, Plant and Equipment; ♦ Evaluating the adequacy of disclosure to financial statements Finally assessed the appropriateness and presentation of disclosures against Property, Plant and Equipment.

Other Information

Management of the commission is responsible for the other information. The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our auditors' report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements' our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Commission's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Commission or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Commission's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtained audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risks, of not detecting a material resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtained an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances

- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Concluded on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Commission's ability to continue as a going concern. If we concluded that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions were based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Commission to cease to continue as a going concern.

- Evaluated the overall presentation, structure and content of the Commission's financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirement regarding independence, and to communicate with them all relationship and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also report that:

- We have obtained all the material information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of audit and made due verification thereof;

- in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the commission so far as it appeared from our examination of these books; and

- the statement of financial position and statement of income and expenditure together with the annexed notes dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns;

- the expenditures incurred and payments made for the purpose of the commission's business for the year.

Dated, Dhaka
October 08, 2020

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Md. Iqbal Hossain FCA
Partner

Enrolment no: 596 (ICAB)

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
As at 30 June 2020

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2020	30.06.2019
ASSETS:			
Non Current Assets:			
Property, Plant and Equipment (WDV)	4.00	111,187,802	116,165,795
Intangible Assets	5.00	1,134,422	1,335,886
Investment in FDR	6.00	1,420,170,244	1,673,726,974
		1,532,492,468	**1,791,228,654**
Current Assets:			
Advance against Expenses	7.00	2,130,053	1,874,029
Interest Receivable on FDR	19.00	34,512,340	34,826,868
Cash and Cash Equivalents	8.00	249,216,465	92,886,078
		285,858,858	**129,586,975**
Total Assets		**1,818,351,326**	**1,920,815,629**
EQUITY AND LIABLITIES:			
Equity			
Capital Fund	9.00	27,445,325	27,445,325
Retained Earnings	10.00	1,784,112,762	1,886,784,874
		1,811,558,087	**1,914,230,199**
Current Liabilities:			
Creditors for Expenses	11.00	4,239,387	4,603,888
General Provident Fund	12.00	2,151,530	1,762,900
Benevolent Fund	13.00	309,258	172,668
Group Insurance	14.00	93,064	45,974
		6,793,239	**6,585,430**
Total Equity and Liabilities		**1,818,351,326**	**1,920,815,629**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated, Dhaka
October 08, 2020

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Income and Expenditure
For the year ended 30 June 2020

Particulars		Notes	Amount in Taka	
			2019-2020	2018-2019
A.	**INCOME:**			
	Licence Fees and Renewal Fees	15.00	139,482,852	174,329,238
	System Operation Fees	16.00	72,828,441	29,255,466
	Licence Application Fees	17.00	4,321,513	1,554,300
	Interest on FDR	18.00	53,186,392	92,381,578
	Bank Interest on SND	19.00	4,095,674	9,108,845
	Dispute Settlement Fees		1,315,000	1,535,000
	Tariff Fixation ApplicationFee		1,000,000	1,400,000
	Recruitment Applicant Fees		582,900	36,400
	Others Fees For License (Penalties)		46,238	10,325
	Licence Amendment Fee		4,612,500	2,636,700
	Other Income		2,077,410	1,050,500
	Total Income		**283,548,920**	**313,298,352**
B.	**EXPENDITURE:**			
	Salary & Allowances	20.00	42,013,032	40,569,227
	Overtime		1,352,349	1,511,722
	Office Rent		16,781,065	16,784,665
	Publicity and Advertisement		2,630,290	2,380,259
	Printing & Stationary		2,510,582	2,138,163
	Entertainment		1,031,491	1,652,134
	Daily Labour wages		1,275,900	1,199,425
	Depreciation		8,411,797	9,973,330
	Amortization		283,605	333,969
	Books and Periodicals		176,141	97,441
	Examination Fees		104,700	750,000
	Petrol and Lubricants		3,466,593	3,326,874
	Honorarium/Remuneration		4,169,550	4,355,584
	Legal Expenses		217,000	4,015,750
	Audit Fees		86,250	110,000
	Medical		1,837,612	720,981
	Festival Bonus		-	1,591,380
	Miscellaneous Expenses		384,169	516,142

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2019-2020	2018-2019
Committee Meeting Expenses		141,673	406,925
Postage, Telegram and Telephone		890,277	1,572,459
Computer Accessories		491,065	998,968
Repairs and Maintenance		2,847,018	1,826,037
Bank Charges		677,066	1,399,213
Seminar and Conference		4,173,780	2,156,270
Training		6,576,912	7,692,941
Transport Insurance		1,047,335	973,693
Travelling and Daily Allowances		9,751,190	15,823,166
Utility		1,487,109	2,010,820
Research and Surveys		593,688	3,905,801
Donation to Consolidated Fund		250,000,000	150,000,000
Transfer to Pension Fund		20,000,000	20,000,000
Interest Expense for GPF		723,193	78,107
Social Welfare and Innovation		-	934,084
Uniform		88,600	-
Total Expenditure		**386,221,032**	**301,805,530**
Excess of Income over Expenditure		**(102,672,112)**	**11,492,822**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated, Dhaka
October 08, 2020

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Statement of Income, Revenue and Capital Expenditure

For the year ended 30 June 2020

	Particulars	Notes	Amount in Taka	
			2019-2020	2018-2019
A	**INCOME:**			
	Licence Fees and Renewal Fees	15.00	139,482,852	174,329,238
	System Operation Fees	16.00	72,828,441	29,255,466
	Licence Application Fees	17.00	4,321,513	1,554,300
	Interest on FDR	18.00	53,186,392	92,381,578
	Bank Interest on SND	19.00	4,095,674	9,108,845
	Dispute Settlement Fees		1,315,000	1,535,000
	Tariff Fixation ApplicationFee		1,000,000	1,400,000
	Recruitment Applicant Fees		582,900	36,400
	Others Fees For License (Penalties)		46,238	10,325
	Licence Amendment Fee		4,612,500	2,636,700
	Other Income		2,077,410	1,050,500
	Total Income		**283,548,920**	**313,298,352**
B	**REVENUE EXPENDITURE:**			
	Salary & Allowances	20.00	42,013,032	40,569,227
	Overtime		1,352,349	1,511,722
	Office Rent		16,781,065	16,784,665
	Publicity and Advertisement		2,630,290	2,380,259
	Printing & Stationary		2,510,582	2,138,163
	Entertainment		1,031,491	1,652,134
	Daily Labour wages		1,275,900	1,199,425
	Depreciation		8,411,797	9,973,330
	Amortization		283,605	333,969
	Books and Periodicals		176,141	97,441
	Examination Fees		104,700	750,000
	Petrol and Lubricants		3,466,593	3,326,874
	Honorarium/Remuneration		4,169,550	4,355,584
	Legal Expenses		217,000	4,015,750
	Audit Fees		86,250	110,000
	Membership Fees (SAFIR)		-	-
	Medical		1,837,612	720,981
	Festival Bonus		-	1,591,380
	Miscellaneous Expenses		384,169	516,142
	Committee Meeting Expenses		141,673	406,925
	Postage, Telegram and Telephone		890,277	1,572,459

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2019-2020	2018-2019
Computer Accessories		491,065	998,968
Repairs and Maintenance		2,847,018	1,826,037
Bank Charges		677,066	1,399,213
Seminar and Conference		4,173,780	2,156,270
Training		6,576,912	7,692,941
Transport Insurance		1,047,335	973,693
Travelling and Daily Allowances		9,751,190	15,823,166
Utility		1,487,109	2,010,820
Research and Surveys		593,688	3,905,801
Donation to Consolidated Fund		250,000,000	150,000,000
Transfer to Pension Fund		20,000,000	20,000,000
Interest Expense for GPF		723,193	78,107
Social Welfare and Innovation		-	934,084
Uniform		88,600	-
Total Revenue Expenditure		**386,221,032**	**301,805,530**
C CAPITAL EXPENDITURE:			
Land		1,387,474	5,793,463
Furniture & Fixture		380,104	445,100
Office Equipment		-	626,550
Office Equipment CC Camera		-	196,950
Computer Equipment		851,200	1,594,341
Computer Software		82,150	706,763
Motor Vehicle		394,136	16,716,621
Engineering /Communication Equipment		420,890	563,658
Total Capital Expenditure		**3,515,954**	**26,643,446**
Total Expenditure		**389,736,986**	**328,448,976**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated, Dhaka

October 08, 2020

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.

Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Changes in Equity
For the year ended 30 June 2020

[Amount in Taka]

Particulars	Capital Fund	TA Project	Retained Earnings	Total Equity
Balance as on 01.07.2019	9,623,496	17,821,829	1,886,784,874	1,914,230,199
Excess of Income over Expenditure	-	-	(102,672,112)	(102,672,112)
Balance as on 30.06.2020	**9,623,496**	**17,821,829**	**1,784,112,762**	**1,811,558,087**
Balance as on 01.07.2018	9,623,496	17,821,829	1,875,292,052	1,902,737,377
Excess of Income over Expenditure	-	-	11,492,822	11,492,822
Balance as on 30.06.2019	**9,623,496**	**17,821,829**	**1,886,784,874**	**1,914,230,199**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated, Dhaka
October 08, 2020

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June 2020

Particulars	Amount in Taka	
	2019-2020	2018-2019
Cash Flow from Operating Activities:		
Excess of Income over Expenditure	(102,672,112)	11,492,822
Adjustment for:		
Depreciation charged	8,411,797	9,973,330
Amortization charged	283,605	333,969
(i) Operating profit before working capital changes	**(93,976,710)**	**21,800,121**
(Increase)/Decrease in Advance Against Expenses	(256,024)	1,630,783
(Increase)/Decrease in Interest Receivable on FDR	314,528	(7,552,826)
Increase/(Decrease) in Creditors for Expenses	(364,501)	1,578,397
Increase/(Decrease) in General Provident Fund	388,630	98,250
Increase/(Decrease) in Benevolent Fund	136,590	32,200
Increase/(Decrease) in Group Insurance	47,090	(4,480)
(ii) Changes in Working Capital	**266,313**	**(4,217,676)**
Interest received during the year	356,730	69,875,205
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	**(93,353,667)**	**87,457,650**
Cash flow from Investing Activities:		
Acquisition of Property, Plant and Equipment	(3,433,804)	(25,936,683)
Acquisition of Software	(82,150)	(706,763)
Investment in FDR	253,200,000	(220,733,188)
Net Cash used in Investing Activities	**249,684,046**	**(247,376,634)**
Cash Flow from Financing Activities:		
Capital Fund Account	-	-
Other Finance	-	-
Net Cash flows from financing activities	**-**	**-**
Net changes in Cash & Cash Equivalent	**156,330,387**	**(159,918,984)**
Add: Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	92,886,078	**252,805,061**
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	**249,216,465**	**92,886,078**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated, Dhaka
October 08, 2020

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Notes to the Financial Statements

As at and for the year ended 30 June 2020

1.00 About the Commission

Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) an independent and impartial regulatory body was established on 13th March, 2003 under an Act. of Parliament (Act.No. 13 Of 2003) and started to function with effect from 27th April, 2004 with a view to creating an atmosphere conducive to private investment in the generation of electricity and transmission, transportation and marketing of electricity, gas resources and petroleum products, ensuring transparency in the management, operation and tariff determination in these sectors and protecting consumers interest and promoting the creation of a competitive market.

1.01 Establishment and Constitution of the Commission

Being a statutory body the Commission shall have perpetual succession and common seal with power to acquire and hold movable and immovable properties to transfer such property subject to the provision of the Act and may be by the said name, sue and be used.

The Commission is constituted with a full-time Chairman and Four Members appointed by the President under BERC Act 2003, Section 6 (2) who shall hold office for a period of three (3) years from the date of assumption of their respective office and shall be eligible for reappointment for another term only. At present, the Commission is a fully constituted one.

1.02 Vision of the Commission

To create an enabling environment, efficient, well-managed and sustainable energy sector in Bangladesh for providing energy at just & reasonable cost and protection of consumers interest & satisfaction through fair practice.

1.03 Mission of the Commission

(a) To promote equal opportunities for public and private investments;

(b) To ensure justice through dispute settlement;

(c) To protect consumers' interest in energy sector;

(d) To ensure good governance in energy sector;

(e) To fix up reasonable tariff in energy sector

(f) To issue licenses among the government and private agencies dealing with energy business;

(g) To ensure efficiencies in energy sector and

(h) To develop competitive market in energy sector.

1.04 Strategic goals of the Commission

(a) To make sure Annual work Plan for every employee;

(b) To make out Annual Performance Agreement between supervisor and subordinate at beginning of every fiscal year;

(c) To fix up training schedule to improve employees' efficiencies;

(d) To fix up key performance Indicator for evaluation of employee's performance and

(e) To digitize all operations in BERC.

1.05 Functions of Bangladesh Energy Regulatory Commission

- To determine efficiency and standard of the machinery and appliances of the institutions using energy and to ensure through energy audit the verification, monitoring, analysis of the energy and the economy use and enhancement of the efficiency of the use of energy;
- To ensure efficient use, quality services, determine tariff and safety enhancement of electricity generation and transmission, marketing, supply, storage and distribution of energy;
- To issue, cancel, amend and determine conditions of licenses, exemption of licenses and to determine the conditions to be followed by such exempted persons;
- To approve schemes on the basis of overall program of the licensee and to take decision in this regard taking into consideration the load forecast and financial status;
- To collect, review, maintain and publish statistics of energy;
- To frame codes and standards and make enforcement of those compulsory with a view to ensuring quality of service;
- To develop uniform methods of accounting for all Licensees;
- To encourage to create a congenial atmosphere to promote competition amongst the Licensees;
- To extend co-operation and advice to the Government, if necessary, regarding electricity generation, transmission, marketing, supply distribution and storage of energy;
- To resolve disputes between the Licensees, and between Licensees and consumers, and refer those to arbitration if considered necessary;
- To ensure appropriate remedy for consumer disputes, dishonest business practices or monopoly;
- To ensure control of environmental standard of energy under existing laws; and
- To perform any incidental functions if considered appropriate by the Commission for the fulfillment of the objectives of this Act for electricity generation and energy transmission, marketing, supply, storage, efficient use, quality of services, tariff fixation and safety improvement.

2.00 Basis of Preparation of Financial Statements

2.01 Basis of Accounting

Bangladesh Energy Regulatory Commission generally follows the accrual basis of accounting except income from fees which are accounted on a cash basis. The Financial Statements have been prepared and the disclosures of information are made in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and International Financial Reporting Standards (IFRSs) as long as applicable for the Company.

Figures have been rounded off to the nearest Taka. Figures and Presentation relating to the previous year included in this report have been rearranged, wherever necessary, in order to conform to current year's presentation.

2.02 Reporting Period

The financial statements cover the financial year from 01 July 2019 to 30 June 2020 with comparative figures for the financial year from 01 July 2018 to 30 June 2019.

2.03 Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the financial statements only when there is legally enforceable right to set-off the recognized amounts and the organization intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and to settle the liabilities simultaneously.

2.04 Materiality and aggregation

Each material class of similar items is presented separately in the financial statements. Items of dissimilar nature or function are presented separately unless they are immaterial.

2.05 Functional and Presentation Currency

These financial statements are presented in Bangladesh Taka (Taka/Tk.), which is both functional currency and presentation currency of the Commission.

2.06 Level of Precision

The figures in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

2.07 Components of Financial Statements

The Financial Statements include the following components as per IAS 1 "Presentation of Financial Statements".

i. Statement of Financial Position;

ii. Statement of Income and Expenditure;

iii. Statement of Income, Revenue and Capital Expenditure;

iv. Statement of Changes in Equity;

v. Statement of Cash Flows;

vi. Accounting Policies and Explanatory Notes.

2.08 Comparative Information

Comparative information has been disclosed in respect of the year 2018-2019 for all numerical information of the Financial Statements and also the narrative and descriptive information when it is relevant for understanding of the current period's Financial Statements.

Last year's figures have been rearranged where considered necessary to conform to current year's presentation.

2.09 Consistency of Presentation

The presentation and classification of all items in the Financial Statements have been retained from one period to another period unless where it is apparent that another presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection and application of accounting policies or changes is required by another IFRS.

3.00 Accounting Policies

The significant accounting policies followed in the preparation and presentation of these financial statements is summarized below;

Revenue Recognition:

In compliance with the requirements of IFRS 15: Revenue from Contract with Customers, revenue is recognized only when the services are provided and invoiced to the clients and its realization is reasonably certain.

Income realized from License Fees, System Operation Fees, Application Fees, Renewal Fees, Amendment Fees is recognized in the Statement of Income & Expenditures when there is certainty that all of the conditions for receipt of the income have been complied with and the relevant expenditure that it is expected to compensate has been incurred and charged to the Statement of Income & Expenditures.

Net gains and losses on the disposal of property, plant & equipment and other non-current assets, including investments, are recognized in the Statement of Income & Expenditures after deducting from the proceeds on disposal, the carrying value of the item disposed of and any related selling expenses.

Expenditure Recognition:

Expenses in carrying out the operations of Commission and other activities of the commission are recognized in the Statement of Income and Expenditure during the period in which they are incurred. Other expenses incurred in administering and running the organization and in restoring and maintaining the property, plant and equipment to perform at expected levels are accounted for on an accrual basis and charged to the Statement of Income and Expenditure.

Going Concern

The Financial Statements are prepared on a going concern basis. As per Management's assessment, there is no material uncertainty relating to events or condition which may cast doubt upon the Commission's ability to continue as a going concern.

Use of Estimates and Judgments

The preparation of Financial Statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and underlying assumptions are based on past experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the result of which form the basis of making judgments about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

In consideration of most closely reflection of the expected pattern of consumption of the assets as well as discretion of Governing Body in current year depreciation policy has been changed from reducing balance method to straight line method.

3.01 Property, Plant and Equipment

3.01.1 Recognition and Measurement

This has been stated at cost less accumulated depreciation in compliance with the requirements of IAS 16: Property, Plant and Equipment. The cost of acquisition of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the assets to its working condition.

3.01.2 Maintenance Activities

The Commission incurs maintenance costs for all its major items of property, plant and equipment. Repair and maintenance costs are charged as expenses when incurred.

3.01.3 Depreciation

Depreciation is charged on the cost of the assets over the period of their expected useful life, in accordance with the provisions of IAS 16: Property, Plant and Equipment. Irrespective of the date of acquisition, full year depreciation is charge at the following rates on “Reducing” balance basis:

Sl. No.	Items	Rates (%)
1	Office Building (Renovation)	15
2	Furniture and Fixtures	10
3	Office Equipment	15
4	Computer Equipment	20
5	Motor Vehicle	20
6	Engineering & Communication Equipment	15
7	Books & Periodicals	20
8	Sundry Assets	10

3.02 Intangible Assets

3.02.1 Components

The main item included in intangible asset is software.

3.02.2 Basis of recognition

An Intangible asset shall only be recognized if it is probable that future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the Commission and the cost of the asset can be measured reliably in accordance with IAS 38: Intangible Assets. Accordingly, this asset is stated in the Financial Statement at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

3.02.3 Subsequent expenditure

Subsequent expenditure on intangible asset is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific assets to which it relates. All other expenditure is expensed as incurred.

3.02.4 Amortization

Irrespective of the date of acquisition, full year amortization of intangible asset is charged on “Reducing” balance method at a rate of 20% to write off the cost of intangible assets.

3.03 Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash in hand, in transit and with banks on current and short-term deposit accounts which are held and available for use by the Commission without any restriction. There is insignificant risk of change in value of the same.

3.04 Advances against Expenses

Advances are initially measured at cost. After initial recognition, advances are carried at cost less deductions, adjustments or any other changes.

3.05 Capital Fund

The fund has been provided by the Government of Bangladesh to run the operation of the Commission.

3.06 General Provident Fund

The permanent employees of the Commission contribute to "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund" which is governed by the General Provident Fund Rules, 1979 as mentioned in regulation no. 54 of Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Service Rules, 2008.

A separate trustee board was formed by the Commission on 12 August 2014 to operate and manage "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund". For this purpose, the Trustee Board opened an SND Account on 28 July 2016 at Sonali Bank Limited, Kawran Bazar Branch in the name of "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund" bearing A/C No.0117203000-217.

3.07 Employees Pension Fund:

The permanent employees of the Commission have the following retirement benefits:

(a) General Provident Fund, and

(b) Gratuity

The Commission has taken initiative to introduce "Pension Scheme" for its permanent employees in place of existing retirement benefit i.e. General Provident Fund and Gratuity. It has already formed a separate Trustee Board to operate and manage "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees' Pension Fund" on 27 March 2019 in its meeting Ref: 12.2019 according to the direction of "Energy and Mineral Resources Division" of Ministry of Power, Energy and Mineral Resources.

The trustee board has already opened an SND Account on 1 April 2019 at Sonali Bank Limited, Kawran Bazar Branch in the name of "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees' Pension Fund" bearing A/C No. 0117203000-239.

3.08 Fees Income

Income from Fees has been recognized on cash basis.

3.09 Interest Income

Interest income on fixed deposits has been recognized on accrual basis of accounting in the period in which the income is accrued.

3.10 Statement of Cash Flows

The Statement of Cash Flow has been prepared in accordance with the requirements of IAS 7: Statement of Cash Flows. The cash generated from operating activities has been reported using the Indirect Method as the benchmark treatment of IAS 7, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments from operating activities are disclosed.

3.11 Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Commission's position at the date of Statement of Financial Position or those that indicate that the going concern assumption is not appropriate are reflected in the financial statements. Events after reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes when material.

	Amount in Taka	
	30.06.2020	30.06.2019
4.00 Property, Plant and Equipment:		
A. Cost		
Opening Balance	194,337,989	68,401,306
Add: Addition during the year	3,433,804	25,936,683
	97,771,793	**4,337,989**

	Amount in Taka	
	30.06.2020	**30.06.2019**
B. Accumulated depreciation		
Opening Balance	78,172,194	68,198,864
Add: Depreciation charged during the year	8,411,797	9,973,330
	86,583,991	**78,172,194**
Written Down Value (A-B)	**111,187,802**	**116,165,795**

A schedule of fixed assets as on 30 June 2020 is enclosed under ***Annexure-A.***

5.00 Intangible Assets:

A. Cost		
Opening Balance	1,937,819	1,231,065
Add: Addition during the year	82,150	706,763
	2,019,969	1,937,828
B. Accumulated Amortization		
Opening Balance	601,942	267,973
Add: Amortization charged during the year	283,605	333,969
	885,547	601,942
Written Down Value (A-B)	**1,134,422**	**1,335,886**

A schedule of intangible assets as on 30 June 2020 is enclosed under ***Annexure-B.***

6.00 Investment in FDR:

Opening Balance (Principal & Interest)	1,673,726,974	1,522,868,991
Add: Previous year's Interest Adjustment	-	-
	1,673,726,974	1,522,868,991
Less: FDR Encashment (Principal)	980,000,000	1,307,500,000
	693,726,974	215,368,991
Less: FDR Encashment (Interest)	53,857,650	154,703,957
	639,869,323	60,665,034
Add: Investment during the year (Principal)	26,800,000	1,528,233,188
	1,366,669,323	1,588,898,222
Add: Interest received during the year	53,500,920	84,828,752
Closing Balance (Principal & Interest)	**1,420,170,244**	**1,673,726,974**

A schedule of FDR Investment as on 30 June 2020 is enclosed under ***Annexure-C.***

7.00 Advance against Expenses:

Advance against Petrol & Lubricant (Note: 7.01)	92,040	187,805
Advance against Legal Expenses (Note: 7.02)	160,000	130,000
Advance against Medical Treatment (Note: 7.03)	350,354	350,354
Advance against Mobile Bill Allowance (Note: 7.04)	10,000	10,000
Advance against Travelling Expenses (Note: 7.05)	691,169	867,232
Advance against Others (Note: 7.06)	826,490	328,638
	2,130,053	**1,874,029**

Detail schedule of Advance against Expenses as on 30 June 2020 is enclosed under ***Annexure-D.***

		Amount in Taka	
		30.06.2020	30.06.2019
7.01	**Advance against Petrol & Lubricant:**		
	Opening Balance	187,805	271,224
	Add: Addition During the Year	47,600	508,021
		235,405	779,245
	Less: Adjustment During the Year	143,365	591,440
	Closing Balance	**92,040**	**187,805**
7.02	**Advance against Legal Expenses:**		
	Opening Balance	130,000	705,796
	Add: Addition During the Year	30,000	100,000
		160,000	805,796
	Less: Adjustment During the Year	-	675,796
	Closing Balance	**160,000**	**130,000**
7.03	**Advance against Medical Treatment:**		
	Opening Balance	350,354	348,354
	Add: Addition During the Year	-	2,000
		350,354	350,354
	Less: Adjustment During the Year	-	-
	Closing Balance	**350,354**	**350,354**
7.04	**Advance against Mobile Bill Allowance:**		
	Opening Balance	10,000	10,000
	Add: Addition During the Year	-	-
		10,000	10,000
	Less: Adjustment During the Year	-	-
	Closing Balance	**10,000**	**10,000**
7.05	**Advance against Travelling Expenses:**		
	Opening Balance	867,232	1,880,658
	Add: Addition During the Year	3,693,313	1,659,704
		4,560,545	3,540,362
	Less: Adjustment During the Year	1,937,456	2,673,130
	Closing Balance	**2,623,089**	**867,232**
7.06	**Advance against Others:**		
	Opening Balance	328,638	288,780
	Add: Addition During the Year	2,435,308	2,458,473
		2,763,946	2,747,253
	Less: Adjustment During the Year	1,937,456	2,418,615
	Closing Balance	**826,490**	**328,638**
8.00	**Cash & Cash Equivalents:**		
	Cash In Hand	25,248	64,894
	Sonali Bank A/c No. 216	118,382,303	(1,197,420)
	Sonali Bank A/c No. 928	130,808,914	94,018,604

	Amount in Taka	
	30.06.2020	30.06.2019
	249,216,465	**92,886,078**
9.00 Capital Fund:		
Received from GOB	9,623,496	9,623,496
Received from TA Project	17,821,829	17,821,829
	27,445,325	**27,445,325**

Technical Assistance Project (TA Project) for Institutional Development of Bangladesh Energy Regulatory Commission under power sector Development Technical Assistance (PSDTA) Project (IDA Grant No. HO92BD), funded by World Bank, has been successfully completed on 31 December 2012. As per provision of approved TPP of other project (Page 9 of TPP) and decision of the Commission (82nd Commission Meeting CM/82/09) all Assets of the project has been transferred to the Bangladesh Energy Regulatory Commission.

	30.06.2020	30.06.2019
10.00 Retained Earnings:		
Opening Balance	1,886,784,874	1,875,292,052
Add: Excess of Income over Expenditure	**(102,672,112)**	11,492,822
Closing Balance	**1,784,112,762**	**1,886,784,874**
11.00 Creditors for Expenses:		
Labour wages	114,750	71,250
Officer's Salary	1,343,220	1,321,865
Staff Salary	-	123,260
House Rent Allowance	668,237	1,003,194
Medical Allowance	33,000	80,500
Education Allowance	6,500	25,500
Telephone Allowance	9,445	6,900
Special Allowance	76,000	76,000
Conveyance Allowance	-	13,200
Tiffin Allowance	-	800
Charge Allowance	3,000	13,339
Overtime	122,487	131,832
Electricity	137,501	210,895
Telephone	50,200	30,207
Books and Periodicals	10,710	6,424
Audit Fee	86,250	110,000
Office Rent	1,376,122	1,376,122
Internet and Fax	55,500	-
Fuel & Lubricant	102,372	-
Washing	-	2,600
Water	43,493	-
Entertainment Allowance	600	-
	4,239,387	**4,603,888**

		Amount in Taka	
		30.06.2020	30.06.2019
12.00	**General Provident Fund:**		
	Opening Balance	1,762,900	1,664,650
	Add: Deduction From Salary during The Year	2,371,430	1,815,700
		4,134,330	3,480,350
	Less: Transfer to GPF own Account (A/C No.-217)	1,982,800	1,717,450
	Closing Balance	**2,151,530**	**1,762,900**

During this year, an amount of Tk. 2,705,993 in total, of 54 employees' contribution of Tk. 1,982,800 along with the interest of Tk. 723,193, have been transferred from the BERC's SND A/C 0117203000216 to "BERC Employees General Provident Fund" A/C (no. 0117203000-217). In addition , deduction from salary during the year is 2,371,430 after adjusting Tk 34,740 of Benevolent fund and Tk 27,730 of Group insurance which were included in GPF Fund from 2008 to 2013.

13.00	**Benevolent Fund:**		
	Opening Balance	172,668	140,468
	Add: Deduction From Salary during The Year	136,590	32,200
		309,258	**172,668**

Benevolent fund Tk 34,740 was wrongly ncluded in General provident Fund from 2008 to 2013. This amount is deducted from GPF and included in Benevolent Fund which has included in deduction from salary for this fund during the financial year. During this financial year deduction from salary is Tk. 1,01,850 for benevolent fund.

		Amount in Taka	
		30.06.2020	30.06.2019
14.00	**Group Insurance:**		
	Opening Balance	45,974	50,454
	Add: Deduction From Salary during The Year	47,090	6,760
		93,064	57,214
	Less: Transfer to SND Account	-	11,240
	Closing Balance	**93,064**	**45,974**

Group Insurance Tk 27,730 was wrongly included in General provident Fund from 2008 to 2013. This amount is deducted from GPF and included in group insurance which is included in deduction from salary for this fund during the financial year. Deduction from salary during the financial year is Tk.19,360 for group insurance.

15.00	**License Fees and Renewal Fees:**		
	Power	47,997,220	107,260,496
	Gas	45,112,825	35,018,804
	Petroleum	46,372,807	32,049,938
		139,482,852	**174,329,238**
16.00	**System Operation Fees:**		
	Power	-	21,027,137
	Gas	72,798,116	7,975,809
	Petroleum	30,325	252,520

		Amount in Taka	
		30.06.2020	30.06.2019
		72,828,441	**29,255,466**
17.00	**Application fees:**		
	Power	3,468,475	764,800
	Gas	231,000	91,500
	Petroleum	622,038	698,000
		4,321,513	**1,554,300**
18.00	**Interest on FDR:**		
	Interest Received during the year	53,500,920	84,828,752
	Add: Interest receivable during the year	34,512,340	34,826,868
		88,013,260	119,655,620
	Less: Last year Receivable	34,826,868	27,274,042
		53,186,392	**92,381,578**

Detail schedule of Interest receivable as on 30 June 2020 is enclosed under ***Annexure-C.***

19.00	**Bank Interest on SND/CA:**		
	Sonali Bank A/c No. 216	4,095,674	9,108,845
		4,095,674	**9,108,845**
20.00	**Salary & Allowances:**		
	Officers Salary	15,760,530	16,059,407
	Staff Salary	6,822,300	6,117,320
	Festival Bonus	3,722,130	2,272,970
	Consultation fee	226,989	764,706
	House Rent Allowance	12,263,801	11,761,845
	Medical Allowance	1,206,966	1,232,596
	Charge Allowance	44,484	146,835
	Entertainment Allowance	4,200	-
	Telecommunication Allowance	78,205	65,100
	Bangla New Year Allowance	392,946	393,048
	Rest & Recreation Allowance	137,720	601,700
	Education assistance Allowance	280,500	298,000
	Special Allowance	787,000	562,000
	Washing Allowance	28,600	31,200
	Tiffin Allowance	114,668	106,800
	Conveyance Allowance	141,993	155,700
		42,013,032	**40,569,227**

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Schedule of Property, Plant & Equipment
As at 30 June 2020

[Annexure-A]

Amount in Taka

Sl. No.	Particulars	COST				Rate of Dep.	DEPRECIATION				
		Balance as on 01.07.2019	Addition During the Year	Disposal during the year	Balance as on 30.06.2020		Balance as on 01.07.2019	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2020	Written Down Value as on 30.06.2020
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8	9=6+7-8	10=4-9
1	Land & Land Development:										
	Land	73,042,548	1,387,474	-	74,430,022		-	-	-	-	74,430,022
2	Building Decoration:										
i.	Functional Building Decoration	2,055,576	-	-	2,055,576	15%	1,086,370	145,381	-	1,231,751	823,825
ii.	Office Building Decoration	3,479,939	-		3,479,939	15%	3,479,938	0	-	3,479,938	1
iii.	Furniture & Fixture	5,511,473	380,104	-	5,891,577	10%	3,028,632	286,294	-	3,314,927	2,576,650
4	Office Equipment:										
i.	Office Equipment	1,052,130	-	-	1,052,130	15%	325,454	109,001.43	-	434,455	617,675
ii.	Office Equipment: Air-cooling & Ducting	2,348,440	-	-	2,348,440	15%	2,142,815	30,844	-	2,173,659	174,781
iii.	Office Equipment: Television	604,190	-	-	604,190	15%	320,750	42,516	-	363,266	240,924
iv.	Office Equipment: CC Camera	1,008,277	-	-	1,008,277	15%	442,867	84,812	-	527,678	480,599
v.	Office Equipment: Other's	2,034,084	-	-	2,034,084	15%	1,912,161	18,288	-	1,930,449	103,635
5	Computer Equipment	8,203,541	851,200	-	9,054,741	20%	6,283,613	554,226	-	6,837,839	2,216,902
7	Motor Vehicles	88,512,524	394,136	-	88,906,660	20%	56,054,846	6,570,363	-	62,625,209	26,281,451
8	Engineering /Communication Equipment	5,680,950	420,890	-	6,101,840	15%	2,323,223	566,793	-	2,890,016	3,211,824
9	Books & Periodicals	715,115	-	-	715,115	20%	715,114	0	-	715,114	1
10	Sundry Assets	89,202	-	-	89,202	10%	56,411	3,279	-	59,690	29,512
Total		194,337,989	3,433,804	-	197,771,793		78,172,194	8,411,797	-	86,583,991	111,187,802

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Schedule of Intangible Assets
As at 30 June 2020

[Annexure-B]
Amount in Taka

Sl. No.	PARTICULARS	COST				Rate of Dep.	AMORTIZATION				
		Balance as on 01.07.2019	Addition During the Year	Disposal during the year	Balance as on 30.06.2020		Balance as on 01.07.2019	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2020	Written Down Value as on 30.06.2020
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8	9=6+7-8	10=4-9
1	**Intangible Assets:**										
	Computer Software	1,937,819	82,150	-	2,019,969	20%	601,942	283,605	-	885,547	1,134,422
	Total	**,937,819**	**82,150**		**2,019,969**		**601,942**	**283,605**	**-**	**885,547**	**1,134,422**

Bangladesh Energy Regulatory Commission

FDR Statement

As at 30 June 2020

[Annexure- C]

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8.00	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
1	Bank Asia	28.06.2018	15126	20,000,000	-	20,000,000	-		1,595,913	-	-	1,595,913	-
2	Basic Bank Ltd,	28.06.2018	3118	50,000,000	-	50,000,000	-		2,492,058	20,942	-	2,513,000	-
3	Brac Bank Ltd.	3.07.2018	548002	20,000,000	-	20,000,000	-		1,599,566	17,973	-	1,617,539	-
4	Brac Bank Ltd.	11.10.2018	5405811	15,000,000	-	15,000,000	-		715,535	294,631.94	-	1,010,167	-
5	IFIC Bank Ltd.	11.10.2018	1285248	15,000,000	-	15,000,000	-		750,933	305,067	-	1,056,000	-
6	Southeast Bank Ltd.	11.10.2018	7377832	15,000,000	-	15,000,000	-		708,266.66	287,733	-	996,000	-
7	Bangladesh Krishi Bank	11.10.2018	629433	10,000,000	-	10,000,000	-		387,750.88	159,662	-	547,413	-
8	Janata Bank Ltd.	14.10.2018	547568	20,000,000	-	20,000,000	-		765,701.25	315,289	-	1,080,990	-
9	Sonali Bank Ltd.	07.11.2018	5000424	30,000,000	-	30,000,000	-		869,221	509,279.17	-	1,378,500	-
10	Janata Bank Ltd.	07.11.2018	547572	30,000,000	-	30,000,000	-		998,535	571,214.58	-	1,569,750	-
11	Agrani Bank Ltd	07.11.2018	1268443	30,000,000	-	30,000,000	-		957,983	548,017	-	1,506,000	-
12	Uttara BankLtd	07.11.2018	1563	10,000,000	-	10,000,000	-		375,713	204,788	-	580,500	-
13	Dutch- Bangla Bank Ltd.	07.11.2018	396188	10,000,000	-	10,000,000	-		314,306	171,317	-	485,624	-
14	Eastern Bank Ltd,	07.11.2018	255574	10,000,000	-	10,000,000	-		403,071	219,699	-	622,770	-
15	Sonali Bank Ltd.	15.11.2018	5000426	50,000,000	-	50,000,000	-		1,437,813	862,688	-	2,300,500	-
16	Sonali Bank Ltd.	15.11.2018	5000425	50,000,000	-	50,000,000	-		1,437,813	862,688	-	2,300,500	-
17	Agrani Bank Ltd	15.11.2018	30563-37699	40,000,000	-	40,000,000	-		1,260,000	756,000	-	2,016,000	-
18	Agrani Bank Ltd	15.11.2018	30565-37732	40,000,000	-	40,000,000	-		1,260,000	756,000	-	2,016,000	-
19	Brac Bank Ltd.	15.11.2018	5448001	10,000,000	-	10,000,000	-		421,816	253,090	-	674,906	-
20	Sonali Bank Ltd.	27.12.2018	935/05000427	60,000,000	-	60,000,000	-		1,400,458	1,354,542	-	2,755,000	-
21	Janata bank	27.12.2018	547579	60,000,000	-	60,000,000	-		1,607,604	1,554,896	-	3,162,500	-
22	The CITY Bank Limited	27.12.2018	750001	10,000,000	-	10,000,000	-		300,501	290,648.26	-	591,149	-

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8.00	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
23	Uttara Bank Ltd.	27.12.2018	0655514 /1564	10,000,000	-	10,000,000	-		288,929	279,456	-	568,385	-
24	Eastern Bank Ltd,	27.12.2018	1055850261984	10,000,000	-	10,000,000	-		335,637	324,633	-	660,270	-
25	Brac Bank Ltd.	27.12.2018	70460	10,000,000	-	10,000,000	-		349,197	337,748	-	686,944	-
26	Sonali Bank Ltd.	12.01.2019	0905936-05000428	20,000,000	-	20,000,000	-		464,800	531,200	-	996,000	-
27	Janata bank	16.01.2019	7586	20,000,000	-	20,000,000	-		473,094	565,405.56	-	1,038,500	-
28	Agrani Bank Ltd	16.01.2019	66792	30,000,000	-	30,000,000	-		757,817	905,683.33	-	1,663,500	-
29	Bangladesh Krishi Bank	16.01.2019	629467/3763	25,000,000	-	25,000,000	-		569,856	681,047.19	-	1,250,903	-
30	Dutch- Bangla Bank Ltd.	16.01.2019	96408	10,000,000	-	10,000,000	-		219,372	262,176.68	-	481,549	-
31	Uttara Bank Ltd.	16.01.2019	0655515 /1565	10,000,000	-	10,000,000	-		264,398	315,987.39	-	580,385	-
32	Southeast Bank Ltd.	16.01.2019	7377888	10,000,000	-	10,000,000	-		341,894	408,605.56	-	750,500	-
33	Sonali Bank Ltd.	26.02.2019	905939	50,000,000	-	50,000,000	-		2,331,506	181,494.44	-	2,513,000	-
34	Janata bank	27.02.2019	547590	50,000,000	-	50,000,000	-		899,349	1,732,891	-	2,632,240	-
35	Agrani Bank Ltd	27.02.2019	507380	20,000,000	-	20,000,000	-		340,300	655,700	-	996,000	-
36	Bangladesh Krishi Bank	27.02.2019	629482	50,000,000	-	50,000,000	-		986,704	1,901,209	-	2,887,913	-
37	EXIM Bank	27.02.2019	196302	30,000,000	-	30,000,000	-		791,456	1,525,000	-	2,316,456	-
38	Southeast Bank Ltd.	27.02.2019	12554	10,000,000	-	10,000,000	-		256,421	494,079	-	750,500	-
39	Eastern Bank Ltd,	27.02.2019	267334	10,000,000	-	10,000,000	-		241,861	466,024	-	707,885	-
40	Basic Bank Limited	20.05.2018	102732	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	-	1,110,755	129,578	-	1,110,755
41	IFIC Bank	20.05.2018	1285103	20,000,000	-	-	20,000,000	10.50%	-	1,674,750	258,385	-	1,674,750
42	Agrani Bank Ltd	03.07.2018	507349	30,000,000	-	-	30,000,000	5.75%	-	8,544	1,528,786	-	8,544
43	Janata Bank	03.07.2018	0547558	20,000,000	-	-	20,000,000	6.75%	-	5,667	1,198,638	-	5,667
44	MTBL	27.02.2019	319819	10,000,000	-	-	10,000,000	6.00%	-	515,431	189,435	-	515,431
45	Sonali Bank	01.04.2019	0905941	70,000,000	-	-	70,000,000	6.00%	-	2,652,500	937,699	-	2,652,500
46	Janata Bank	01.04.2019	547594	80,000,000	-	-	80,000,000	6.25%	-	3,187,500	1,118,945	-	3,187,500
47	Agrani Bank Ltd	01.04.2019	507386	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	-	1,147,500	402,008	-	1,147,500
48	Bangladesh Krishi Bank	01.04.2019	3781	80,000,000	-	-	80,000,000	7.00%	-	3,442,500	1,257,904	-	3,442,500
49	EXIM Bank	01.04.2019	851190	20,000,000	-	-	20,000,000	9.00%	-	1,147,500	411,761	-	1,147,500

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8.00	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
50	BRAC Bank Limited	01.04.2019	'০70478	10,000,000	-	-	10,000,000	6.00%	-	589,688	137,692	-	589,688
51	IFIC Bank	01.04.2019	1285415	20,000,000	-	-	20,000,000	6.50%	-	1,306,875	301,113	-	1,306,875
52	CITY Bank Limited	01.04.2019	50002/5	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	-	1,147,500	274,310	-	1,147,500
53	Premier Bank limited	01.04.2019	0278794	20,000,000	-	-	20,000,000	7.00%	-	1,020,000	321,345	-	1,020,000
54	Janata Bank	15.04.2019	0547595	20,000,000	-	-	20,000,000	6.50%	-	828,750	291,513	-	828,750
55	Bangladesh Krishi Bank	15.04.2019	629502	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	-	1,118,724	337,588	-	1,118,724
56	Bank Asia Limited	15.04.2019	381062	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	-	1,215,000	243,090	-	1,215,000
57	Bangladesh Commerce Bank	15.04.2019	4239	20,000,000	-	-	20,000,000	9.00%	-	1,147,500	342,943	-	1,147,500
58	Janata Bank	25.06.2019	547213	30,000,000	-	-	30,000,000	6.70%	-	1,680,025	30,097	-	1,680,025
59	Agrani Bank Ltd	26.06.2019	67699	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	-	1,005,833	14,881	-	1,005,833
60	Basic Bank Limited	25.06.2019	118549	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	-	1,755,250	27,007	-	1,755,250
61	Bangladesh Krishi Bank	25.06.2019	3811	18,233,188	-	-	18,233,188	7.00%	-	1,066,793	19,145	-	1,066,793
62	Bangladesh Commerce Bank	25.06.2019	2854 -181393	20,000,000	-	-	20,000,000	9.00%	-	1,504,500	27,435	-	1,504,500
63	Premier Bank limited	25.06.2019	0278900	20,000,000	-	-	20,000,000	7.00%	-	1,337,333	21,592	-	1,337,333
64	BRAC Bank Limited	08.07.2019	48005	-	21,800,000	-	21,800,000	9.50%	-	-	1,726,121	-	-
65	Janata Bank	14.10.2019	547224	-	20,000,000	-	20,000,000	6.70%	-	-	813,119	-	-
66	Bangladesh Krishi Bank	14.10.2019	3828	-	35,000,000	-	35,000,000	7.00%	-	-	1,474,674	-	-
67	IFIC Bank	14.10.2019	1352613	-	15,000,000	-	15,000,000	10.25%	-	-	932,964	-	-
68	South East Bank Ltd.	14.10.2019	7522232	-	10,000,000	-	10,000,000	9.50%	-	-	576,465	-	-
69	Sonali Bank	20.11.2019	905960	-	30,000,000	-	30,000,000	6.00%	-	-	927,250	-	-
70	Sonali Bank	20.11.2019	905961	-	30,000,000	-	30,000,000	6.00%	-	-	927,250	-	-
71	Sonali Bank	20.11.2019	905962	-	30,000,000	-	30,000,000	6.00%	-	-	927,250	-	-
72	Sonali Bank	20.11.2019	905963	-	20,000,000	-	20,000,000	6.00%	-	-	614,167	-	-
73	Sonali Bank	20.11.2019	905964	-	20,000,000	-	20,000,000	6.00%	-	-	614,167	-	-
74	Janata Bank	19.11.2019	0547225	-	30,000,000	-	30,000,000	6.70%	-	-	1,053,575	-	-
75	Agrani Bank Ltd	19.11.2019	507408	-	40,000,000	-	40,000,000	6.00%	-	-	1,246,000	-	-

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8.00	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
76	Agrani Bank Ltd	19.11.2019	507409	-	30,000,000	-	30,000,000	6.00%	-	-	943,500	-	-
77	Agrani Bank Ltd	20.11.2019	507410	-	40,000,000	-	40,000,000	6.00%	-	-	1,252,333	-	-
78	Bangladesh Krishi Bank	19.11.2019	3842	-	20,000,000	-	20,000,000	7.00%	-	-	721,833	-	-
79	Bank Asia Limited	19.11.2019	0318841	-	15,000,000	-	15,000,000	8.00%	-	-	629,000	-	-
80	CITY Bank Limited	19.11.2019	750003	-	10,000,000	-	10,000,000	9.00%	-	-	471,750	-	-
81	BRAC Bank Limited	19.11.2019	48006	-	10,000,000	-	10,000,000	8.50%	-	-	445,542	-	-
82	Sonali Bank	30.12.2019	905967	-	50,000,000	-	50,000,000	6.00%	-	-	1,263,000	-	-
83	Janata Bank	30.12.2019	0547231	-	60,000,000	-	60,000,000	6.70%	-	-	1,708,500	-	-
84	Basic Bank Limited	30.12.2019	118846	-	10,000,000	-	10,000,000	7.00%	-	-	297,500	-	-
85	CITY Bank Limited	30.12.2019	50004	-	10,000,000	-	10,000,000	8.50%	-	-	361,250	-	-
86	BRAC Bank Limited	30.12.2019	48007	-	10,000,000	-	10,000,000	8.50%	-	-	361,250	-	-
87	MTBL	30.12.2019	329125	-	10,000,000	-	10,000,000	8.50%	-	-	361,250	-	-
88	Social Islamic Bank	30.12.2019	10512307	-	10,000,000	-	10,000,000	10.50%	-	-	446,250	-	-
89	Sonali Bank	26.01.2020	905970	-	20,000,000	-	20,000,000	6.00%	-	-	340,000	-	-
90	Janata Bank	27.01.2020	0547235	-	20,000,000	-	20,000,000	6.70%	-	-	490,403	-	-
91	Agrani Bank Ltd	26.01.2020	0507416	-	20,000,000	-	20,000,000	6.00%	-	-	439,167	-	-
92	Bangladesh Krishi Bank	26.01.2020	3856	-	20,000,000	-	20,000,000	7.00%	-	-	512,361	-	-
93	IFIC Bank	26.01.2020	1352768	-	20,000,000	-	20,000,000	9.25%	-	-	677,049	-	-
94	Premier Bank limited	26.01.2020	02198119	-	20,000,000	-	20,000,000	8.00%	-	-	585,556	-	-
95	Bank Asia Limited	26.01.2020	0318881	-	10,000,000	-	10,000,000	6.00%	-	-	219,583	-	-
96	Bangladesh Commerce Bank	26.01.2020	200849	-	10,000,000	-	10,000,000	9.00%	-	-	329,375	-	-
	Grand Total			**1,658,233,188**	**726,800,000**	**980,000,000**	**1,405,033,188**		**31,973,148**	**53,500,920**	**34,512,340**	**53,857,650**	**31,616,417**

	2018-2019
Opening Balance (Principal)	1,437,500,000
Add: Encashment (Principal)	1,307,500,000
Less: Investment (Principal)	1,528,233,188
	1,658,233,188

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Interest Receivable & Received Calculation
As at 30 June 2020

Sl. No.	Name of Bank	Date	FDR No.	Received principal	Rate	Renewal Principal Amount	Rate	Received	Source Tax	Excise Duty	Net Interest Received	Interest Receivable Daily	Source Tax	Excise Duty	Source Tax+ Excise Duty	Net Interest
				1	2	3	4	5=1*2/360*D	6	7	8	9=3*4/360*D	10	11	12=10+11	13=9-12
1	Basic Bank Limited	20.05.2018	102732	21,067,500	7.00%	22,309,016	6.00%	1,306,770	196,016	-	1,110,755	152,445	22,867	-	22,867	129,578
2	IFIC Bank	20.05.2018	1285103	20,000,000	10.50%	24,007,858	10.50%	1,860,833	186,083	-	1,674,750	287,094	28,709		28,709	258,385
3	Agrani Bank Ltd	03.07.2018	507349	31,466,250	5.75%	31,454,250	5.75%	10,052	1,508	-	8,544	1,798,571	269,786	-	269,786	1,528,786
4	Janata Bank	03.07.2018	0547558	20,000,000	6.00%	21,008,000	6.75%	6,667	1,000	-	5,667	1,410,162	211,524	-	211,524	1,198,638
5	MTBL	27.02.2019	319819	10,000,000	9.25%	10,783,750	6.00%	606,389	90,958	-	515,431	222,864	33,430		33,430	189,435
6	Sonali Bank	01.04.2019	0905941	70,000,000	6.00%	73,545,000	6.00%	3,150,000	472,500	25,000	2,652,500	1,103,175	165,476	-	165,476	937,699
7	Janata Bank	01.04.2019	547594	80,000,000	6.25%	84,250,000	6.25%	3,750,000	562,500	-	3,187,500	1,316,406	197,461	-	197,461	1,118,945
8	Agrani Bank Ltd	01.04.2019	507386	30,000,000	6.00%	31,530,000	6.00%	1,350,000	202,500	-	1,147,500	472,950	70,943	-	70,943	402,008
9	Bangladesh Krishi Bank	01.04.2019	3781	80,000,000	6.75%	84,565,000	7.00%	4,050,000	607,500	-	3,442,500	1,479,888	221,983		221,983	1,257,904
10	EXIM Bank	01.04.2019	851190	20,000,000	9.00%	21,530,000	9.00%	1,350,000	202,500	-	1,147,500	484,425	72,664		72,664	411,761
11	BRAC Bank Limited	01.04.2019	070478	10,000,000	9.25%	10,799,354	6.00%	693,750	104,063	-	589,688	161,990	24,299		24,299	137,692
12	IFIC Bank	01.04.2019	1285415	20,000,000	10.25%	21,800,000	6.50%	1,537,500	230,625	-	1,306,875	354,250	53,138		53,138	301,113
13	CITY Bank Limited	01.04.2019	750005	20,000,000	9.00%	21,514,500	6.00%	1,350,000	202,500	-	1,147,500	322,718	48,408		48,408	274,310
14	Premier Bank limited	01.04.2019	0278794	20,000,000	8.00%	21,603,000	7.00%	1,200,000	180,000	-	1,020,000	378,053	56,708		56,708	321,345
15	Janata Bank	15.04.2019	0547595	20,000,000	6.50%	21,105,000	6.50%	975,000	146,250	-	828,750	342,956	51,443		51,443	291,513
16	Bangladesh Krishi Bank	15.04.2019	629502	30,000,000	7.00%	31,773,000	6.00%	1,316,146	197,422	-	1,118,724	397,163	59,574	-	59,574	337,588
17	Bank Asia Limited	15.04.2019	381062	20,000,000	9.00%	21,608,000	6.00%	1,350,000	135,000	-	1,215,000	270,100	27,010		27,010	243,090
18	Bangladesh Commerce Bank	15.04.2019	4239	20,000,000	9.00%	21,518,000	9.00%	1,350,000	202,500	-	1,147,500	403,463	60,519		60,519	342,943
19	Janata Bank	25.06.2019	547213	30,000,000	6.70%	31,708,500	6.70%	1,976,500	296,475	-	1,680,025	35,408	5,311	-	5,311	30,097
20	Agrani Bank Ltd	26.06.2019	67699	20,000,000	6.00%	21,008,000	6.00%	1,183,333	177,500	-	1,005,833	17,507	2,626	-	2,626	14,881
21	Basic Bank Limited	25.06.2019	118549	30,000,000	7.00%	31,773,000	6.00%	2,065,000	309,750	-	1,755,250	31,773	4,766	-	4,766	27,007
22	Bangladesh Krishi Bank	25.06.2019	3811	18,233,188	7.00%	19,306,063	7.00%	1,255,051	188,258	-	1,066,793	22,524	3,379	-	3,379	19,145
23	Bangladesh Commerce Bank	25.06.2019	2854	20,000,000	9.00%	21,518,000	9.00%	1,770,000	265,500	-	1,504,500	32,277	4,842	-	4,842	27,435
24	Premier Bank limited	25.06.2019	0278900	20,000,000	8.00%	21,773,000	7.00%	1,573,333	236,000	-	1,337,333	25,402	3,810		3,810	21,592
25	BRAC Bank Limited	08.07.2019	48005	-	0.00%	21,800,000	9.50%	-	-	-	-	2,030,731	304,610	-	304,610	1,726,121

Sl. No.	Name of Bank	Date	FDR No.	Received principal	Rate	Renewal Principal Amount	Rate	Received	Source Tax	Excise Duty	Net Interest Received	Interest Receivable Daily	Source Tax	Excise Duty	Source Tax+ Excise Duty	Net Interest
				1	2	3	4	5=1*2/360*D	6	7	8	9=3*4/360*D	10	11	12=10+11	13=9-12
26	Janata Bank	14.10.2019	547224	0	0.00%	20,000,000	6.70%	-	-	-	-	956,611	143,492		143,492	813,119
27	Bangladesh Krishi Bank	14.10.2019	3828	0	0.00%	35,000,000	7.00%	-	-	-	-	1,749,028	262,354	12,000	274,354	1,474,674
28	IFIC Bank	14.10.2019	1352613	0	0.00%	15,000,000	10.25%	-	-	-	-	1,097,604	164,641	-	164,641	932,964
29	South East Bank Ltd.	14.10.2019	7522232	0	0.00%	10,000,000	9.50%	-	-	-	-	678,194	101,729	-	101,729	576,465
30	Sonali Bank	20.11.2019	905960	0	0.00%	30,000,000	6.00%	-	-	-	-	1,105,000	165,750	12,000	177,750	927,250
31	Sonali Bank	20.11.2019	905961	0	0.00%	30,000,000	6.00%	-	-	-	-	1,105,000	165,750	12,000	177,750	927,250
32	Sonali Bank	20.11.2019	905962	0	0.00%	30,000,000	6.00%	-	-	-	-	1,105,000	165,750	12,000	177,750	927,250
33	Sonali Bank	20.11.2019	905963	0	0.00%	20,000,000	6.00%	-	-	-	-	736,667	110,500	12,000	122,500	614,167
34	Sonali Bank	20.11.2019	905964	0	0.00%	20,000,000	6.00%	-	-	-	-	736,667	110,500	12,000	122,500	614,167
35	Janata Bank	19.11.2019	0547225	0	0.00%	30,000,000	6.70%	-	-	-	-	1,239,500	185,925	-	185,925	1,053,575
36	Agrani Bank Ltd	19.11.2019	507408	0	0.00%	40,000,000	6.00%	-	-	-	-	1,480,000	222,000	12,000	234,000	1,246,000
37	Agrani Bank Ltd	19.11.2019	507409	0	0.00%	30,000,000	6.00%	-	-	-	-	1,110,000	166,500	-	166,500	943,500
38	Agrani Bank Ltd	20.11.2019	507410	0	0.00%	40,000,000	6.00%	-	-	-	-	1,473,333	221,000	-	221,000	1,252,333
39	Bangladesh Krishi Bank	19.11.2019	3842	0	0.00%	20,000,000	7.00%	-	-	-	-	863,333	129,500	12,000	141,500	721,833
40	Bank Asia Limited	19.11.2019	0318841	0	0.00%	15,000,000	8.00%	-	-	-	-	740,000	111,000	-	111,000	629,000
41	CITY Bank Limited	19.11.2019	750003	0	0.00%	10,000,000	9.00%	-	-	-	-	555,000	83,250	-	83,250	471,750
42	BRAC Bank Limited	19.11.2019	48006	0	0.00%	10,000,000	8.50%	-	-	-	-	524,167	78,625		78,625	445,542
43	Sonali Bank	30.12.2019	905967	0	0.00%	50,000,000	6.00%	-	-	-	-	1,500,000	225,000	12,000	237,000	1,263,000
44	Janata Bank	30.12.2019	0547231	0	0.00%	60,000,000	6.70%	-	-	-	-	2,010,000	301,500	-	301,500	1,708,500
45	Basic Bank Limited	30.12.2019	118846	0	0.00%	10,000,000	7.00%	-	-	-	-	350,000	52,500		52,500	297,500
46	CITY Bank Limited	30.12.2019	50004	0	0.00%	10,000,000	8.50%	-	-	-	-	425,000	63,750	-	63,750	361,250
47	BRAC Bank Limited	30.12.2019	48007	0	0.00%	10,000,000	8.50%	-	-	-	-	425,000	63,750		63,750	361,250
48	MTBL	30.12.2019	329125	0	0.00%	10,000,000	8.50%	-	-	-	-	425,000	63,750	-	63,750	361,250
49	Social Islamic Bank	30.12.2019	10512307	0	0.00%	10,000,000	10.50%	-	-	-	-	525,000	78,750		78,750	446,250
50	Sonali Bank	26.01.2020	905970	0	0.00%	20,000,000	6.00%	-	-	-	-	400,000	60,000	-	60,000	340,000
51	Janata Bank	27.01.2020	0547235	0	0.00%	20,000,000	6.70%	-	-	-	-	576,944	86,542		86,542	490,403
52	Agrani Bank Ltd	26.01.2020	0507416	0	0.00%	20,000,000	6.00%	-	-	-	-	516,667	77,500	-	77,500	439,167
53	Bangladesh Krishi Bank	26.01.2020	3856	0	0.00%	20,000,000	7.00%	-	-	-	-	602,778	90,417	-	90,417	512,361
54	IFIC Bank	26.01.2020	1352768	0	0.00%	20,000,000	9.25%	-	-	-	-	796,528	119,479	-	119,479	677,049
55	Premier Bank limited	26.01.2020	02198119	0	0.00%	20,000,000	8.00%	-	-	-	-	688,889	103,333	-	103,333	585,556
56	Bank Asia Limited	26.01.2020	0318881	0	0.00%	10,000,000	6.00%	-	-	-	-	258,333	38,750	-	38,750	219,583
57	Bangladesh Commerce Bank	26.01.2020	200849	0	0.00%	10,000,000	9.00%	-	-	-	-	387,500	58,125		58,125	329,375
Total					Grand Total	1,450,590,291		37,036,324	5,394,907		31,616,417	40,697,036	6,076,696	108,000	6,184,696	34,512,340

কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের বিবরণ

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান

০২৫৫০১৩৫১৭
chair.berc.bd@gmail.com

১

রহমান মুরশেদ
সদস্য

০২৮১৮৯৮২৪
rahman.murshed@gmail.com

২

মোহাম্মদ আবু ফারুক
সদস্য

০২৫৫০১৪০০২
faruque.berc@gmail.com

৩

মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী
সদস্য

০২৮১৮৯৮২৩, ০১৭৫৫৫৫৫৮৮০
mgas@berc.org.bd

৪

মোহাম্মদ বজলুর রহমান
সদস্য

০১৫৫৬৩৯০৫১০
engr.mbr@gmail.com

৫

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ নূরুল আলম

পরিচালক (গ্যাস) [যুগ্ম সচিব]

০২৮১৮৯৮২৮
dirgas@berc.org.bd

১

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সচিব (উপসচিব)

০২৮১৮৯৮২৫, ০১৭১১০১৫০১০
secy@berc.org.bd

২

মোঃ দিদারুল আলম

পরিচালক (পেট্রোলিয়াম) [উপসচিব]
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) [অতিঃ দায়িত্ব]

০২৫৫০১৪০১০
dirpetro@berc.org.bd

৩

সি এফ কে মুসাদ্দেক আহমদ

পরিচালক (বিদ্যুৎ)

০২৫৫০১৪০০৯
dirpower@berc.org.bd

৪

সুলতানা আক্তার

উপপরিচালক (প্রশাসন) [সিনিয়র সহকারী সচিব]

০২৫৫০১৪০০৬
ddadmin@berc.org.bd

৫

মোঃ হারুনুর রশিদ

উপপরিচালক (বিদ্যুৎ)

০১৭১২-১৮১৯৯২

mhrashid09@gmail.com

৬

শরীফুল ইসলাম শাহিন

উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

০১৭১২-৩৮৪৮৭৮, ০১৬১২-৩৮৪৮৭৮

s_islam38@yahoo.com

৭

নিশিত কুমার

উপপরিচালক (আইন ও বিধি)

০১৯১৪-৩০৬০১৩

nkumer.berc@gmail.com

৮

কামরুজ্জামান

উপপরিচালক (ট্যারিফ)

০১৭১৫-৮৫৫৭৮৭

kzamanberc@gmail.com

৯

মোঃ ফিরোজ জামান

উপপরিচালক (কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স)

০১৭৭৯-১৭৪৭১৯

firozberc@gmail.com

১০

মুহাম্মদ রফিকুল আলম ভুঁইয়া
উপপরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
০১৭১২-৪৭৮৩৮৮
ddpetro@berc.org.bd
১১

মুহাম্মদ ইসমাঈল
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)
০১৭৪২-৫২১০৫৫
ps2chair.berc.bd@gmail.com
১২

মোঃ আসাদুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (বিধি)
০১৮১৬-৩২৯৪১৪
asad.berc@gmail.com
১৩

শাহী মোঃ তানভীর আলম
সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ)
০১৭১১-০৮০৫৫৩
adtariff1@berc.org.bd
১৪

বেলায়েত হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
০১৭৮৩-৩৫৭০১৯
belayetberc@gmail.com
১৫

তারেক আহমেদ

সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)

০২৫৫৫১৪০১৭
tarek.107@gmail.com

১৬

নাজিয়া হক

সহকারী পরিচালক (গ্যাস-১)

০২৮১৮৯৮২৮
orin_sust@yahoo.com

১৭

মোঃ শাহাদত হোসেন

সহকারী পরিচালক (আইন)

০১৭১৬-৪০৮৪০১
shahadot@gmail.com

১৮

মোঃ মোফাচ্ছেরুল হাসান

সহকারী পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)

০২৮১৮৯৮৩১
sajib.prince@gmail.com

১৯

নাহিদ আফরোজ

সহকারী পরিচালক (হিসাব)

০১৯২৩-৭৭৪১০০
nahid.afroze@yahoo.com

২০

মোঃ রেজাউল হক
সহকারী পরিচালক (গ্যাস-২ ও আইসিটি)
০২-৫৫০১৪০১৫
adgas2@berc.org.bd
২১

রাজু আহমেদ
সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ-২)
০১৬৭০-৮৩৭৭৬৩
rajuahmedduib@gmail.com
২২

মোঃ নুরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ-২)
০১৫৩৪-৭১৪০৫৮
koliaeee08@gmail.com
২৩

মাকসুদা আহমেদ
সহকারী পরিচালক (অর্থ)
০১৯২০-৫৬৭৪৯৯
mahmed.799@gmail.com
২৪

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রটোকল)
০১৭৬৬-৯২৪৫৭১
mnurulislam1969@gmail.com
২৫

ফটো গ্যালারি

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

কমিশনের বর্তমান মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের যোগদানকালে কমিশনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ফুলেল শুভেচ্ছা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমান কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের যোগদানকালে কমিশনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ফুলেল শুভেচ্ছা

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল কর্তৃক চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প পরিদর্শন

কমিশনের প্রাক্তন সদস্য (বিদ্যুৎ) মহোদয়ের বিদায় অনুষ্ঠানে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ই-ফাইলিং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি এবং কমিশনের কর্মকর্তাগণ

কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত GIZ এর সাথে সভায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ই-লাইসেন্সিং সেবা সপ্তাহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল কর্তৃক চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থ পিজিসিবি গ্রিড সাব স্টেশন পরিদর্শন

মুজিব বর্ষে জ্বালানি খাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, www.berc.org.bd